মিশিগানে বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, চিত্র, শিল্পকলার প্রদর্শনী পৃষ্ঠা ২৮

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

31 October 2024, Thursday, 8th Year, Issue 398, 40 Pages

নোবেল জয়ী নার্গেস মোহাম্মদীকে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড ইরানে পৃষ্ঠা ২৬

৩১ অক্টোবর ২০২৪, ১৫ কার্তিক ১৪৩১, ২৮ রবিউস সানি ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৩৯৮, পৃষ্ঠা: ৪০

৫ নভেম্বর রচিত হচ্ছে নতুন ইতিহাস

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

নির্বাচনের যেকোনও ফলাফলই হবে ইতিহাস সৃষ্টিকারী। হতে পারেন আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।

হেলাল উদদীন রানা

বিশ্বের চোখ এখন আমেরিকার দিকে। এ ছাপা পত্রিকা হাতে নেয়ার সময় থেকে মাত্র তিন দিন পর, ৫ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের এযাবৎ কালের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন। নির্বাচনের যেকোনও ফলাফলই হবে ইতিহাস সৃষ্টিকারী। হতে পারেন আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। না হলে, ক্ষমতা থেকে জনগণের ভোটে বিদায় নেয়ার এক দফা পর, দুই দুই বার ইম্পিচম্যান্টে পড়া, ফৌজদারি মামলায় দণ্ড পাওয়া ট্রাম্প হতে পারেন ইতিহাসের নায়ক। ইতিহাসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমেরিকায় মঙ্গলবার রাত দীর্ঘ হতে পারে। অধিকাংশ রাজ্যে রাত ৯টার আগেই ভোট গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে সুইং স্টেট গুলোর ডাক ভোট ও প্রান্তিক ভোটের হিসেব গণনায় আসতে অপেক্ষার সময় দীর্ঘও হতে পারে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনরায় জিতলে কেমন হবে ট্রাম্পের আমেরিকা? অভিবাসীদের জন্য কি বন্ধ হয়ে যাবে স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার? এমন প্রশ্নে চলছে নানা প্রকার আলোচনা। তবে কমালা হ্যারিস নির্বাচিত হলে ইতিহাসে আমেরিকা পাবে একজন প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি গণতন্ত্র, অভিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী পেতে পারে কিছুটা হলেও তুলনামূলক সুরক্ষা।

ট্রাম্পের আমেরিকায় ঘৃণা, বর্ণ বিদ্বেষ ও বিভক্তি বহুগুণে ছড়িয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

দুই দুই বার ইম্পিচম্যান্টে পড়া, ফৌজদারি মামলায় দণ্ড পাওয়া ট্রাম্প হতে পারেন ইতিহাসের নায়ক।

অন্যদিকে কমালা হ্যারিস নির্বাচিত হলে ইতিহাসে আমেরিকা পাবে একজন প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।

শেষ মুহূর্তের উত্তেজনায় কাঁপছে পুরো আমেরিকা

বিশেষ প্রতিনিধি

এবারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আগাম কেউ কিছু বলতে পারছেন না। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, এখন পর্যন্ত জরিপের ফলাফল অন্তত তাই বলে। ডোনাল্ড ট্রাম্প আর কমলা হারিসের জাতীয় জনমত জরীপের ফলাফলের চিত্র ভয়ানক। মাত্র এক দুই শতাংশ ব্যবধান নিয়ে জরিপকারীদেরও সব অনুমান ভেস্তে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে জমে উঠেছে কথার লড়াই। আটঘাট বেঁধে নেমেছে দুই পক্ষ।

৫ নভেম্বর হবে যুক্তরাষ্ট্রের ভোট। এই নির্বাচনকে ঘিরে একে অপরকে বারবার আক্রমণ করছেন ট্রাম্প ও কমলা। এবারের নির্বাচনে প্রচার শুরুর পর থেকে বিভিন্ন সময় কমলাকে অযোগ্য বলে আখ্যা দিয়েছেন ট্রাম্প। কমলাও কোনো ছাড় দেননি। সর্বশেষ ট্রাম্পের সাবেক কর্মকর্তার বক্তব্য টেনে তাঁকে ফ্যাসিস্ট বলেছেন কমলা। এর জবাবে উল্টো ফ্যাসিস্ট তকমা কমলার গায়ে জুড়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। আর কমলা বলছেন বিভক্তির রাজনীতিতে বিশ্বাসী ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রচার শুরুর পর থেকেই একের পর এক নয়া ঘটনা ঘটছে। ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টায় দুবার হামলা হয়েছে।

ডেমোক্র্যাটদের প্রথম প্রার্থী ছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বয়স, প্রচারে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে বিরক্তির কারণ হন তিনি। এরপর দলের ভেতর থেকেও প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হওয়ার ব্যাপারে চাপ বাড়ে। অবশেষে সরে দাঁড়ান তিনি। জো বাইডেনের বিরুদ্ধে মোটামুটি আটঘাট বেঁধেই নেমেছিলেন ট্রাম্প। তখন ধারণাও করা হচ্ছিল, ট্রাম্পই হয়তো ২০২৪-এ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবে। তবে বাইডেন সড়ে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর কমলা এগিয়ে আসায়

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ট্রাম্প, কমলার তহবিলে কতো জমা পড়লো

নির্বাচনের খরচ

সরকারি তহবিল থেকেও অর্থ পেতে পারেন প্রার্থীরা। তবে এক্ষেত্রে ব্যয়ের হিসাবের সীমাবদ্ধতা মেনে চলতে হয়।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়তে বিপুল অর্থ খরচ করতে হয়। সেটি জোগাড় করতে প্রার্থীরা বেশকিছু বিকল্প বেছে নেন। প্রার্থীরা নিজস্ব অর্থ দিয়ে প্রচার প্রচারণা চালাতে পারেন। অথবা, ব্যক্তিগত দাতাদের কাছ থেকে তারা অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। তহবিলের

আরেকটি উৎস রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটি গ্রুপ থেকে আসে, যা প্যাক (পিএসি) বা সুপারপ্যাক নামে বেশি পরিচিত।

সরকারি তহবিল থেকেও অর্থ পেতে পারেন প্রার্থীরা। তবে এক্ষেত্রে ব্যয়ের হিসাবের কঠোর সীমাবদ্ধতা মেনে চলতে হয়। ফলে গত কয়েকটি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

নির্বাচনে ভারতীয়-আমেরিকান ভোটারদের গুরুত্ব কতটা?

বিবিসি বাংলা

নিউ ইয়র্ক সিটির আপার ইস্ট সাইডের অভিজাত হোটেল 'দ্য পিয়ের'-এ সম্প্রতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিলেন শত শত প্রভাবশালী ভারতীয়-আমেরিকান ব্যক্তিত্ব। দীপাবলি বা দিওয়ালির আবহে অক্টোবরের সন্ধ্যায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন বলিউড অভিনেতা থেকে শুরু করে তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার সিইওরা।

চোখ ধাঁধানো পোশাক এবং ভারী গয়না পরে এই ককটেল পার্টিতে হাজির হয়ে একে অন্যের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়েছিলেন আমন্ত্রিতরা।

তবে এই আয়োজন দিওয়ালি উদযাপনের জন্য হলেও যে আলোচনা এই অনুষ্ঠানকে মাত করে রেখেছিল, তা হলো ভারতীয়-আমেরিকান সম্প্রদায়ের সর্বশেষ রাজনৈতিক মাইলফল। কারণ কমালা হ্যারিস দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্যের প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী।

দলের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি অনুমোদন পেয়ে মনোনীত হয়েছেন

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস

দেশে ফ্যাসিস্ট আ.লীগের কোনো স্থান নেই

ঢাকা ডেস্ক

ড. ইউনূস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দল 'ফ্যাসিবাদের সব বৈশিষ্ট্য' দেখিয়েছে। বর্তমানে দেশের রাজনীতিতে দলটির আপাতত কোনো স্থান নেই।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন মুহাম্মদ ইউনূস।

শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনা প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার ভারতে অবস্থানরত

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ড. ইউনূসকে ফখরুল

মানুষের ভালোবাসা, সম্মানের জায়গাটা নষ্ট করবেন না

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে বাংলাদেশের মানুষ 'খুব ভালোবাসে ও সম্মান দেয়' বলে মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তাঁর উদ্দেশে বলেছেন, 'একটাই অনুরোধ করব,

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

CDPAP প্রোগ্রাম এর অধীনে সেবাদানকারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশিসহ আপনার পছন্দের যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন

আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন

এসেনসিয়াল হোম কেয়ার

ESSENTIAL HOME CARE

MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO

- সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
- CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে
- আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন

আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি

Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-6463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123, 917-300-6463, Fax : 516-744-7111
E-mail: support@essentialcareny.com

Bronx Office
2165 Starling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0056
Fax: 917-970-0058
E-mail : support@essentialcareny.com

Presidential & National Healthcare Champion Awardee

Home Care Agency and run by CIP Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)

ALL COUNTY HOME CARE

CDPAP HHA PCA

allcountyhc@gmail.com
www.allcountyhealthny.com

718-593-0932

QUEENS • BRONX • BROOKLYN • SUFFOLK • NASSAU • MANHATTAN • STATEN ISLAND

Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services

Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- RAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

LIBERTY TRAVELS & TECH

AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:

- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্রিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

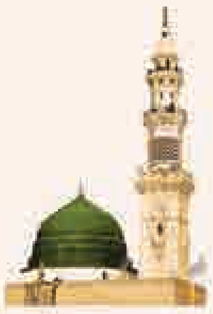

ZAM ZAM TRAVEL US
জম জম ট্রাভেল ইউএস
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus

★★★★★
Special Luxurious Five Star & Economy (Customized & Group)
Umrah Package Available
★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services

ECONOMY STARTING FROM: Quad $1599 · Tripple $1699 · Double $1799
LUXURY STARTING FROM: Quad $1999 · Tripple $2099 · Double $2199

Special Umrah Pre-Seminar & Free Gifts for Every Haji

- AIRLINES TICKETS SELLER
- WORLDWIDE VISA SERVICES
- SAUDI ARABIA 10 YEARS VISA
- HAJJ & UMRAH PACKAGE SERVICE PROVIDER

+1 (718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
37-15 73 Street (Suite-207), Bangladesh Plaza
Jackson Heights, NY-11372

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
  আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

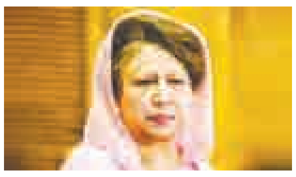

খালেদা জিয়া

চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়া হচ্ছে

ঢাকা অফিস

দুর্নীতির মামলায় দণ্ড থেকে মুক্ত হওয়ার আড়াই মাস পর চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। প্রথমে তাঁকে বিশেষায়িত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে যুক্তরাজ্যে নেওয়া হবে। পরে সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য অন্য একটি দেশে নেওয়া হবে।

খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন গতকাল মঙ্গলবার এসব তথ্য জানান। তবে বিএনপির চেয়ারপারসন কবে বিদেশ যাবেন এবং কোন দেশে তাঁর চিকিৎসা হবে তা জানাননি তিনি।

জাহিদ হোসেন বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করে তাঁরা অতি দ্রুত তাঁকে বিদেশে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হাসপাতালে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। এর অংশ হিসেবে দূরপাল্লার বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করার কাজ শুরু করেছেন, যোগাযোগ চলছে। প্রথমে তাঁকে লন্ডনে নেওয়া হবে। সেখানে থেকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মেডিকেল সেন্টার যে দেশে আছে, সেখানে নেওয়া হবে।

চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিতে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয় থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান জাহিদ হোসেন। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি গুলশানের বাসায় আগের মতোই মেডিকেল বোর্ডের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে আছেন। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

বিএনপির সূত্র বলছে, দলের চেয়ারপারসনের লিভার প্রতিস্থাপন করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে দু-একটি মেডিকেল সেন্টারে এই অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁকে এমন এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে বিদেশে নেওয়া হবে, যাতে সব ধরনের চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা থাকবে।

হাসিনা-ঘনিষ্ঠরা ব্যাংকখাত থেকে লুট করেছে ২ লাখ কোটি টাকা

বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিনান্সিয়াল টাইমসে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গভর্নর এই অভিযোগ করেন।

ঢাকা ডেস্ক

আহসান মনসুর

হাসিনা সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধনকুবেররা গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশের ব্যাংকখাত থেকে ১৭০০ কোটি মার্কিন ডলার লুট করে পাচার করেছেন বলে দাবি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান মনসুরের।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিনান্সিয়াল টাইমসে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গভর্নর অভিযোগ করেন, সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই (ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স) নেতৃস্থানীয় ব্যাংকগুলো জোরপূর্বক দখলের কাজে সহায়তা করেছিল।

পরে যেখান থেকে ২ লাখ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পাচার করা হয়।

গভর্নর বলেন, ব্যাংক দখলে নেওয়ার পর নতুন শেয়ারহোল্ডারদের ঋণ দেওয়া এবং আমদানি চালানে অতি মূল্যায়নের মাধ্যমে আনুমানিক ২ ট্রিলিয়ন টাকা বা ১ হাজার ৬৭০ কোটি মার্কিন ডলার লুট করা হয়েছে। যার পুরো টাকাই বিদেশে পাচার হয়েছে। বিশ্বের আর কোথাও এই খাতে এত লুটপাটের ঘটনা ঘটেনি এবং এর পেছনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। গোয়েন্দারা ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্তদের মাথায় বন্দুক না ধরলে এটি করা সম্ভব হতো না।

তিনি বলেন, এস আলমের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং তার সহযোগীরা ডিজিএফআই-এর সহায়তায় ব্যাংকগুলো দখলে নেওয়ার পর এই খাত থেকে ন্যূনতম ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লুট করেছে। প্রতিদিনই তারা নিজেদেরকে ঋণ দিতো।

শেখ হাসিনা শাসনামলে ভোট কারচুপি, বিরোধীদের জেল ও নির্যাতন এবং ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী গত ৫ আগস্ট ভারতে পালিয়ে যান। হাসিনার পলায়নের পর নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। এই সরকার পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গত মাসে এফটি এর সঙ্গে এক বৈঠকে আহসান মনসুর বলেছিলেন, হাসিনার সহযোগীদের বৈদেশিক সম্পদের তদন্তে যুক্তরাজ্যের সহায়তা চেয়েছেন তিনি।

ফিনান্সিয়াল টাইমসে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে মনসুর দবি করেন, হাসিনার শাসনামলে নেতৃস্থানীয় ব্যাংকের বোর্ড সদস্যদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। বোর্ডের সদস্যদের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হোটেলে বা অন্য কোনো স্থানে নিয়ে যেত এবং বন্দুকের মুখে তাদের ব্যাংকের সমস্ত শেয়ার এস আলমের কাছে বিক্রি করতে এবং তাদের পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করতে বলত। একের পর এক ব্যাংকে তারা এটা করেছে।

এই সব অভিযোগের বিষয়ে সাইফুল আলমের পক্ষে ল ফার্ম কুইন ইমানুয়েল উরকুহার্ট অ্যান্ড সুলিভানের দেওয়া এক বিবৃতিতে এস আলম গ্রুপ বলছে, আহসান মনসুরের এই অভিযোগের কোনো সত্যতা নেই। এস আলম গ্রুপ এবং বাংলাদেশের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের অপপ্রচার সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার মৌলিক নীতি বহির্ভূত, যা ইতোমধ্যেই বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন করেছে এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতিতে ভূমিকা রেখেছে। এই গ্রুপের অতীত রেকর্ড এবং অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাছে গভর্নরের অভিযোগগুলোকে অবিবেচনা প্রসূত- বিস্ময়কর মনে হয়েছে।

ফিনান্সিয়াল টাইমস বলছে, এ বিষয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মিডিয়া উইং আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) মন্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হলেও তারা কোনো জবাব দেননি।

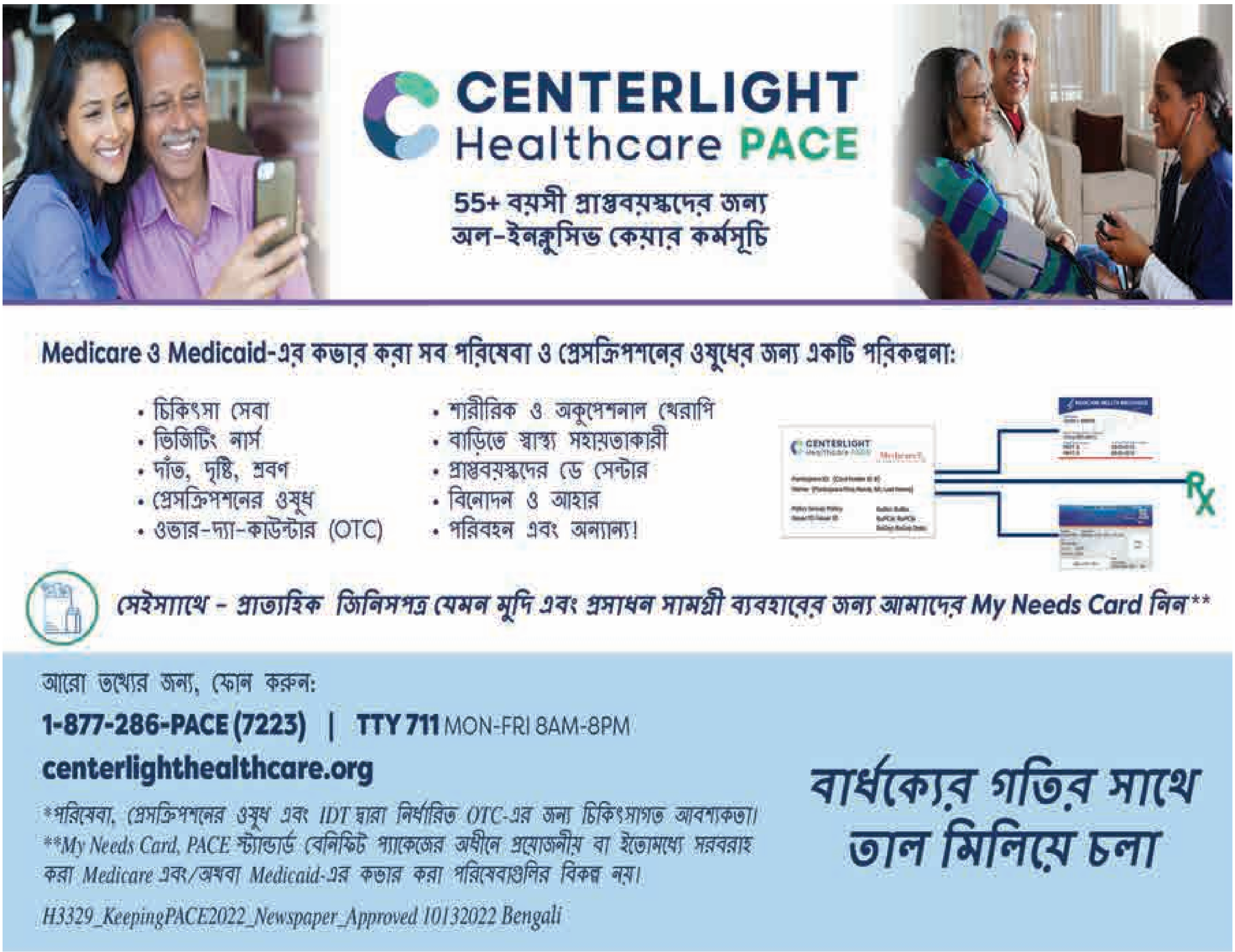

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সম্পাদকীয়

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা বাজতেই আছে

এক বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে আগুন জ্বলছে।

এই সময়ে ৪১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিক ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন। গাজার দুই মিলিয়ন বা ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। পশ্চিম তীরে নিহত হয়েছেন আরও ৬০০ জন। এই ধ্বংসযজ্ঞের রেষ ছড়িয়ে পড়েছে লেবাননেও। সেখানে ইসরায়েলি হামলায় দুই হাজারের বেশি মানুষ নিহত ও অন্তত ১০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

ইরানের বিভিন্ন স্থানে ইসরায়েলের হামলা মধ্যপ্রাচ্যে নতুন পরিস্থিতির সূচনা ঘটিয়েছে। সেই সঙ্গে তেহরান ও তেল আবিবের মধ্যে কয়েক দশক ধরে চলা দ্বন্দ্বেও এক ভয়ানক মাত্রা যোগ করেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, আপাতত মনে হচ্ছে, দু'পক্ষ একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পেরেছে। কারণ, তাৎক্ষণিকভাবে ইরান কোনো পাল্টা হামলা চালানোর হুঁশিয়ারি দেয়নি। বছরের পর বছর ধরে চলা ছায়াযুদ্ধ শেষ হয়ে সংঘাত এখন পুরোপুরি খোলামেলা পর্যায়ে পৌঁছেছে, যদিও আপাতত একটি লড়াই ঠেকানো গেছে।

ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সংঘাতের মাত্রা তীব্রভাবে বেড়েছে। এটি একটি চক্রাকারের মতো মনে হচ্ছে এবং পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে সহিংসতা বন্ধ হবে না যতক্ষণ না একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইসরায়েল সম্প্রতি হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতা হাসান নাসরাল্লাহসহ লেবানন ও গাজায় হামাসের নেতাদের হত্যা করে সংঘাতকে আরও জটিল করে তুলেছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে এক বছরের চেষ্টার পর গত সপ্তাহে গাজায় হত্যা করেছে। তবে ইসরায়েলি নেতারা স্পষ্ট করেছেন, হামাসের সামরিক সক্ষমতা সম্পূর্ণ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

কয়েক সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে আক্রমণ সীমিত করার জন্য চাপ দিয়ে আসছে। চলতি মাসের শুরুতে ইসরায়েলে ইরান একঝাঁক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে। জবাবে ইসরায়েল ইরানের সংবেদনশীল পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ স্থাপনা এবং তেলক্ষেত্রে আঘাতের পরিকল্পনা নেয়।

উত্তেজনা হ্রাস পেলেও সাম্প্রতিক ঘটনা ইরান ও ইসরায়েলকে একটি নিয়ন্ত্রণহীন সংঘাতের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। বছরের পর বছর ধরে দুটি পক্ষ গোপন লড়াইয়ে লিপ্ত। তারা একে অন্যের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করেছে; অন্যের বিরোধীদের সমর্থন দিয়েছে; আক্রমণ করলেও তার দায় অস্বীকার করেছে। গত বছর গাজায় ইরানের মিত্র হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হলে সেই গোপন সংঘাত প্রকাশ্য সংঘর্ষে রূপ নেয়।

ইরান ও দেশটির মিত্ররা সিনওয়ারের মৃত্যুকে তাদের দৃঢ়তার প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেছে। এর আগে হামাস নেতাদের হত্যার ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও গোষ্ঠীটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করা যায়নি।

ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে ২০০৬ সালের সংঘাত শেষে গৃহীত জাতিসংঘের প্রস্তাব ১৭০১ অনুযায়ী দক্ষিণ লেবাননকে যে কোনও অস্ত্র বা বাহিনীর উপস্থিতি থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে দুই পক্ষই প্রস্তাব বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। গত এক বছর ধরে সীমান্তে হিজবুল্লাহর রকেট হামলার জবাবে ইসরায়েল সামরিক অভিযান চালিয়েছে।

> এটা মনে করা ঠিক হবে ন যে নেতানিয়াহু ইসরায়েলের রাজনৈতিক মূলধারার বাইরে গিয়ে কাজ করছেন। সেজন্য হেজবুল্লাহর ওপর শক্ত আঘাত হানার চাপ বাড়তে পারে, এমনকি ইরানের বিরুদ্ধেও। ইরানে ইসরায়েলের হামলা প্রত্যাশিত হলেও সামনে আরও বেশি কিছু দেখা যাবে কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। স্পষ্টতই নেতানিয়াহু শুধুমাত্র ইমেজের জন্য এটা করেননি, তার আরও কোনো স্বার্থ রয়েছে।

গাজার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। সেখানে ইসরায়েলি বাহিনী উত্তরাঞ্চলের শরণার্থী শিবির ও হাসপাতালগুলো ঘিরে রেখেছে। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে এক বিমান হামলায় পাঁচজন নিহত হয় এবং কয়েকজন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এদিকে দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে গাজা যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টায় আবারও আলোচনায় বসার ইঙ্গিত দিয়েছে হামাস ও ইসরায়েল। যুদ্ধ বন্ধে আগের অনেক চেষ্টা ব্যর্থ হলেও এখন ইসরায়েল ও হামাস উভয়পক্ষ গাজা যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে ফের আলোচনায় আগ্রহের কথা জানিয়েছে।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলায় চালিয়েছিল হামাস। ওই হামলায় ১ হাজার ২০৬ জন নিহত হন। জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যায় প্রায় ২৫০ জনকে। জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় নির্বিচারে হামলা শুরু করে ইসরায়েল। সেই হামাসবিরোধী অভিযান এখন স্পষ্ট গণহত্যায় রূপ নিয়েছে। তবু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইসরায়েলকে থামাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ।

এটা মনে করা ঠিক হবে ন যে নেতানিয়াহু ইসরায়েলের রাজনৈতিক মূলধারার বাইরে গিয়ে কাজ করছেন। সেজন্য হেজবুল্লাহর ওপর শক্ত আঘাত হানার চাপ বাড়তে পারে, এমনকি ইরানের বিরুদ্ধেও। ইরানে ইসরায়েলের হামলা প্রত্যাশিত হলেও সামনে আরও বেশি কিছু দেখা যাবে কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। স্পষ্টতই নেতানিয়াহু শুধুমাত্র ইমেজের জন্য এটা করেননি, তার আরও কোনো স্বার্থ রয়েছে। এটি আসলেই তার জন্য সুযোগ। কারণ, আমেরিকান প্রশাসন আক্ষরিকভাবেই এখন সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় আছে।

ইসরায়েল ও ইরানের পরোক্ষ সংঘাত দীর্ঘদিনের হলেও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘমেয়াদে বড় সংকট তৈরি করতে পারে। বর্তমানে এই অঞ্চলে উত্তেজনা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্রও।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স যখন যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছিলো তখন ইসরায়েলের বিরোধ ও প্রধান বাম ও ডান ধারা থেকে একুশ দিনের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরোধিতা সমালোচনা আসলো।

ইসরায়েল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এর কারণ শুধু এটা নয় যে তারা আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলায় সক্ষম, বরং সাতই অক্টোবরের পর নিজের হুমকিগুলোর প্রতি সহনশীলতার নীতি পাল্টে গেছে। মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স যখন যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছিলো তখন ইসরায়েলের বিরোধ ও প্রধান বাম ও ডান ধারা থেকে একুশ দিনের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরোধিতার সমালোচনা আসলো। ইসরায়েল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এর কারণ শুধু এটা নয় যে তারা আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলায় সক্ষম, বরং সাতই অক্টোবরের পর নিজের হুমকিগুলোর প্রতি সহনশীলতার নীতি পাল্টে গেছে। কয়েক বছরে এমন অনেক কিছু ঘটেছে যা সর্বাত্মক সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আছে তেহরান, বৈরুতে, তেল আবিব ও জেরুসালেম বৃষ্টির মতো বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা।

ইসরায়েল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এর কারণ শুধু এটা নয় যে তারা আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলায় সক্ষম, বরং সাতই অক্টোবরের পর নিজের হুমকিগুলোর প্রতি সহনশীলতার নীতি পাল্টে গেছে।

ইসরায়েল যদিও সীমিত হামলায় এবার ক্ষান্ত হয়েছে, এর মাধ্যমে তারা আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইরানে বড় হামলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছে। নির্বাচনে ক্ষমতার পালাবদল মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে; বিশেষ করে ইসরায়েল ও ইরানের উত্তেজনায়।

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক জোট কোন পথে

অ্যাডভোকেট গাজী তারেক আজিজ

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী মূলত আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে একটা বলয় গড়ে তুলতে চাইছে। দলটির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে রাজনীতির মাঠের হিসাব-নিকাশ কিছুটা হলেও ভিন্ন। এর কারণও স্পষ্ট। রাজনীতির মাঠে জামায়াত দলটি সঠিক পথের বলে মনে করে থাকে দলটির সব স্তরের নেতা ও কর্মীরা। অপরদিকে বিভিন্ন সময়ে মতাদর্শগত অমিল এবং অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতা অপরাপর দলগুলোকে জামায়াত বিদ্বেষী করে তুলেছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতাদের প্রকাশ্য জামায়াত বিরোধিতা দেখেছি। আর সেটা ছিল অব্যাহত।

বাংলাদেশে নিবন্ধিত ইসলামী দল হচ্ছে ১১টা। দলটির সূত্রগুলো বলছে ইতোমধ্যেই ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, লেবার পার্টি, বারো দলীয় জোট, ইসলামী আন্দোলনসহ কয়েকটি দল এবং কয়েকজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন বলেও শোনা যাচ্ছে। জামায়াতের নেতারা তেমনটা জানিয়েছেন বিভিন্ন প্লাটফর্মে। এতে করে তারা আশাবাদী এক মঞ্চ করার বিষয়ে। যা হবে বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য নতুন।

প্রসঙ্গত, তরিকত ফেডারেশন, খেলাফত আন্দোলন, মুসলিম লীগ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, ইসলামিক ফ্রন্ট, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, খেলাফত মজলিস এবং ইনসানিয়াত বিপ্লবের নাম নিবন্ধিত দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে আছে। যদিও দলগুলো রাজনীতির মাঠে নতুন কর্মী তৈরি করতে পারেনি সে অর্থে। ধর্মভিত্তিক দলগুলো নিজস্ব বলয়ের বাইরে তারা নতুন কোন ভোটারের সমর্থন পাবে বলে মনে হচ্ছে না। ফলতঃ একই কর্মী এবং অনুসারী নিয়ে খুব যে সুবিধা করতে পারবে এমনটাও বলা যাচ্ছে না। তবে জোট হলে ভিন্ন কথা। যেহেতু এখন আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন দাবি জানিয়ে আসছে অপেক্ষাকৃত ছোট ও মাঝারি মানের দলগুলো সেক্ষেত্রে এইসব ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর জোট কতটা প্রভাব বিস্তারী হবে তা-ও সুনির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।

কিন্তু চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে জামায়াতের নিবন্ধন এই মুহূর্তে নেই। ২০১৩ সালে হাইকোর্ট এ নিবন্ধন বাতিল করেছিলেন। আবার হেফাজতে ইসলাম অরাজনৈতিক সংগঠন বলে নিজেদের দাওয়াতি কাজের অংশ হিসেবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় রয়েছেন। সেসব দলে তাদের পদ-পদবিও রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে হেফাজত রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। আর এতে মনে করা হচ্ছে ইসলামপন্থি দলগুলো শক্তিশালী হবে। অভ্যুত্থানকালীন আন্দোলনে তারা সেই শক্তিমত্তার প্রদর্শন করে রাজনীতিতে মোটামুটি শক্তপোক্ত অবস্থানও জানান দিয়ে যাচ্ছে। এক সময়ের চরম বৈরী ভাবাপন্ন জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে তারাও নরম সুরে।

তবে বাংলাদেশের ইসলামপন্থি দলগুলো যখনই ক্ষমতার স্বাদ পেতে শুরু করবে তখনই যে কোন ঐক্যে ফাটল ধরবে। কারণ আদর্শিক দিক থেকে কিছুটা হলেও জামায়াত থেকে ব্যতিক্রম মনে করা হয় অন্যান্য দলগুলোকে।

অতীতে বিএনপি জোটে জামায়াত থাকলেও ২৪ সালের সরকার পতনের পর উল্টো সুর দেখা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বিএনপি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে জামায়াত যে প্লাটফর্ম করার কথা ভাবছে তা কার্যত আলোর মুখ দেখতে হলে জামায়াত তাদের পূর্বে ধ্যান ধারণা থেকে সরিয়ে উদার অবস্থান নিতে হবে। সেটা জামায়াতের অতীত চিন্তাধারার সঙ্গে মিলে না। জামায়াত যদিও নিজেদের আধুনিকমনস্ক দল বলে প্রচার করেও থাকে তবে সাধারণ মানুষ তাদের সে কথা আস্থায় নিতে পারে না। জনগণের কাছেও পৌঁছাতে পারে না। এক্ষেত্রে অতীতের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করেছে যা থেকে মানুষও ভীতসন্ত্রস্ত। তৎকারণে জামায়াত মূলত নিজেদের কর্মী- সমর্থক নিয়েই তাদের বলয়। এবং শক্তিসামর্থ্য প্রচার করে। এর বাহিরে তেমন করে জনসমর্থন আদায়ে সক্ষম নয় বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে ভিন্ন চিন্তা থেকে যদি দেখি, তাহলে জামায়াতের রাজনৈতিক চরিত্র এখনো মানুষের কাছে ভীতিকর। সে হিসেবে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো এখনো জামায়াতকে বিশ্বাসে নিতে পারছে না। তার কারণ জামায়াত সাংগঠনিকভাবে বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও রয়েছে। কখনো সরকারের অংশ হয়ে। কখনো বিরোধী দলে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সে অভিজ্ঞতা তেমন নেই। এই কারণে যদি নির্বাচনী জোট করেও থাকে তবে তারা অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে কোণঠাসা করতে পারে বলেও ধারণা করতে পারে। আর ঠিক এই কারণেই দলগুলো মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব বজায় রেখে চলবে।

আবার জামায়াত সবসময় পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে চায়। অর্থাৎ ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থা। এর মানে হচ্ছে ভালোর ভালো কৃতিত্ব যেমন খুব দ্রুতই নিতে পারে তেমনি খারাপের খারাপ থেকে দায় নিতে চাইবে না। যদি তেমন ভাবনা ভর করে অন্য ইসলামপন্থি দলগুলো তাদের বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। যদিও সেটা সময়ের হাতে সমর্পণ করাই সমীচীন হবে। তবে রাজনীতিতে কোন কিছুই পূর্বানুমান করা যায় না। এ-ও প্রচার আছে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। এই শেষ কথা যদি ইসলামী জোট গঠনেও বহাল থাকে তবে যে যে যার যার অবস্থান থেকে সতর্ক থাকবে। আর সেটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচালে কৌশলগত।

শেষমেশ জোটবদ্ধ হতে পারলে মনে হয় জামায়াতেরই বেশি লাভ হবে। আবার অন্যদিকে বিএনপি এই মুহূর্তে নিজেদের খুব শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে মনে করে নির্বাচন অনুষ্ঠান হলে জয়ী হবে আর সরকার গঠনের দ্বারপ্রান্তে মনে করছে। সেই হিসেবে যেহেতু আওয়ামী লীগ এই মুহূর্তে মাঠে নেই বিএনপিকে চাপে রেখে আসন ভাগাভাগিতে দর কষাকষির জায়গা থেকে সংখ্যানুপাতিক হিসেবে বেশি আসন বাগিয়ে নিতেও ইসলামপন্থি জোটের উদ্যোগ কৌশলগত। এখন দেখার বিষয় কে কোন জোটে থেকে ভোটে লড়বে। এক্ষেত্রে অন্য দলগুলো জামায়াতকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে চাইবে না।

আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপি বলয়ের বাইরে সাধারণ ভোটারদের কাছে টানতে জামায়াত যতটা মরিয়া ততটা মাঠ গোছানো তাদের নেই। ঠিক যতটা বিএনপির আছে। অভ্যুত্থান পরবর্তী জামায়াতের শীর্ষ নেতার বক্তব্য তারপর তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া এরপর শীর্ষ নেতার বক্তব্য ও চিন্তার ফারাক নতুন করে নড়েচড়ে বসতে ভাবিয়েছে আওয়ামী লীগকে।

এখনও পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসর আখ্যা দিয়ে জাতীয় পার্টিকে সংলাপে না ডাকায় দলটির পক্ষ থেকে অসন্তোষ জানানো হয়েছে। অথচ ছোট বড় কিংবা নামসর্বস্ব দলও প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণ পেয়ে বিভিন্ন দাবি এবং রূপরেখা প্রস্তাব দিয়ে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা ও দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার আগ পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না ঠিক কবে বা কখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর এতে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কতটা নিশ্চিত হবে। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ কি আদৌ নির্বাচন করতে পারবে? যদি না পারে তবে ভোটের বা জোটের হিসাবও ভিন্ন হবে।

অবশ্য গুঞ্জন রয়েছে জাতীয় সরকার নামে এই সরকার রাজনৈতিক আদলে সরকার পরিচালনায় আগ্রহী। আর যদি তা-ই হয় তবে কারা থাকছে সেই জাতীয় সরকারে? সবাই ভোটের অংকে যোগ-বিয়োগ করছে। দলগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি করছে না আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের। ছাত্র-জনতার ব্যানারে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়করা দাবি জানিয়ে আসছে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের। সরকারের দুজন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ও নাহিদ ইসলাম নিষিদ্ধের পক্ষে বক্তব্য দিচ্ছেন।

এটা নিশ্চিত যে, আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে মাঠে সুবিধা করতে পারবে না। আর এজন্যই বিপুলসংখ্যক আওয়ামী লীগ সমর্থকের সমর্থন পাশাপাশি সাধারণের সমর্থন দুটোই কাছে টানতে চাইছে জামায়াত ও ইসলামী দলগুলো।

রাজনীতিতে একটা বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে, সেটা হলো, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। তথাপিও বাংলাদেশে ইসলামপন্থি বড় জোট অনেকটাই অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো ব্যাপার। আর যত সময় গড়াবে আমরা সেটা দেখব। তবে এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের মনোভাবও বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ আওয়ামী লীগ কোনভাবেই চাইবে না বিএনপি ক্ষমতায় যাক। বিএনপি ক্ষমতায় না গেলে যদি আরেক অসম্ভব নতুন নতুন দল নিয়ে জোট গঠন কিংবা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন যদি দল গঠন করে তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অন্য কোন চমক দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশে পরিবার তন্ত্রের কাছে মানুষ জিম্মি মনে করলে ফল হবে দৃশ্যমান বিপরীত। সর্বোপরি মানুষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে তারা কি চায়।

কমলা নাকি ট্রাম্প?

তুহিন তৌহিদ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণের মাত্র কয়েক দিন বাকি। শেষ মুহূর্তে এসে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প পরস্পর আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছেন। রাজনৈতিক লড়াই প্রায়ই পাচ্ছে ব্যক্তিগত মাত্রা। গুরুত্বপূর্ণ নানা জরিপের ফলে দুই প্রার্থীর ভাগ্য পেন্ডুলামের মতো দুলছে। মনে হচ্ছে, মার্কিন ভোটাররাই প্রার্থী বাছাইয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে।

এবারের মার্কিন নির্বাচন নানা কারণেই যে কোনো সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভোট গ্রহণ এমন সময়ে হচ্ছে, যখন ইউক্রেনে যুদ্ধ চলছে; গাজা ও লেবাননে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। প্রতিদিন শত শত মানুষ হতাহত হচ্ছেন। তেহরান ও তেল আবিবের মধ্যেও পাল্টাপাল্টি হামলার মধ্য দিয়ে বহু বছর ধরে চলা ছায়াযুদ্ধ সরাসরি লড়াইয়ের দিকে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রশাসনের প্রধান কে হচ্ছেন, তার গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করে গেলেও গাজা বা লেবাননের নানা ইস্যুতে দ্বিমত ও উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। যদিও তা আমলে নিচ্ছে না ইসরায়েল। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসও বাইডেনের পথে হাঁটবেন বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প বাধাহীন সমর্থন দিয়ে ইসরায়েলকে গাজায় এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিরা প্রথাগতভাবে ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থক হলেও এবার ভিন্ন চিত্র দেখা যেতে পারে।

আরব-মার্কিনিরা প্রথাগতভাবে ডেমোক্রেটিক পার্টির ভোটার হলেও গাজা ইস্যুতে বাইডেন প্রশাসনের অবস্থান নিয়ে তাদের ক্ষোভ রয়েছে। গাজায় ৪০ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করা হলেও যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা অনেক দেশ এটিকে এখনও 'গণহত্যা' বলছে না।

শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় দুই পক্ষের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়িও লাগামহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। গত ২৩ অক্টোবর সিএনএনের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে ট্রাম্পকে 'ফ্যাসিবাদী' বলে মন্তব্য করেন কমলা। ট্রাম্পের আমলে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ জন কেলিও সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্কিন সেনাবাহিনীতে নাৎসি নেতা হিটলারের জেনারেলদের মতো অনুগত সেনানায়ক চান। উত্তর ক্যারোলাইনায় খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নিয়ে ট্রাম্প বলেন, কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হলে ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত করবেন।

কমলার পক্ষে প্রচারণায় দেখা যাচ্ছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও বিল ক্লিনটনকে। ট্রাম্পের পক্ষে দেখা যাচ্ছে টেসলা বস অ্যালন মাস্ককে। তিনি প্রচারণা কাজে বিপুল অঙ্কের অর্থ অনুদানও দিয়েছেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে আলোচনায় দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য– জর্জিয়া, পেনসিলভানিয়া, অ্যারিজোনা, উইসকনসিন, নেভাডা, নর্থ ক্যারোলাইনা ও মিশিগান। এগুলো ব্যাটল গ্রাউন্ড বা যুদ্ধক্ষেত্র রাজ্য হিসেবেও পরিচিত। ঘনবসতিপূর্ণ এসব রাজ্যে সাধারণত মার্কিন মধ্যবিত্ত, অভিবাসী ও বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের বাস। কার্যত ভাগ্যনির্ধারণী এসব রাজ্যেই বেশি প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

গত জুলাইতে জো বাইডেন সরে যাওয়ার পর কমলা হ্যারিস যখন প্রার্থী হন, চারদিকে জয়জয়কার পড়ে যায়। সম্প্রতি পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। ২২ অক্টোবর প্রকাশিত রয়টার্স-ইপসোসের জরিপে কমলা ৩ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। পরদিন প্রকাশিত ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের জাতীয় জরিপে ট্রাম্প কমলা থেকে ২ শতাংশ এগিয়ে যান। নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের চালানো সর্বশেষ জাতীয় জরিপে দেখা যায় জনপ্রিয়তায় দুই প্রার্থীর পয়েন্ট সমান– ৪৮।

আগামী ৫ নভেম্বর ভোট। এ অবস্থায় জরিপের ফলগুলো দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্বাভাস দেয়। তবে জনপ্রিয় ভোট নয়; যথারীতি ইলেক্টোরাল কলেজ নির্ধারণ করে দেবে বিজয়ী। তবে এবারের নির্বাচনের মতো মেরুকরণ কমই দেখা গেছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে কিনা, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন খোদ জো বাইডেন।

দ্য টেলিগ্রাফের যুক্তরাষ্ট্র সম্পাদক টনি ডাইভার বলেন, অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশ। তবে জো বাইডেনের সরে যাওয়ার পর তিনি মনে করেন, ট্রাম্প জিততে যাচ্ছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটি একটি অনলাইন জরিপও চালায়। এতে ভোট দিয়েছেন দেড় লাখের বেশি মানুষ, যাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ মনে করেন, ট্রাম্প জয়ী হবেন। ৪৫ শতাংশের বিশ্বাস, কমলা জিতবেন। রাজনৈতিক ইতিহাসবিদ ও কলামিস্ট টিম স্ট্যানলি বলেন, জনপ্রিয় ভোটে ডেমোক্র্যাটরা জয় পেতে পারে। তবে ইলেক্টোরাল কলেজে এগিয়ে থাকবেন ট্রাম্প। ২০১৬ সালের পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। এবারের নির্বাচনে ট্রাম্প জিতলে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা টেবিলে উঠতে পারে। বাইডেন প্রশাসন সরাসরি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে না চাইলেও ট্রাম্প যেতে পারেন। এ ধরনের একটি যুদ্ধ কোন পরিণতির দিকে যাবে, তা কল্পনাতীত। বিষয়টি মার্কিন বিশেষজ্ঞদেরও মাথাব্যথার কারণ।

অপরদিকে কমলার প্রশাসন বাইডেনের আদলেই চলতে পারে। বাইডেন ইসরায়েলকে সহযোগিতা দিলেও নেতানিয়াহুর অনেক পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। কমলাও একই পথে হাঁটতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এর আগে কোনো নারী প্রেসিডেন্ট পদে জয় পাননি। কমলা নতুন রেকর্ড গড়েন কিনা– সেটাই দেখার বিষয়।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE **YOUR FAMILY** LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত **CDPAP** - এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস নিলে আপনিও পেতে পারেন প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

নির্বাচনী-বাহাস

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

সুরভী এবং বাদল বেশ ফুরফুরে মেজাজেই, আজকের দিনটা কাটাচ্ছে। আজ তাদের দুজনেরই ছুটি। ছেলেরা তাদের কর্মস্থলে, নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ঘরে ব্যস্ততা বলতে, বাদলের জামাকাপড় ওয়াশিংয়ে দেয়া। সুরভীর সামান্য কিছু রান্নাবান্না। এই নিয়ে দুজনই তারা সকাল দুপুর, হালকা ব্যস্ত-সময় পার করেছে। এখন শারদীয় স্নিগ্ধ বিকেলে, চা-সিঙ্গারা নিয়ে তারা বসেছে ড্রয়িং-রুমে। বাইরে; জোরেশোরেই বাতাস বইছে। তাতে, গাছের লাল-হলুদ পাতা লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। আজ বৈকালিক নাস্তা তৈরি করতে, বাদল সুরভীকে সাহায্য করেছে।

বিকেল-বেলার নিরিবিলি কলেবরে, তারা দুজন বসেছে ড্রয়িং রুমে। সামনের দিকে তাকালেই, বন্ধ কাচের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। পরিবেশটা বেশ ভালোই লাগছে বাদলের কাছে। সুরভী এসে তার পাশে বসেছে। তার আগে, নিজেদের তৈরি করা চা-সিঙ্গারার ট্রে ছোট টেবিলের উপর রাখে সে। তার শরীর থেকে হালকা পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ বাদলের মনোযোগে, এক ভিন্ন-মাত্রা যোগ করে! সে বলল, 'বাহ্! তুমি সুরভী, ভালোই তো 'সুরভী'ছড়াতে জানো! তোমার সাজানো চা-সিঙ্গারাও দেখতে, বেশ তো লাগছে! ধন্যবাদ তোমাকে!'

'তাই বুঝি! ধন্যবাদ তোমাকেও!' মুখে 'লাজুক-হাসি' নিয়ে, তার মুগদ্ধতা ছড়িয়ে দেয় সুরভী।বাদল তা, বেশ উপভোগ করে।

আগামী পাঁচ নভেম্বর মঙ্গলবার, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে, এখানে বাংলাদেশের মতো হইচই হয় না। শুধু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেই নয়। এ দেশের যে কোন নির্বাচনেই একই দৃশ্য দেখা যায়। কেবল অনলাইন পত্রিকার পাতায় এবং টিভির পর্দায় চোখ রাখলেই, নির্বাচনী ডামাডোলে আঁচ করা যায়। তবে, এবার একটি বিষয় ব্যত্যয় ঘটেছে!আমেরিকার ইতিহাসে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে দুই দলীয় মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এবার তা হচ্ছে না! চলতি বছরের সেপ্টেম্বর দশ তারিখে, আমেরিকারপেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়ায়, একমাত্র সামনাসামনি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে, রীতিসিদ্ধ চলমান এই বিতর্ক দেখতে এ দেশের এবং সারা বিশ্বের মানুষের আগ্রহ নিবদ্ধ থাকে লক্ষ করার মতো। কিন্তু, এবার তা হচ্ছে না!

আজ সকালেই বাদল এ দেশের নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলেছিল। সুরভী বলেছিল, এখন নয়। বিকালে দুজনে বসবো। খোলামেলা কথা বলবো। সুরভীর প্রস্তাবে, বাদল বেশ খুশীই হয়েছে! মনে হচ্ছে, তাদের মধ্যকার আজকের 'নির্বাচনী-বাহাস' ভালোই জমবে! তাদের জন্য, এটি হয়ে থাকবে অনন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত!

চা-সিঙ্গারা সামনে নিয়ে বাদল বলল, 'সুরভী! স্বাগতম তোমাকে আজকের আমাদের এই নির্বাচনী-বাহাসে! এখন নিশ্চয় আমাদের দুজনের একই প্রশ্ন, ডোনাল্ড ট্রাম্প? নাকি কমলা হ্যারিস? হোয়াইট-হাউজে, তাঁদের কে আসবেন, নতুন বাসিন্দা হয়ে? এ প্রশ্ন শুধু আমেরিকার জনগণেরই নয়। বলতে গেলে পুরো বিশ্ববাসীরও। তুমি কী বল সুরভী?

সুরভী বলল, 'ধন্যবাদ! স্বাগতম তোমাকেও। এখন এই নির্বাচনী বাহাসে, একই সাথে আমরা চা এবং সিঙ্গারা সহ আমাদের কথা বলি। তোমার উত্থাপিত বিষয়ের প্রসঙ্গে আমি বলবো, বিশ্বরাজনীতিতে আমেরিকা এখন প্রধান মোড়ল। বলা যায়, 'বিশ্ব-মোড়ল'। এবং আমেরিকা মানে, এই দেশটির প্রেসিডেন্ট। তিনি যা বলবেন, যা চিন্তা করবেন, তারই প্রতিফলন ঘটবে বিশ্বব্যাপী। এই একজন মানুষই তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে; বিশ্বরাজনীতিতে কলকাঠি নাড়িয়ে নিজের দেশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রভাব বলয় আঁকড়ে ধরে আছেন।

সে যোগ করে, 'কার সাধ্য তাঁর বিপরীতে দাঁড়িয়ে; 'না' বলবে! আমেরিকা বাদে; আর যত 'পরাশক্তি' রয়েছে, তাদেরও একরকম হিসাব করেই কথা বলতে হয়। 'আচ্ছা! জ্বি, হুজুর!' বলে; তাদের মুখে খই ফুটাতে হয়!'

বাদল বলল, 'ঠিক বলেছ। বিশ্ব-রাজনীতি, এখন আগের সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েতইউনিয়ন কেন্দ্রিক নয়। আবার নয়, আমেরিকা-রাশিয়া-চীন ভিত্তিকও। বিশ্ব-রাজনীতি এখন বহুমেরুতে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। দল বিচারে, আমেরিকার রাজনীতিতে এবং নির্বাচনে, বিশ্বের অন্যান্য পরাশক্তিগুলো এবং তাদের মিত্ররা তাদের প্রভাব বিস্তার করতে চাইবেই। এখানে তাদের স্বার্থ নিশ্চিত করতে চাইবে। এটাই স্বাভাবিক। তাই, এবারের নির্বাচন বিগত দিনের যে কোন নির্বাচনের থেকে ভিন্ন। এটাই দেখা যাচ্ছে এখন।

বাদলের সাথে যোগ করে সুরভী বলে, 'এই বিশ্বের প্রত্যন্ত অজপাড়াগাঁয়ে, আনাচেকানাচেকোথায় কখন, কী ঘটে চলেছে; সবই এই বিশ্ব-মোড়লের নখদর্পণে থাকে। তাঁকে ফাঁকি দেয় সাধ্য কার? ফাঁকি দেয়ারও কোন সম্ভাব্য পথ; বা কৌশল কারো জানা নেই! তথাকথিত 'হিউম্যান-রাইটস'-এর 'হেফাজতকারী', প্রধান 'ঠিকাদার'ও এই বিশ্ব-মোড়ল! বিশ্বরাজনীতির ধরন এখন, আগের সেই 'দুইমেরু' ভিত্তিক নয়। এবারের নির্বাচন বিগত দিনের যে কোন নির্বাচনের থেকেও তাই ভিন্ন। এটাই বাস্তব সত্য!

-আমেরিকা দেশটির জনগণ; তাঁদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'দ্বিতীয় বারের মত' নাকি কমলা হ্যারিসকে প্রথম বারের মত একজন 'নারী প্রেসিডেন্ট' হিসাবে দেখতে চান? আগামী পাঁচ নভেম্বর আমেরিকার ষাটতম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তখনই তার চূড়ান্ত ফলাফল, আমরা দেখতে পাবো। কী বল তুমি?

-তা তো অবশ্যই। সিঙ্গারা কেমন লাগছে, বললে না তো।

-ওহ্ দারুণ! চা ও তেমন! সেই রকম! জবাব নেই! ধন্যবাদ!

-ধন্যবাদ তোমাকেও! তুমিও তো সাহায্য করেছ। 'দারুণ' হবে না কেন?

-তবে অনেকেই বলছেন, মার্কিনীরা এখনও একজন নারীকে তাঁদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেখতে মানসিক ভাবে প্রস্তুত নন।

বাদলের কথায় সুরভী নড়েচড়ে বসে। বাদল বলে, 'যদি তাই হয়, তবে কমলা হ্যারিসের পাতে 'পোড়া-আলু'ই পড়ার সম্ভাবনা বেশী। এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের রসনাতৃপ্তির জন্য; পাতে তাঁর পছন্দমত মেন্যুর 'মেইন-কোর্স'টি পরিবেশিত হবে! দেখা যাক। সময়ই তা বলে দেবে।'

-দেখছি, তুমি তোমার অবস্থান পরিষ্কার করলে! আমি তো বুঝে গিয়েছি; তুমি তোমার ট্রাম্পকেই ভোটটা দেবে! তবে, তুমি কি চাও না; একজন নারী এ দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন?

সুরভী যোগ করে বলে, 'আমি তো চাই, নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এই দেশে নারীরাও এগিয়ে আসুক। আগের সেই সময়, এখন আর নেই। তাবৎ বিশ্বের সকল মানুষের মন-মানসিকতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সঙ্গত কারণেই, নারীরাও এখন গৃহবন্দী হয়ে থাকছে না আর। তারা অনেক চ্যালেঞ্জিং পেশায়; সাফল্যের সাথেই নিজেদের দক্ষতা দেখিয়ে যাচ্ছে। আমি চাই, বিশ্বের অনেক দেশের মত এই দেশেও, একজন নারী প্রেসিডেন্ট হয়ে নিজেকে তুলে ধরবেন।'

-তুমি যেমন একজন নারী হয়ে, আরেক জন নারীকে সমর্থন করছ। আমার বেলায়ও তাই। আমিও একজন পুরুষ হয়ে; আরেকে জন পুরুষকে সমর্থন জানাচ্ছি। বল, তাতে দোষ কী আমার? এটাই স্বাভাবিক।

-শোন। কমলা হ্যারিসের জায়গায় যদি আমি সুরভী হতাম; তুমি কি আমায় সমর্থন দিতে না? নাকি তোমার ওই 'নারী' বলেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে? এ যাবত বিভিন্ন স্টেটে জন-জরীপ হয়েছে। তাতে, কমলার সমর্থনই বেশী দেখা যাচ্ছে! কী! তা জানো তো?

-হ্যাঁ জানি। তোমার ওই 'বেশী' কিন্তু খুব বেশী নয়! মাত্র দুই চার পয়েন্টের ব্যবধান! আবার আমাদের ট্রাম্প কিন্তু অনেক স্থানে সমানে সমান! তা জানো তো?

-তো আমাদের কমলা, আমেরিকানদের মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়গুলোকে সুরক্ষিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর মেনুফেস্টোতে এবং যুক্তি-তর্কে, তোমাদের ট্রাম্পকে কিন্তু উৎরে গিয়েছেন! তা ছাড়া ...!

-হ্যাঁ বল। তা ছাড়া আবার কী?

-তা ছাড়া তোমাদের ওই ট্রাম্প সাহেব; সকালে এক কথা বলেন তো, বিকেলে তা পাল্টে ফেলেন! বলেন, অন্য কথা! হ্যাঁ। এ দেশের মানুষ কিন্তু তা লক্ষ করছেন।

-আমাদের ট্রাম্প তাঁর মেনুফেস্টো হিসেবে যা তুলে ধরেছেন; তাতে আমেরিকানদের মনের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে।

-এবং আমাদের কমলাও যা তুলে ধরেছেন; তাও কিন্তু আমেরিকান জনগণ পছন্দ করছেন।তিনি বলেছেন, 'প্রথম নারী' প্রেসিডেন্টের জন্য এখন, প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র।

-তা তুমি এবং কমলা মিলে যাই বল। রাজনীতির খেলা কিন্তু খুবই জটীল!

বাদল যোগ করে, 'তোমার ওই 'জরীপ-টরীপ' যাই হোক, ভোটের খেলায় ট্রাম্পই জয়ী হবেন।'

-আমিও যদি এর উল্টোটা বলি! 'ট্রাম্প জয়ী হবেন' তুমি এ ভাবে বলতেই পারো না!

সুরভী যোগ করে বলে, 'তুমি ব্যক্তি ইমেজ দেখ। আমার কমলা কী? আর তোমার ট্রাম্প কী? ট্রাম্পের পাগলামীর কথা সবারই জানা আছে। কিন্তু কমলার কথা কী বলবে তুমি?'

ফ্লাস্ক থেকে চা বাদলের কাপে দিয়ে নিজের কাপে ঢেলে নেয় সুরভী।

-এ দেশের জনগণ জানেন, তোমাদের কমলা হবেন; ঠিক বাইডেনেরই 'ডুপ্লিকেট-কপি'!

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাদল বলে, 'তুমি বল, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের আমলে এখন আমরা এই দেশের জনগণ কেমন আছি? খুব কি ভালো আছি? রাশিয়া-ইউক্রেন এবং ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন চলমান-যুদ্ধ, তিনিই তো জিইয়ে রেখেছেন। এটা কিন্তু এ দেশের জনগণ চাইছেন না!'

-তা, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ভাবমূর্তি দিয়ে; কমলাকে তুমি বিচার করতে পারো না! দেখ, কমলাদ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। অন্যদিকে, ট্রাম্প তাঁর যে অর্থনৈতিক এজেন্ডাগুলো ঘোষণা করেছেন, তার বিশাল এবং ভারী বোঝা, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের আমেরিকানদের উপর চেপে বসবে!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুরভী বলে, 'আমাদের কমলা হ্যারিস বলেছেন, ভোক্তা হিসেবে এ দেশের জনগণের স্বাধীনতা কমে যাবে। কেননা তাঁরা প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে; ইচ্ছেমতো ব্যয় করতে পারবেন না। আবার দেখ, তিনি যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন, তা আবাসনের (বাড়ি ও ফ্ল্যাট) সরবরাহ বাড়াতে এবং তার খরচ কমাতে সাহায্য করবে। এতে প্রথমবারের মতো যাঁরা বাড়ি কিনছেন, তাঁদের সামর্থ্য বাড়াবে। কিন্তু, ট্রাম্প এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীরব রয়েছেন।'

-তুমি যা বল, সুরভী। শোন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে দলের, কমলা হ্যারিস তো সেই একই দলের। ঠিক তো? তুমি বল, ডেমোক্রেটদের নীতির বাইরে কমলা যাবেন কেন?ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেলায়ও তাই। রিপাবলিকানদের পথেই তাঁকে হাঁটতে হবে। এখন প্রশ্ন করতে পারো, এ দেশের মানুষ কোন দলের সময় স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

-তো, তোমার ওই ট্রাম্প সাহেব কি রাশিয়া-ইউক্রেন, ইসরাইল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধ বন্ধ করতে পারবেন? পারবেন কি, উত্তর কোরিয়া এবং ইরানকে বাগে আনতে? আমার মনে হয়, পারবেন না!

-ডোনাল্ড ট্রাম্প তো; বলেছেন। এ সময় তিনি এ দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে থাকলে, এইরাশিয়া-ইউক্রেন, ইসরাইল-প্যালেস্টাইন 'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা' অনেক আগেই বন্ধ করে দিতেন।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বাদল বলে, 'এবং সাথে চীন বল, এবং উত্তর কোরিয়া-ইরান বল, একমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্পই পারবেন তাদের ম্যানেজ করতে। এ সময় তিনি ক্ষমতায় থাকলে, তারাও দৌড়ের উপর থাকতো! তোমাদের কমলা, এত কিছু করতে পারবেন না, আমার বিশ্বাস।'

-বাদল। তুমি কী বিশ্বাস কর, তা তোমার নিজের বিষয়। তুমি কি মনে কর, বিশ্ব-রাজনীতির বেলায় তাই হতো? আমি তো মনে করি, ডেমোক্রেট বল; আর রিপাবলিকান বল, কিছু কিছু ইস্যুতে তারা কিন্তু একই অবস্থানে থাকে।

-না সুরভী। দেশের স্বার্থকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে তারা এক হলেও, তাদের কৌশল কিন্তু ভিন্ন। দেশকে অবশ্যই তারা ভালোবাসে। বলতে পারো, আমাদের দেশের মতো নয়। আমাদের দেশের রাজনীতিকরা, রাজনৈতিক দলগুলো, দেশের আগে নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে! নিজেদের লাভ-লোকসান চিন্তা করে। কিন্তু, এখানে তা হয় না! দেশের প্রশ্নে, তারা সকলেই একই রকম, অনড়-অবস্থানে থাকে।

-এখন তুমি বল, ট্রাম্পের চেয়ে একজন নারী; কমলা হ্যারিস কম কোথায়? একজন 'ভাইস-প্রেসিডেন্ট' হিসাবে কমলার রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। তিনি বাইডেনের পাশে থেকে 'শ্যাডো-প্রেসিডেন্ট' হয়েই কাজ করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুড়ি ভারী করেছেন।

সুরভী তার কথার জের টানে, 'সম্প্রতি এক প্রচারাভিযানে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, ট্রাম্পকে রাজনৈতিকভাবে আটকাতে হবে নতুবা আমেরিকার গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতা হবে হুমকির সম্মূখিন। সম্প্রতি সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও, কমলা হ্যারিসের পক্ষে কথা বলেছেন! কমলাকে নির্বাচিত করার জন্য, আমেরিকানদের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।'

-তা তাঁরা বলতেই পারেন। এবং দেখ একজন ট্রাম্প, তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েই, নিজেকে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছেন। আমেরিকার স্বার্থ ছাড়া তাঁর তো, চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই নেই! এবং তিনি তাঁর আগের আমলের সমস্ত অপরিপূর্ণতা এবং ভুলগুলো শোধরানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে যাবেন।

বাদলও কম যেতে চায় না। সে বলে, 'আমি মনে করি, এবারের নির্বাচনে উৎরে গেলে; ডোনাল্ড ট্রাম্প আগের চেয়ে বেশী সংযত হবেন। তাঁর ব্যক্তি-ইমেজকে উজ্জ্বল করতে; সচেষ্ট হবেন। অন্যদিকে ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী সভায় বলেছেন, 'বাইডেনের আমলে দ্রব্যমূল্য, বাসস্থান, বেকারত্ব, অভিবাসন সমস্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। এবং এর বিহিতের জন্য রিপাবলিকান প্রার্থীকে, অর্থাৎ তাঁকে ভোট দিতেই হবে।'

-তাঁকে ভোট দিতেই হবে! নিজের কথা, বলবেনই তো তিনি!

-এদিকে ইতোমধ্যেই কমলার দৃষ্টিভঙ্গি আরও নেতিবাচক হয়েছে বলে মনে করছেন মার্কিন ভোটাররা। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে, কমলার গ্রহণযোগ্যতাও কমেগিয়েছে। অপর দিকে ভোটারদের কাছে প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গিয়েছে।

সুরভী বলে, 'আচ্ছা সবই দেখা যাবে আগামী পাঁচ নভেম্বরের নির্বাচনে। সেই দিন পর্যন্ত আমাদের সবাইকে অপেক্ষা করতেই হবে। তবে মনে রেখো, এবারের নির্বাচনে আমেরিকার অতীতের সব ইতিহাস পাল্টেই যাবে!'

বাদল বলে, 'ঠিকই বলেছ, সুরভী তুমি। আমিও বিশ্বাস করি তাই। এই নির্বাচনে জয়ী হয়ে,আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্প অতীতের সব রেকর্ড ভেঙ্গে দেবেন! তাঁর নেতৃত্বে, আমেরিকা আবার ঘুরে দাঁড়াবে! তখন হবে, নতুন আরেক আমেরিকা! তাঁর ভাষায়, আমেরিকা ইজ ফার্স্ট!'

সুরভী হাত নেড়ে বলে, 'আমি বলছি; কমলার কথা! আমাদের কমলা হ্যারিস, এবারআমেরিকাকে ঠিকই আমূল পাল্টে দেবেন! হ্যাঁ!'

বাদল দাঁড়িয়ে বলে, 'বুঝেছি! তুমি তোমার যুক্তিতে অনড়। 'কমলা' প্রসঙ্গে তো ভালোই বলেছ।'

সুরভীও দাঁড়িয়ে বলে, 'তুমিও তো কম অনড় না! 'ট্রাম্প' প্রসঙ্গে বলতে তো পাগল! ঠিক তাঁরই মতো! আগে ভোটটা দেই। তারপর দেখা যাবে, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।'

বাদল বলে, 'হ্যাঁ। ভোটটা আগে দেই। দেখা যাবে তখন, আমাদের অবস্থান কী হয়। আজ এ পর্যন্তই! ধন্যবাদ সুরভী!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সুরভী বলে, 'বাদল, ধন্যবাদ তোমাকেও। আগামী নির্বাচনের পর, নিশ্চয় আমাদের দুজনের অবস্থানও বদলে যাবে!'

বাদল হেসে বলে, 'বাহ্! তুমি তো আমার মনের কথাই বললে!'

সুরভী বাদল পরস্পর হাত মিলিয়ে বলে, 'তারপরও বলতে হবে, দিনের শেষে আমরা দুজন তো একই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছি। একই পথের পথিক, আমরা! ঠিক আমাদের মতোই, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কমলা হ্যারিস! তাঁরাও দুজন, একই লক্ষ সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন!'

-ওহ্ যা বলেছ,সুরভী তুমি! একেবারেই খাঁটি সত্য কথা! দিনের শেষে, আমাদের 'নির্বাচনী-বাহাস' তো, ভালোই জমেছে!

-ঠিকই বলেছ, বাদল!

'তৃতীয় শক্তি' ছিল সাধারণ মানুষ

হাসান মামুন

আমার একটা ধারণা ছিল, আগের দুটি নির্বাচন যেনতেনভাবে করে ফেললেও ২০২৪ সালেরটি সরকার ইচ্ছামতো করে ফেলতে পারবে না; বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক তৎপরতা দেখে এমনটা মনে হচ্ছিল। লেখালেখিও করেছি সে ধারায়। এটা কারও পক্ষ বা বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া তো নয়। এটা ন্যায্যতার প্রশ্ন। একের পর এক খারাপ নির্বাচন একটা দেশকে কোনো ভালো গন্তব্যে নিয়ে যায় না। আর এটা বুঝতে পণ্ডিত হতে হয় না। তবে ২০২৪-এর নির্বাচনটি প্রত্যাশামতো হলো না কেন, সেটা বুঝতে পণ্ডিতদের সহায়তা প্রয়োজন। তাঁরা ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন, কেন এ নির্বাচনও সরকারের ইচ্ছামতোই হয়ে গেল।

তখন থেকে আবার মনে হচ্ছিল, নির্বাচন সেরে ফেলতে পারলেও দেশ চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে কঠিন। এর একটা কারণ তৈরি হচ্ছে ভেতরে-ভেতরে; অনেক দিন ধরে। সেটা হলো, রাজনৈতিক অধিকার হরণসহ সরকারপক্ষীয়দের গা-জোয়ারি ভাব মানুষ কত দিন সহ্য করবে? আরেকটি কারণ মনে হচ্ছিল, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তো খারাপ। অর্থনীতির ছাত্র বলে; এর ইস্যুগুলো পর্যবেক্ষণ করি বলেও লক্ষ করছিলাম, এ ক্ষেত্রে সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

কিছু সংকট আছে, যা দ্রুতই সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করে। তেমন সংকট কিন্তু মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। যেমন টানা মূল্যস্ফীতি। সেটা মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার আবার উল্টোপাল্টা পদক্ষেপ নিচ্ছিল। তাতে পরিস্থিতির অবনতি ঘটছিল আরও। সেটা ঢাকতে আবার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছিল তথ্য জালিয়াতির! কেবলই মনে হচ্ছিল, ভুক্তভোগী মানুষ এসব 'বদমায়েশি' কত দিন মেনে নেবে? তারা কি কোনো একটা ইস্যুতে রাস্তায় নেমে এসে সরকারকে বিপাকে ফেলবে না?

আমার মনে হচ্ছিল, অবনতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পর্যুদস্ত মানুষ অচিরেই রাস্তায় নামবে। 'বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হবে না' বলে যতই চিৎকার করুন ওবায়দুল কাদের—তাঁরা তো দেশকে শ্রীলঙ্কার চেয়েও খারাপ অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ খেয়ে দিচ্ছিলেন তাঁরা। পরিপূর্ণ রাজনৈতিক নিয়োগ লাভকারী গভর্নররাও সেটা সামাল দিচ্ছিলেন না। ব্যাংক খাতের একটা অংশও খেয়ে দেওয়া হচ্ছিল ক্রমে। এক দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ীকে নামিয়ে ব্যাংক দখল করে স্রেফ লুট করা হচ্ছিল। সঙ্গে বাড়ছিল অর্থ পাচার।

লুটের অর্থ দেশে বিনিয়োজিত হলেও কথা ছিল। গ্যাস-বিদ্যুৎ খাতেও চলছিল লুটের আয়োজন। এরও প্রভাব পড়ছিল জ্বালানির বেড়ে চলা দামে। এ ধরনের সরকার সবখানেই কিছু মেগা প্রকল্প নিয়ে মানুষকে চমকে দিতে চায়। তারও আড়ালে চলে দুর্নীতির আয়োজন।

অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে জাতীয় বাজেট। চলে দুই হাতে ঋণ নিয়ে সরকার আর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা। এসবের পক্ষে নগ্ন প্রচারণা চালাতে আবার গড়ে তোলা হয় স্তাবকগোষ্ঠী। তাদের 'দেখভালের' ব্যবস্থাও হয়। এ জায়গাটায় হাসিনা সরকার তো ছাড়িয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কাকে। আরেকটা বড় তফাত ছিল। শ্রীলঙ্কায় কিন্তু ছিল নির্বাচিত সরকার। অনুমোদিত শাসনের একটা জোর কিন্তু থাকে। হাসিনা সরকারের সেটাও ছিল না।

মধ্য জুলাই থেকে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দেশে যা ঘটে গেল, তাতে কোটা সংস্কারের দাবি উপরিভাগে থাকলেও গভীরে কিন্তু ছিল মানুষের দীর্ঘ রাজনৈতিক অধিকারহীনতা। সঙ্গে যোগ হয়েছিল, বিশেষত করোনার পর সৃষ্ট মূল্যস্ফীতির কশাঘাত। এটা ঠিক, কোটা সংস্কারের দাবি ঠিকমতো নিষ্পত্তি করতে পারলে এটা ঘিরে যা যা হয়েছে, তার কিছুই হতো না। তবে কী হলে কী হতো, সেটা তো নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। যা ঘটে গেছে—আমরা কেবল পারি তার কার্যকারণ খতিয়ে দেখতে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কেন দ্রুতই সরকারবিরোধী হয়ে উঠল, সেটা বুঝতেও ব্যর্থ ছিল হাসিনা সরকার। তাঁরা এর মধ্যে কেবলই 'তৃতীয় শক্তির অনুপ্রবেশ' দেখতে পাচ্ছিলেন।

সেটা অভিন্নকণ্ঠে প্রচার করতে কিছু মানুষকে

▶ তারা নেমেছিল স্রেফ প্রতিবাদ জানাতে। তারাও আবু সাঈদ স্টাইলে দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ায় রামপুরা, উত্তরা, মিরপুরে। স্কুলের কিশোরেরা মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মতো করে চিঠি লিখে বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়ে গুলি খায়। শেষে অভিভাবকদেরও নামতে হয় তাদের সঙ্গে। কারণ ওদের ঘরে রাখা যাচ্ছিল না।

নামিয়েও দেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ, 'তৃতীয় শক্তি' অবশ্যই ছিল। কিন্তু তারা ঠিক 'বিএনপি-জামায়াত' নয়। তারা মূলত উন্নয়নের সুফলবঞ্চিত জনগোষ্ঠী। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দ্রুত একাত্ম হয়ে নেমে এরা প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে। সেদিন রাতেই, যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আন্দোলনরতদের উচ্ছেদ করা হয় শক্তি প্রয়োগ করে। শক্তির এই প্রয়োগ সরকার শুরু করেছিল ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের অস্ত্রধারীদের নামিয়ে। যাত্রাবাড়ীর প্রতিরোধ ছিল তারও প্রতিক্রিয়া। এরই মধ্যে রংপুরে আবু সাঈদের অসাধারণ আত্মদানের ঘটনা বেদনাবিদ্ধ করে সর্বস্তরের বিবেকবান মানুষকে।

ফিরে তাকালেই আমরা দেখব, যাত্রাবাড়ীতে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল—কারফিউ জারি করে, সেনাবাহিনী নামিয়েও তা দমানো যায়নি। সরকার পতনের দিনও যাত্রাবাড়ী থেকে চানখাঁরপুল পর্যন্ত ভয়াবহ সংঘাত চলেছে পুলিশের সঙ্গে। তত দিনে এটা হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণভাবে ছাত্র-জনতার আন্দোলন। ঘটনার দিক থেকে এটা ছাড়িয়ে যায় সব আন্দোলনকে। রাজধানীর অন্যান্য এলাকায়; যেমন রামপুরা-বাড্ডা, উত্তরা, মিরপুর, মোহাম্মদপুরে যে অসাধারণ আন্দোলন হয়েছে; তাতেও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বেড়েছে ক্রমে।

মিরপুর ডিওএইচএসে একপর্যায়ে সপরিবারে নেমে আসেন সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তারা। দুই সাবেক সেনাপ্রধানসহ তাঁদের সহকর্মীরা সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। সরকার উপলব্ধিতে ব্যর্থ হলেও তাঁরা কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছিলেন, আন্দোলন কোথায় চলে গেছে! এতে অবশ্যই ঢুকেছিল 'বিএনপি-জামায়াত'। কেন ঢুকবে না?

হেফাজতে ইসলামের কর্মী-সমর্থকেরাও ব্যাপকভাবে শামিল হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকেরই দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ছিল সরকারের ওপর।বারবার আন্দোলন রচনায় ব্যর্থ হওয়ার কারণেও তারা এতে যোগ দিয়েছিল একটা পর্যায়ে। আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকলেও কি চুপচাপ বসে থাকত?

'বিদেশি শক্তি', বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র এই আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। ভূমিকা তো রাখারই কথা। বিগত নির্বাচনকে একটা ন্যূনতম গ্রহণযোগ্যতা দিতেও তাদের কথা কি রাখা হয়েছিল? উল্টো আজেবাজে কথা বলে অপমান করা হয়েছে। 'বন্ধুরাষ্ট্র' ভারতকে প্রকাশ্যে ব্যবহার করেও তাদের পিছু হটতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেটা আবার ঘটা করে বলাও হয়েছে। ভারতীয় পক্ষ থেকেও একই সুরে বলা হয়েছে নানা কথা; যার মধ্যে কূটনৈতিক শিষ্টাচারও ছিল না। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র যদি ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে থাকে, তাতে অবাক হওয়া যাবে না। অভিযোগ করেও লাভ নেই। কিন্তু সবকিছুর পর এটা তো চিন্তা করে দেখতে হবে, কেন শিক্ষার্থীরা এত বিক্ষুব্ধ ছিল!

কেন তারা নিজেদের 'রাজাকার' বলে সার্কাজম করে স্লোগান তুলে ঐতিহ্যবাহী একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা বদলে দিল? এর তাৎপর্য উপলব্ধিতেও ব্যর্থ হলো ৭৫ বছরের পুরোনো রাজনৈতিক দলটির সরকার। অবশ্য তত দিনে এটা হয়ে উঠেছিল প্রশাসন আর কিছু 'অলিগার্ক ব্যবসায়ী'র সরকার। হয়ে পড়েছিল নতুন প্রজন্ম শুধু নয়; জনগণের সিংহভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন। সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশূন্য। এ ধরনের সরকারকে কোনো শক্তিশালী ও কুশলী বিদেশি শক্তি তো সহজেই বিপাকে ফেলতে পারে। কিন্তু সেটা দিয়েই পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে চাওয়া এক ভয়ানক ভুল। শেখ হাসিনা ও তাঁর অনুগামীরা এখনো এর মধ্যে ডুবে আছেন কি না, কে জানে!

আন্দোলনে কারা হতাহত হয়েছে, সেদিকে তাকালেও কিন্তু বোঝা যায় নিম্ন আয়ের মানুষের কী ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল এতে! শিক্ষার্থীরা যেহেতু ছিল এর অগ্রভাগে, তাই তাদের মৃত্যুর ঘটনাগুলো স্বভাবতই বেশি আলোড়িত করেছে আমাদের। বেশি আলোড়িত করেছে শিশু-কিশোরদের করুণ মৃত্যুর ঘটনাগুলো। মাঝে ইউনিসেফ এটাকে আলাদা করে তুলে ধরায় সরকার আবার প্রতিবাদ জানায় 'সংখ্যা' নিয়ে!

টানা কয়েক দিন আন্দোলন দমনের নামে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটাও আড়াল করা হচ্ছিল তখন। ইন্টারনেট সংযোগ করা হচ্ছিল বিচ্ছিন্ন, যাতে বিশেষত বহির্বিশ্ব এসব জানতে না পারে। কিন্তু নির্বিচারে মেরেধরেও আন্দোলন দমানো যাচ্ছিল না; কেননা এটা ছিল দেশের গভীর থেকে উৎসারিত। কোটার তোয়াক্কা না করা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা নেমেছিল কেন?

তারা নেমেছিল স্রেফ প্রতিবাদ জানাতে। তারাও আবু সাঈদ স্টাইলে দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ায় রামপুরা, উত্তরা, মিরপুরে। স্কুলের কিশোরেরা মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মতো করে চিঠি লিখে বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়ে গুলি খায়। শেষে অভিভাবকদেরও নামতে হয় তাদের সঙ্গে। কারণ ওদের ঘরে রাখা যাচ্ছিল না। আত্মাহুতির একটা উৎসবই যেন শুরু হয়ে গিয়েছিল দেশে। সংবাদপত্রে দেখলাম, নরসিংদীর এক দিনমজুর ভাই কীভাবে দুই হাত তুলে পেছনে দাঁড়ানো শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে চাইছে। সেও কিন্তু অকাতরে জীবন দিয়েছে পুলিশের গুলিতে।

এমন একটা পরিস্থিতির দিকেই দেশকে নিয়ে গিয়েছিল হাসিনা সরকার! আমরা অবশ্যই চাইব না, এ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি আর কখনো হোক। সেটাকে ন্যূনতম লক্ষ্য ধরেই এখন এগোতে হবে।

লেখক: সাংবাদিক, বিশ্লেষক

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকিন Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ট্রাম্প, কমলার তহবিলে কতো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনে মূলধারার প্রার্থীরা এই বিকল্পটি বরাবরই এড়িয়ে গেছেন।

কমলা হ্যারিস কত টাকা জোগাড় করেছেন?
মার্কিন নির্বাচনে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করে ওয়াশিংটনভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ওপেনসিক্রেটস। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুসারে, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯০ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার (প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা) সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে জো বাইডেনের প্রচারের জন্য দেওয়া তহবিলও রয়েছে। অবশ্য জুলাই মাসে বাইডেন নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই বড় আকারে তহবিল সংগ্রহ শুরু করেন হ্যারিস।

এর বাইরে কিছু গ্রুপ হ্যারিসকে সমর্থন করে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৫ কোটি ৯০ লাখ ডলারের (চার হাজার কোটি টাকা) বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছে। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে সোয়া ১২৫ কোটি ডলার (প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা) কমলা হ্যারিসের প্রচারাভিযানের তহবিলে যুক্ত হয়েছে।

মোট সংগ্রহের ৫৬ শতাংশই এসেছে বড় বড় ডোনেশন থেকে। বাকি ৪৪ শতাংশ সংগ্রহ হয়েছে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ছোট ছোট অবদানের মাধ্যমে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংগ্রহ কত?
রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প হ্যারিসের চেয়ে অনেক কম অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তার আনুষ্ঠানিক প্রচারণা দল ৩৬ কোটি ৭০ লাখ ডলার (প্রায় চার হাজার ৩০০ কোটি টাকা) সংগ্রহ করেছে। হ্যারিসের চেয়ে এই পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ কম।

ওপেনসিক্রেটসের তথ্য অনুসারে বাইরের গ্রুপগুলো আরও ৫৭ কোটি ২০ লাখ ডলার (ছয় হাজার ৮০০ কোটি টাকা) ট্রাম্পের তহবিলে যোগ করেছে। এর ফলে ট্রাম্পের মোট তহবিল দাঁড়িয়েছে ৯৪ কোটি ডলারে (১১ হাজার ১০০ কোটি টাকা)।

ট্রাম্পের তহবিলের ৬৮ শতাংশেরও বেশি অবদানের এসেছে অতিধনীদের সমর্থন থেকে।

তহবিল কি নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করে?
গত দুই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের চেয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তহবিল বড় ছিল। তারপরও ২০২০ সালে বাইডেনের কাছে হারার আগে ২০১৬ সালে হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে জিতেছিলেন ট্রাম্প।

পেনসিলভানিয়ার পেন স্টেট হ্যারিসবার্গের জননীতি ও প্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড্যান ম্যালিনসন বলেন, এই অসঙ্গতিই প্রমাণ করে যে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটাই নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করতে পারে না। তবে 'বিলিয়ন ডলারের বিষয়ে' পরিণত হওয়া অনুদানকে গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা

২০২০ সালের নির্বাচন থেকে নির্বাচনি ব্যয়ের ব্যাপারে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ওপেনসিক্রেটসের দেওয়া তথ্য অনুসারে, চার বছর আগে প্রায় ৫৬ শতাংশ ব্যয় ছিল গণমাধ্যমে, ১০ শতাংশ তহবিল সংগ্রহে এবং প্রায় ১৭ শতাংশ প্রচারে এবং প্রচার দলের বেতনে।

করতে হবে বলেও মনে করেন তিনি।

ড্যান ম্যালিনসন বলেন, 'প্রার্থী, দল, রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটি এবং অন্যান্য সংস্থাগুলোকেও প্রচার চালানোর জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে হয়।'

শুধু সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টই নন, মার্কিন সিনেটের ১০০টি আসনের মধ্যে ৩৪টিতে এ বছর নির্বাচন হবে। হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনে নির্বাচন হবে।

ওপেনসিক্রেটসের তথ্য অনুযায়ী, এসব আসনে নির্বাচনি প্রচারণার জন্য সিনেট প্রার্থীদের সংগৃহীত মোট তহবিল দাঁড়িয়েছে এক দশমিক তিন আট বিলিয়নে (১৬ হাজার কোটি টাকা)। সমষ্টিগতভাবে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রার্থীরা ১৭৮ কোটি ডলার (২১ হাজার কোটি টাকা) সংগ্রহ করেছেন।

তহবিলে কারা অর্থ প্রদান করতে পারে?
প্রার্থীদের তহবিলে কারা অর্থ প্রদান করতে পারবেন, কারা পারবেন না, এ নিয়ে ফেডারেল নির্বাচন কমিশনের কঠোর নিয়ম রয়েছে। কেবল মার্কিন নাগরিক বা গ্রিনকার্ডধারীরাই পার্টি বা প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর তহবিলে অর্থ প্রদান করতে পারেন। এর ফলে বিদেশি নাগরিকেরা কোনোভাবেই নির্বাচনি তহবিলে অর্থ দিতে পারবেন না। অর্থ প্রদানের সীমাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

সরকারি ঠিকাদার, কর্পোরেশন, জাতীয় ব্যাংক, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং অলাভজনক সংস্থাগুলোও ফেডারেল নির্বাচনে প্রার্থী বা দলগুলোর তহবিলে সরাসরি অবদান রাখতে পারবে না।

প্যাক ও সুপার প্যাক কী?
পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (পিএসি) দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন নির্বাচন ব্যবস্থার একটি অংশ। এই লবিং গ্রুপগুলো প্রার্থীদের পক্ষে অর্থ ও ভোট সংগ্রহে কাজ করে। তাদের অনুদান সীমিত ও দাতাদের তালিকা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ২০১০ সালের প্রচারাভিযানে অর্থায়নের নিয়মকানুনে ব্যাপক পরিবর্তিত আসে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সে বছর বাক-স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে কর্পোরেশন ও ইউনিয়নগুলোর ক্ষেত্রে প্রচারণায় অর্থ প্রদানের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।

এই সিদ্ধান্তের পর কর্পোরেশন ও ইউনিয়নগুলো সমন্বিতভাবে বেশ কয়েকটি সুপার প্যাকের জন্ম দিয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলো ব্যক্তি, ইউনিয়ন বা কর্পোরেশন থেকে সীমাহীন সংগ্রহ করতে পারে এবং অনুদান দেওয়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশেরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

প্যাক ও সুপারপ্যাকগুলো সরাসরি কোনো প্রার্থীকে অনুদান দিতে পারে না এবং তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে হয়। তবে কিছু নিয়মকানুন এক্ষেত্রেও শিথিল করা হয়েছে।

প্রচারাভিযানে বড় অবদানের সমস্যা
প্রচারাভিযানে এই অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা অনেক ভোটারের মনে এমন ধারণা তৈরি করে যে, অর্থদানের ফলে রাজনীতিবিদদের কাছে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে দুর্নীতি বা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নষ্ট হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

মেলিন্ডা ফ্রেঞ্চ গেটস ও জর্জ সোরোসের মতো ধনী মার্কিনিরা হ্যারিসকে সমর্থনকারী গ্রুপগুলোতে লাখ লাখ ডলার দান করেছেন। কেউ কেউ নিজস্ব সুপার প্যাক প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফিনানশিয়াল টাইমসের তথ্য অনুসারে, বিলিয়নেয়ারদের আরেকটি গ্রুপ ট্রাম্পপন্থি সুপারপ্যাকগুলোতে সম্মিলিতভাবে ৩৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার (প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা) অনুদান দিয়েছেন। এই গ্রুপে রয়েছেন—ইলন মাস্ক, টিমোথি মেলন, মিরিয়াম অ্যাডেলসন ও রিচার্ড উইহেলিনের মতো অতি ধনীরা।

এই বিশাল অর্থ অনুদান দেওয়ার মানে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা কিনা, সেটি একটি জটিল প্রশ্ন। ড্যান ম্যালিনসন বলেন, 'অর্থ দেওয়া মানে ভোট এবং নীতি কিনে নেওয়া, এটা বলাটা সহজ নয়।' ম্যালিনসন আরও বলেন, এই অর্থ দানের ফলে দাতাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার সময় তাদের চাহিদা জানানোর রাজনৈতিক সুযোগ তৈরি হয়। তিনি অবশ্য মনে করেন, তবে এর মানে এই নয় যে দাতারা যা চাইবেন সবই পেয়ে যাবেন।

প্রচারাভিযানে কীভাবে অর্থ ব্যয় হয়?
কোটি কোটি ডলার খরচ হাতে থাকায় সেটা কীভাবে এবং কোন খাতে ব্যয় করা হবে, সে ব্যাপারে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় প্রার্থীর প্রচার দল ও প্রেশার গ্রুপকে। নির্বাচন যেহেতু খুব কাছাকাছি চলে এসেছে এবং বিজয়ের অনেকটাই নির্ভর করবে সুইং স্টেটগুলোর মুষ্টিমেয় ভোটের ওপর। ফলে এখন প্রচার দলগুলো সেখানেই তাদের বেশিরভাগ অর্থ ব্যয় করছে।

এই অঙ্গরাজ্যগুলো রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনে ঢেকে যাচ্ছে। নিজেদের প্রার্থীর পক্ষে ভোট টানতে প্রচারকারীরা ভোটারদের কল দিচ্ছেন, কোথাও কোথাও ভোট দিতে রাজি করাতে প্রচার দলের সদস্যরা সরাসরি ভোটারদের বাসায় গিয়ে হাজির হচ্ছেন।

২০২০ সালের নির্বাচন থেকে নির্বাচনি ব্যয়ের ব্যাপারে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ওপেনসিক্রেটসের দেওয়া তথ্য অনুসারে, চার বছর আগে প্রায় ৫৬ শতাংশ ব্যয় ছিল গণমাধ্যমে, ১০ শতাংশ তহবিল সংগ্রহে এবং প্রায় ১৭ শতাংশ প্রচারে এবং প্রচার দলের বেতনে। বাকি অর্থের ছয় শতাংশ প্রশাসনে, চার শতাংশ কৌশল নির্ধারণ এবং গবেষণায় ব্যয় হয়েছিল। অবশিষ্ট ব্যয়কে 'শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য নয়' হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের প্রচারাভিযানের ব্যয়ও একই ধরন অনুসরণ করবে।

শেষ মুহূর্তের উত্তেজনায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে।

নিউইয়র্ক টাইমসের জরিপে এর একটি সার্বিক চিত্র উঠে এসেছে। গণমাধ্যমটি বলছে, জুলাইয়ে যখন বাইডেন সড়ে দাঁড়ান এবং কমলা নির্বাচন করার ঘোষণা দেন তখন ট্রাম্পের চেয়ে জাতীয় জরিপে পিছিয়ে ছিলেন কমলা। ২১ জুলাইয়ের তথ্য অনুসারে, জরিপে অংশ নেওয়া ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্পকে তখন সমর্থন করছিলেন ৪৮ শতাংশ ভোটার। আর কমলার প্রতি সমর্থ ছিল ৪৫ শতাংশের। এই পরিস্থিতি বদলে যায় ৪ আগস্ট। ওই দিন দুই প্রার্থীরই সমর্থন সমান সমান হয়ে যায়। এরপর থেকে কমলার প্রতি মানুষের সমর্থন বাড়তে থাকে। আর কমতে থাকে ট্রাম্পের সমর্থন। ১ সেপ্টেম্বর এসে দেখা যায়, ট্রাম্পের সমর্থন ৪৬ শতাংশ আর কমলার সমর্থন ৪৯ শতাংশ। সংখ্যা তাত্ত্বিক দিক থেকে বিবেচনা করলে এই ব্যবধান খুব বেশি নয়। তবে জো বাইডেন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন তখন তাঁর সমর্থন ছিল ৪৪ শতাংশ। আর ট্রাম্পের ছিল ৪৭ শতাংশ। এ ছাড়া দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য মূলত যে রাজ্যগুলোর ফলাফলই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করে দেয়—সবগুলোয় পিছিয়ে ছিলেন বাইডেনে। সেই ব্যবধানও ছিল বেশ বড়।

চিত্র বদলাতে সক্ষম হয়েছেন কমলা হ্যারিস। ১ অক্টোবরের জাতীয় জরিপের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছিল, কমলাকে সমর্থন করছেন ৫০ শতাংশ ভোটার। আর ট্রাম্পকে ৪৬ শতাংশ। এ ছাড়া দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য পেনসিলভানিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা, জর্জিয়া, মিশিগান, অ্যারিজোনা, উইসকনসিন, নেভাদায় এগিয়ে গেছেন কমলা। পিছিয়ে থেকে শুরু করে এসব অঙ্গরাজ্য এক সময় ট্রাম্পকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হন কমলা।

যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো এই ভোট নিয়ে নিয়মিত জরিপ প্রকাশ করছে। আর সাম্প্রতিক জরিপ খানিকটা ডেমোক্র্যাট শিবিরকে চিন্তাতেই ফেলেছে। জাতীয় জরিপে গত ১৩ অক্টোবরও ট্রাম্পের চেয়ে সমর্থনে ২ শতাংশ এগিয়েছিলেন কমলা। তবে ২১ অক্টোবরে এসে সেই ব্যবধান ১ শতাংশে নেমে আসে। আর সর্বশেষ গতকাল সোমবারের তথ্য অনুসারে, এখন দুই প্রার্থীর সমর্থনে ব্যবধান ১ শতাংশ (ট্রাম্প ৪৮ শতাংশ ও কমলা ৪৯ শতাংশ)।

ডেমোক্র্যাটদের জন্য চিন্তার কারণ এখন সারা দেশের ভোট নয়, দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য। এক সময় সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কমলা হ্যারিস এসব অঙ্গরাজ্যের অধিকাংশগুলোয় এগিয়ে থাকলেও আর ব্যবধান ধরে রাখতে পারেননি। পেনসিলভানিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা, উইসকনসিন ও নেভাদায় কমলা ও ট্রাম্পের পয়েন্ট এখন সমান। আর মিশিগানে এগিয়ে রয়েছেন কমলা। আর বাকি দুই অঙ্গরাজ্য জর্জিয়া ও অ্যারিজোনায় এগিয়ে ট্রাম্প। তবে কমলার জন্য আশার বাণী আগাম ভোট। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তিন কোটির বেশি ভোটার ভোট দিয়েছেন। সাধারণত ডেমোক্র্যাট সমর্থকেরা আগাম ভোট বেশি দিয়ে থাকেন। এবারও সেটা ঘটে থাকলে কমলার জয়ের সম্ভাবনা বেশি। নয়তো জরিপ তাঁর জন্য ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে না।

দেশে ফ্যাসিস্ট আ.লীগের কোনো স্থান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফ্যাসিবাদী দলের থাকার অধিকার নেই।' তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতেই।

নিজের রাজনৈতিক অভিলাষ এবং জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রশ্নে ড. ইউনূস বলেছেন, রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার বা রাজনৈতিক দল গঠনের কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। তবে তিনি নির্বাচনের সময়সূচি সম্পর্কে মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন, 'আমাদের কাজ হলো বিষয়গুলো ঠিক করা এবং একটি নতুন সংস্কার অ্যাজেন্ডা তৈরি করা। যখন নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সে বিষয়ে (নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে) পরামর্শ করব।'

দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রশ্নে ড. ইউনূস বলেন, 'আগস্টে যেসব হিন্দু আক্রমণের শিকার হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন।' এ সময় তিনি আরও অভিযোগ করেন, সমালোচকেরা এসব ঘটনার কাহিনি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করেছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে ড. ইউনূস বলেন, ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে বিদ্যুৎ, যৌথ নদীর পানিবণ্টন এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পর্ক বিদ্যমান। এসবের পাশাপাশি দুই দেশের অভিন্ন একটি ইতিহাসও আছে। এসব সম্পর্কের কারণে নয়াদিল্লি অন্তর্বর্তী সরকারকে খুব একটা সমর্থন না করায় এই সরকার 'ক্ষতিগ্রস্ত' হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি বাংলাদেশ সফরে আসতে চাইলে তাঁকে স্বাগত জানানো হবে। তিনি আরও বলেন, 'আমরা চেষ্টা করেছি এটি বোঝাতে যে আমরা প্রতিবেশী, আমাদের একে অপরের প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই প্রতিবেশী হিসেবে ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে।'

৫ নভেম্বর রচিত হচ্ছে নতুন ইতিহাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পড়বে সেটা ২৭ অক্টোবর নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে তার সমাবেশ থেকেই আভাস পাওয়া গেছে। ২৮ অক্টোবর সোমবার কমলাকে আগাম ভোট দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। নিজ রাজ্য ডেলাওয়ারে লাইনে দাঁড়িয়ে তিনি ভোট দেন। প্রেসিডেন্টের আগে লাইনে হুইল চেয়ারে ছিলেন একজন বৃদ্ধা। ভোট প্রদানের পর সমবেত সাংবাদিকরা ট্রাম্পের নিউইয়র্কের সমাবেশ নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রেসিডেন্ট বলেন, খুবই বিব্রতকর। তিনি বলেন, নির্বাচনে কমলা জয়লাভ করবেন।

ট্রাম্পের নিউইয়র্কের সমাবেশে ট্রাম্পের সমর্থকের বর্ণ বিদ্বেষী বক্তব্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় বইছে। সমাবেশে ট্রাম্প সমর্থক কমেডিয়ান টনি হিঞ্চক্লিফ পুর্তোরিকানদের আবর্জনার সাথে তুলনা করে বলেন, সাগরের মাঝখানে আবর্জনার একটি দ্বীপ রয়েছে। এটাকে পুর্তোরিকো বলা হয়। এই কৌতুক অভিনেতা ফিলিস্তিনিদের পাথর নিক্ষেপকারী এবং ল্যাটিনোরা কেবল সন্তান জন্ম দেয় বলে উল্লেখ করেন। তিনি কৃষাঙ্গদেরও কটাক্ষ করেন। নিউইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র ও ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী রুডি জুলিয়ানী ফিলিস্তিনিদের আক্রমণ করে বলেন, তাদের ২ বছর বয়সে আমাদের হত্যা করতে শেখানো হয়। এইসব বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে পুর্তোরিকান ও ল্যাটিনোরা। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুল এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, এমন বক্তব্যে তিনি হতবাক। পুরো সমাবেশ ছিল ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক বক্তৃতায় ভরা।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বক্তৃতায় বলেন, নির্বাচিত হলে প্রথম দিনেই তিন আমেরিকার ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ডেপোর্টেশন প্রোগ্রাম কার্যকর করবেন। তিনি বলেন, আমেরিকা দখল হয়ে গেছে। তিনি নির্বাচিত হলে আমেরিকাকে দখলমুক্ত করবেন। এসময় সাবেক ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বিলিয়নিয়ার টেসলা ও এক্সের মালিক ইলন মাস্কও বক্তৃতা করেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পে ও তার সমাবেশে দেয়া বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেছেন, এটা নতুন কিছু নয়। তিনি সব সময় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সমাজে বিভেদ বিভাজন সৃষ্টি করে চলেছেন।

এবিসি/ইপসোস নতুন জরিপের ফলাফল বলছে, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ৪ শতাংশ সমর্থনে জাতীয় পর্যায়ে

অর্থনীতি, অভিবাসন, যুদ্ধনীতি সহ সব বিষয়ে মার্কিন সমাজের চরম বিভক্তির সময় শান্তির বানী কোথাও উচ্চারিত হচ্ছে না। উত্তেজনার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ৫ নভেম্বরর পরবর্তী আমেরিকা কেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠে, তা দেখার উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায় আমেরিকার মানুষ এবং বিশ্ব সম্প্রদায়।

এগিয়ে আছেন। কমলা হ্যারিস ৫১ এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৪৭ শতাংশ সমর্থন রয়েছে। সিএনএন/এসএসআরএস জরিপের একটি ফলাফলে জানা গেছে, জাতীয় ভাবে ৬৯ শতাংশ ভোটার মনে করেন হারলে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখান করবেন সাবেক প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শেষ পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্ভাবাস মিলছে। পেনসেলভেনিয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন শঙ্কা।

একবার কমলা হ্যারিস কিছুটা এগুলে ঝাপটে ধরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে পেনসেলভেনিয়া নিয়ে উভয় শিবিরের কপালে পড়েছে চিন্তার ভাঁজ।বিগত প্রায় ৭০ বছরের ইতিহাস বলছে পেনসেলভেনিয়া জেতা ছাড়া ডেমোক্র্যাটরা ১৬০০ পেনসেলভেনিয়া এ্যাভিনুতে অর্থাৎ হোয়াইট হাউসে যেতে পারেননি।

সুইং রাজ্যগুলোয় এবার ফলাফল নির্ধারণ হবে খুব অল্প সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে। দুই পক্ষের কপালে পরিলক্ষিত হচ্ছে চিন্তার ভাঁজ।

কমলা হ্যারিস ২৮ অক্টোবর সমাবেশ করেছেন ব্যাটেল গ্রাউন্ড মিশিগানের এ্যান আরবারে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিলেন অপর ব্যাটেল গ্রাউন্ড জর্জিয়ায়। ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে ৫ কোটির বেশি ভোটার সশরীরে বা ডাকযোগে ভোট দিয়ে ফেলেছেন। ভোটারদের আগাম ভোট দিতে উৎসাহিত করছেন উভয় শিবির।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রতিশোধপরায়ণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির কমলা হ্যারিস। স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের পার্লামেন্ট ভবন এলাকা ক্যাপিটল হিলে নির্বাচনী সমাবেশে এমন অভিযোগ তোলেন তিনি। ২০২০ সালের নির্বাচনে হেরে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন এলাকা ক্যাপিটল হিলে হামলা চালান ট্রাম্প-সমর্থকেরা। মঙ্গলবার সেই একই স্থানে সমাবেশ করেন কমলা হ্যারিস। ৪০ মিনিটের বক্তব্যে তিনি সবাইকে মনে করিয়ে দেন, কীভাবে চার বছর আগে ওই আক্রমণে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন ট্রাম্প। সমাবেশে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে কমলা হ্যারিস বলেন, 'আমরা জানি, ডোনাল্ড ট্রাম্প কে। তিনি অস্থির, প্রতিশোধপরায়ণ, অপরাধপ্রবণ। তিনি অবাধ ক্ষমতার পেছনে ছুটছেন।'

প্রায় সব কটি জরিপে কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলেছে। যদিও এই ধরনের জরিপ কোনো ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া বা কারও জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের সঠিক মাপকাঠি নয়। তারপরও এ মুহূর্তে বড় প্রশ্ন হিসেবে সামনে আসছে, এবার কি যুক্তরাষ্ট্র ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নারী প্রেসিডেন্ট পাবে? নাকি দ্বিতীয় মেয়াদে জয় পেয়ে আবার ক্ষমতায় বসবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প?

ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয় মার্কিন নির্বাচন। যেখানে প্রতিটি রাজ্যে তার জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৫৩৮টি ইলেকটোরাল কলেজের মধ্যে যে প্রার্থী ন্যূনতম ২৭০টিতে জিতবেন, তিনিই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। যুক্তরাষ্ট্রে ৫০টি রাজ্য রয়েছে। কিন্তু প্রায় সব সময় একই দলকে ভোট দেন কিছু কিছু রাজ্যের ভোটাররা। আবার এমন কিছু রাজ্য আছে, যেগুলোতে দুই দলের প্রার্থীদেরই জয় পাওয়ার সুযোগ আছে। এগুলো এমন জায়গা, যেখানে কেউ এগিয়ে থাকলে নির্বাচনে জয়ী হবেন, পিছিয়ে পড়লে হেরে যাবেন। এই রাজ্যগুলো সুইং স্টেট বা দোদুল্যমান রাজ্য হিসেবে পরিচিত। সুইং স্টেটগুলোতেই চলছে শেষ মুহূর্তের সব নির্বাচনি উত্তেজনা। পেনসিলভেনিয়া, মিশিগান, জর্জিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা, নেভাদা এবং এরিজোনার মতো রাজ্যে নির্বাচনি উত্তাপ অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

নর্থ ক্যারোলাইনার সভায় বুধবার দেয়া বক্তৃতায় কমলা হ্যারিস বলেছেন, ট্রাম্প নির্বাচিত হলে প্রথম দিনই একটি শত্রু তালিকা নিয়ে তিনি হোয়াইট হাউসে বসবেন। হ্যারিস বলেছেন, তিনি নির্বাচিত হলে বসবেন করণীয় কাজের একটি তালিকা নিয়ে।

অর্থনীতি, অভিবাসন, যুদ্ধনীতি সহ সব বিষয়ে মার্কিন সমাজের চরম বিভক্তির সময় শান্তির বানী কোথাও উচ্চারিত হচ্ছে না। উত্তেজনার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ৫ নভেম্বরর পরবর্তী আমেরিকা কেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠে, তা দেখার উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায় আমেরিকার মানুষ এবং বিশ্ব সম্প্রদায়।

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আগুন

ঢাকা অফিস

আওয়ামী লীগের সহযোগী হিসেবে জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের টানাপোড়েন চলে আসছে বেশ কিছুদিন থেকেই। দুই পক্ষের এই টানাপোড়েনের মধ্যেই রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা, আগুন ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

সন্ধ্যায় 'পতিত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসর জাতীয় পার্টির রাজনৈতিক অপতৎপরতা ও দেশবিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার' ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে মশাল মিছিল কর্মসূচির ঘোষণা দেন গণ অধিকার পরিষদের ছাত্রসংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের সাবেক সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা। সেখান থেকে মিছিল শুরু হয়ে শাহবাগ হয়ে সন্ধ্যা ৬টার দিকে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে যায়। এ সময় জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়। এতে কার্যালয়ের নিচতলার কয়েকটি কক্ষ পুড়ে যায়। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে। এছাড়া ভাঙচুর করা হয় কার্যালয়।

এই ঘটনার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ফেসবুকে এক পোস্টে লেখেন, 'জাতীয় বেইমান এই জাতীয় পার্টি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিজয়নগরে আমাদের ভাইদের পিটিয়েছে, অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিচ্ছে। এবার এই জাতীয় বেইমানদের উৎখাত নিশ্চিত।' এর কিছুক্ষণ পর হাসনাত আবদুল্লাহ আরেকটি পোস্টে লেখেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে রাত সাড়ে ৮টায় মিছিল নিয়ে তাঁরা বিজয়নগরে যাবেন। 'জাতীয় বেইমানদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে।'

নির্বাচনে ভারতীয়-আমেরিকান ভোটারদের গুরুত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে নিউ ইয়র্কের জাঁকজমকপূর্ণ পার্টির উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

রেশমা সৌজানি মনে করেন কমালা হ্যারিসের মধ্যে বহু দক্ষিণ এশীয় নারীই নিজেদের প্রতিফলন দেখতে পান।

ছবির ক্যাপশান,রেশমা সৌজানি মনে করেন কমালা হ্যারিসের মধ্যে বহু দক্ষিণ এশীয় নারীই নিজেদের প্রতিফলন দেখতে পান।

'অল দ্যাট গ্লিটার্স দিওয়ালি বল' নামক এই অনুষ্ঠানে শামিল ছিলেন 'ব্র্যাভো'র (যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন নেটওয়ার্ক) রিয়েলিটি শো 'দ্য রিয়েল হাউসওয়াইভস অফ নিউ ইয়র্ক সিটি'র প্রথম ভারতীয় 'কাস্ট' জেসেল টাঙ্ক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রসঙ্গে তিনি বিবিসিকে বলেছেন, "এইবারের বিষয়টা (প্রেসিডেন্ট নির্বাচন) একেবারে অনন্য কারণ আমরা এমন একজনকে পেয়েছি যিনি আমদের মঙ্গল চান।" তার ইঙ্গিত মিজ হ্যারিসের দিকে।

একই সুর শোনা গিয়েছে অলাভজনক সংস্থা 'গার্লস হু কোড'-এর সিইও এবং ২০১০ সালে মার্কিন কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত নারী প্রার্থী রেশমা সৌজানির কণ্ঠেও। তার কথায়, "আপনি যেটা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, সেটা হতে পারবেন না।"

তিনি মনে করেন কমালা হ্যারিসের মধ্যে বহু দক্ষিণ এশীয় নারীই নিজেদের প্রতিফলন দেখতে পান।

আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর চ্যালেঞ্জ হলো অভিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই 'উৎসাহ'কে সঞ্চারিত করা। এই ক্রমবর্ধমান অভিবাসী জনগোষ্ঠী ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউইয়র্ক ছাড়িয়ে ইতোমধ্যে জর্জিয়া, মিশিগান ও পেনসিলভানিয়ার মতো ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেট অব্দি ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতীয়-আমেরিকানদের উপর ফোকাস

কমালা হ্যারিস এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে শামিল রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প দু'জনেই কিন্তু ইন্ডিয়ান-আমেরিকানদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যাপক চেষ্টা করে চলেছেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে এশীয়-আমেকিরান ভোটারদের মধ্যে বৃহত্তম এবং রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় গোষ্ঠী হলো ভারতীয় আমেরিকানরা।

এই জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধা ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে যে কোনও এক পক্ষের দিকে নির্বাচনি ফলাফল নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

কমালা হ্যারিস প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত, প্রথম নারী এবং প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব যিনি ২০২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন।

একদিকে যেমন ২০২৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে মিজ হ্যারিসের আচমকা প্রবেশ উল্লেখযোগ্য তেমনই উল্লেখযোগ্য গত এক দশকে ভারতীয়-আমেরিকান সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র একটা সম্প্রদায় থেকে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টাও।

মানুষের ভালোবাসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আপনার জায়গাটা কোনোভাবে নষ্ট যেন না হয়, সেদিকে সজাগ থাকবেন।'

তিনি বলেন, এই সরকারের ভিন্ন রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা নেই বলে বিএনপি আস্থা রাখতে চায়। সে জন্য সংস্কার দ্রুত শেষ করে অতি অল্প সময় বা যৌক্তিক সময়ের মধ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হবে—এটাই জনগণের প্রত্যাশা।

বুধবার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর–রুনি মিলনায়তনে ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমরাই তৈরি করেছি। অন্য কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা আশা করি, অতি অল্প সময় বা যৌক্তিক সময়ের মধ্য নির্বাচন দিয়ে দেবেন। এটা আমাদের প্রত্যাশা ও জনগণ এটাই চাই।'

তিনি বলেন, 'আমি লক্ষ করছি, আমাদের নেতাদের অস্থিরতা। সুন্দর একটা নির্বাচন দেবেন, জনগণ খুশি হবে। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁরা সময়টার সদ্ব্যবহার করবেন। নজরটা ওই দিকে দেবেন। নির্বাচনের কোনো বিকল্প নাই। আমাদের রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে হলে সবার অংশগ্রহণে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আন্দোলনে এতগুলো প্রাণ গিয়েছে, দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছে।'

নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি নিয়ে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'এটাকে বড় ধরনের কোনো সমস্যা মনে করছি না। আমরা চাই দ্রুত নির্বাচন কমিশন হোক, দ্রুত নির্বাচন আয়োজন করুক। তিন মাসের মধ্য আউয়ালরা ও হুদারা নির্বাচন আয়োজন করতে পারলে আপনারা কেন পারবেন না?'

সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, এই সরকারের ভিন্ন কোনো রকমের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা নেই। কারণ, এই সরকারের যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তিনি সারা বিশ্বে সমাদৃত। তিনি কমিট (অঙ্গীকার) করেছেন, "আমার কোনো রাজনৈতিক ইচ্ছা নেই। আপনারা যে দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব পালন করতে চাই।" আমরা বলব, ড. ইউনূসকে বাংলাদেশের মানুষ খুব ভালোবাসে, আপনাকে সম্মান দেবে এবং আগামীতেও দেবে। একটাই অনুরোধ করব, আপনার জায়গাটা কোনোভাবে নষ্ট যেন না হয়, সেদিকে সজাগ থাকবেন।'

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

মব জাস্টিস কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়: টুর্ক

ঢাকা অফিস

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক বলেছেন, মব জাস্টিস কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিটি অপরাধের তদন্ত করতে হবে।

৩০ অক্টোবর বুধবার রাজধানীর একটি হোটেল এক সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের পর বাংলাদেশের অনেক স্থানে মব জাস্টিস হয়েছে। এ বিষয়ে মানবাধিকার হাইকমিশনার বক্তব্য জানতে চাইলে হাইকমিশনার বলেন, মব জাস্টিস কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিটি অপরাধের তদন্ত করতে হবে।

আন্দোলনে পুলিশ মারার ঘটনায় দায়মুক্তির বিষয়ে টুর্ক বলেন, কোনো হত্যার দায়মুক্তি দেওয়া উচিত নয়। প্রতিটি হত্যার তদন্ত ও বিচার করতে হবে। না হলে মানবাধিকার প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

ঢালাওভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলার বিষয়ে টুর্ক বলেন, নিয়মতান্ত্রিকভাবে ছাড়া কোনও মামলা করা যায় না। এটি সুরাহা করা অত্যন্ত জরুরি। এই বিষয়ে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। আগে যা করা হতো সেটির পুনরাবৃত্তি আমরা চাই না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার।

তিনি বলেন, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে কেবল আওয়ামী লীগের সদস্য বা সমর্থকসহ তাদের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয় না।

ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গে হাইকমিশনার বলেন, সন্ত্রাস আইন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এর ফলাফল কী হতে পারে, সেটি আমরা দেখেছি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা ভিন্নমত পোষণকারী বা রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী, তাদের সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

তিনি আরও বলেন, সাংবাদিক হত্যাসহ বেশকিছু সহিংসতার বিরুদ্ধে যথাযথ প্রক্রিয়ায় মামলা দায়ের বা আইনি প্রক্রিয়া মানা হয়নি, যা উদ্বেগজনক। মনে রাখতে হবে যে অতীতের মত অন্যায় পুনর্বাসন করা যাবে না। সকলেরসঙ্গে আলোচনায় আমি এই নিশ্চয়তা দিয়েছি যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সংস্কার প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় খোলার বিষয়ে টুর্ক বলেন, আমার ইচ্ছা প্রতিটি দেশে অফিস খোলা। কিন্তু অর্থসংকটের কারণে এটি সম্ভব নয়। সেজন্য আমরা অগ্রাধিকার দেই কোথায় এটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

দুই দিনের সফরে সোমবার দিবাগত রাতে ঢাকায় আসেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক।

সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে বুধবার দিবাগত রাতে ঢাকা ছেড়ে যান ফলকার।

সাবেক ১০ মন্ত্রী-সেনা কর্মকর্তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ

জুলাই-আগস্ট গণহত্যা

ঢাকা ডেস্ক

জুলাই-আগস্ট গণহত্যার মামলায় কারাবন্দি থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দুই উপদেষ্টা, সাবেক ১০ মন্ত্রী, এক সেনা কর্মকর্তা ও সাবেক এক সচিবকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে তাদের আগামী ১৮ নভেম্বর ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে বলা হয়েছে।

গ্রেপ্তাররা হলেন- সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শিল্পবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই এলাহী চৌধুরী; সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, আব্দুর রাজ্জাক, ফারুক খান, দীপু মনি, শাজাহান খান, গোলাম দস্তগীর গাজী, হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, জুনাইদ আহমেদ পলক, কামাল আহমেদ মজুমদার এবং সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান ও সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাঙ্গীর আলম।

২৭ অক্টোবর রোববার রাষ্ট্রপক্ষের পৃথক দুটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন।

ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন- বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মহিতুল হক এনাম চৌধুরী। এর আগে চিফ প্রসিকিউটর মো. তাজুল ইসলাম তাদের গ্রেপ্তার ও ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গত জুলাই ও আগস্টে গণহত্যার অভিযোগের বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করার সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। এরই অংশ হিসেবে নতুন প্রসিকিউশন টিম ও তদন্ত সংস্থা গঠিত হয়েছে। বিচারের জন্য আইন সংশোধন ও ভবন মেরামতের কাজও চলমান। গণঅভ্যুত্থানের পর শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ, ১৪ দলের নেতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত গুম, হত্যা, গণহত্যাসহ ৬০টির বেশি অভিযোগ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জমা পড়েছে।

Tax & Immigration Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
IRS e-file
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member: naea NYSSEA
Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882
ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি, এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (সঃ১০টা --বিঃ ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট -------------------------রবিবার -----------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ---------------------মঙ্গলবার ------------(দু :১২টা --বিঃ ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ----------------- -------শনিবার------------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)----------------(স: ১০টা --বিঃ ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য"জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার	পায়ের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD	Dr. M Nayeem
Cardiologist	Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

এক্সে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার নিন্দা ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। বর্তমানে বাংলাদেশ পুরোপুরি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চার দিন আগে বৃহস্পতিবার এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে এসব কথা বলেছেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান পার্টির নেতা ট্রাম্প। তিনি লিখেছেন, 'আমি বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। দেশটিতে দলবদ্ধভাবে তাঁদের ওপর হামলা ও লুটপাট চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন পুরোপুরিভাবে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে রয়েছে।'

তাঁর সময়ে এমনটা কখনো হয়নি উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন,

ডোনাল্ড ট্রাম্প

'কমলা ও জো (প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন) বিশ্বজুড়ে ও আমেরিকায় হিন্দুদের উপেক্ষা করে আসছে। ইসরায়েল থেকে ইউক্রেন এবং সেখান থেকে আমাদের দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্ত পর্যন্ত এলাকার জন্য তাঁরা একটি বিপর্যয় হয়ে এসেছেন। সেখানে আমরা আবার আমেরিকাকে শক্তিশালী করব এবং সেই শক্তি দিয়ে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনব!'

যুক্তরাষ্ট্রেও ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে হিন্দুদের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, 'আমরা আপনাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করব। আমার প্রশাসনের সময় আমরা ভারত ও আমার ভালো বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আমাদের বৃহত্তর অংশীদারত্ব আরও জোরদার করব।'

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সমালোচনা করে ট্রাম্প আরও লিখেছেন, 'কমলা হ্যারিস আরও বিধি–নিষেধ আরোপ করে এবং কর বাড়িয়ে আপনাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা ধ্বংস করে দেবেন। পক্ষান্তরে আমি কর ও বিধি–নিষেধ কমিয়ে এবং আমেরিকার শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি তৈরি করি। আমরা আবার সেটা করব। তা হবে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বড় ও ভালো। এবং আমরা আবার আমেরিকাকে মহান করে তুলব।'

সবাইকে দীপবলীর শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট শেষ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, 'আমি আশা করি, আলোর এ উৎসব খারাপকে হটিয়ে শুভ–এর বিজয় নিয়ে আসবে।'

আমেরিকায় বন্দুক হামলায় নিহত ৩

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকার নিউইয়র্কে বন্দুক হামলায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের একটি আবাসিক ভবনে এই ঘটনা ঘটে। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি) জানিয়েছে, হত্যার পর আত্মহত্যা কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিবিএস নিউজের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

ঘটনাস্থলে ৫৭ বছর বয়সী এক নারী ও এক পুরুষকে রক্তাক্ত ও মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ওই নারীর মাথায় এবং পুরুষের শরীরের একাধিক জায়গায় গুলি লেগেছিল। ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের। এ ছাড়া সেখানে ৩৪ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তাদের তিনজনের মধ্যে কী সম্পর্ক তা জানা যায়নি।

গুলির ঘটনা বাড়ির ভেতরেই হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের পেছনে কী কারণ থাকতে পারে, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। ঘটনাস্থল থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি।

এনওয়াইপিডির জানিয়েছে, এই ঘটনা সম্পর্কে কারও কাছে কোনো তথ্য থাকলে তা যেন দ্রুত পুলিশকে জানানো হয়। তাদের দেওয়া যেকোনো তথ্যই তদন্তে সহায়ক হতে পারে।

আমেরিকায় কয়েক বছর ধরেই বন্দুক হামলা ব্যাপক হারে বেড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই দেশটির কোথাও না কোথাও গুলিতে হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে। গান ভায়োলেন্স আর্কাইভের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রায় ৪০০টি বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ধরনের প্রতিটি ঘটনায় অন্তত ৪ জন বা তার বেশি নিহত ও আহত হয়েছেন।

ওয়ারফেজ, আর্টসেল মাতালো নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড ওয়ারফেজের ৪০ বছর ও আর্টসেলের প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে যৌথ কনসার্ট। ২৬ অক্টোবর শনিবার কালজয়ী ও মনোমুগ্ধকর একের পর এক গানে ব্রুকবিলের টিলিস সেন্টারের মঞ্চ কাঁপালো ব্যান্ড দল দুটি। এসময় আর্টসেল ও ওফারফেজের হাজারো ভক্ত-অনুরাগীদের করতালি, কোরাসে মুখর হয়ে উঠে বিশাল দর্শক ধারণক্ষমতার হলরুম। নিউইয়র্কের বুকে দেশের জনপ্রিয় দুটি ব্র্যান্ডদলকে একসাথে পেয়ে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেন আগত দর্শক-শ্রোতারা।

এদিকে কনসার্ট শুরুর আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট থেকে শতশত মানুষ ভিড় জমাতে থাকে টিলিস সেন্টার প্রাঙ্গনে। আর্টসেল ও ওয়ারফেজের ভালোবাসায় দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসা উৎসুক দর্শক-শ্রোতারা কনসার্টের শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত বিপুল উৎসাহের সাথে উপভোগ করেন। প্রতিটি গানের সাথে প্রাণখুলে গলা মিলাতেও দেখা যায় তাদের।

অপরদিকে দর্শকদের অভাবনীয় উপস্থিতি ও আন্তরিক ভালোবাসায় অভিভূত হন ওয়ারফেজ ও আর্টসেল ব্র্যান্ডের সদস্যরা। প্রবাসের মাটিতে দর্শকদের স্ববান্ধব উপস্থিতি ও উৎসাহকে অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেন তারা। মূল্যবান সময় ব্যয় করে দূর দূরান্ত থেকে কনসার্ট উপভোগ করতে ছুটে এসে কনসার্টকে সাফল্যমণ্ডিত করায় দর্শক-শ্রোতাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন ব্যান্ডদুটির সদস্যরা ।

দেশি মিউজিক এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট ও গ্যালাক্সি মিউজিক এন্ড এন্টারটেইনমেন্টের আয়োজনে, ঠিকানার প্রযোজনায় ও রিভার্টেলের সৌজন্যে জনপ্রিয় দুটি ব্যান্ডের যৌথ এ কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। কনসার্টের সহযোগী আয়োজক হিসেবে ছিলো সেভ দ্যা স্মাইল।

ইতোমধ্যেই ৪০ বছর পার করা ওয়ারফেজ যাত্রা শুরু করেছিলো ১৯৮৪ সালের ৬ জুন। দীর্ঘ পথচলায় জনপ্রিয় এ ব্যান্ডটি তার শ্রোতাদের উপহার দিয়েছে 'বসে আছি', 'নেই প্রয়োজন', 'অসামাজিক', 'অবাক ভালোবাসা', 'জননী', 'যত দূরে', 'বেওয়ারিশ', 'মহারাজ', 'তোমাকে', 'পূর্ণতা', 'সত্য', 'রূপকথা'র মতো জনপ্রিয় গান।এখন পর্যন্ত এ ব্যান্ডটির আটটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে।

জর্জিয়ায় ভ্রাম্যমাণ দূতাবাস

মনজিলুর রহমান

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামি ৯ ও ১০ নভেম্বর জর্জিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য দু'দিনব্যাপী ভ্রাম্যমান দূতাবাস কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে।

সকাল সাড়ে ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত স্থানীয় একটি অফিস কমপ্লেক্সে এর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে । ঠিকানা 5465 Buford Hwy Doraville, Georgia 30340। ভ্রাম্যমান দূতাবাস কার্যক্রমে মেশিন রিডবল পাসপোর্ট, নো ভিসা রিকোয়ার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, পাওয়ার অব এটর্নি, দ্বৈত নাগরিকত্বের আবেদন গ্রহনসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়িত করার ব্যবস্থা করা হবে।

যোগাযোগ মোবাইল: ৪০৪-২০২-৬৪৮৪, ৭৭০-৩৮৯-৭৭৭৭।

আমেরিকার নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করছে রাশিয়া-চীন-ইরান!

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছে চীন, রাশিয়া ও ইরান। ইরানি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে মার্কিন ভোটারদের নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানানোর অভিযোগ রয়েছে। টেক জায়ান্ট মাক্রোসফট ও সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম রেকর্ডেড ফিউচারের প্রতিবেদনের বরাতে এ দাবি করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ভয়েস অব আমেরিকা।

আমেরিকার বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তবে এবার দৃশ্যপট ভিন্ন। আসন্ন মার্কিন নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ চীন, রাশিয়া ও ইরানের বিরুদ্ধে।

নির্বাচনের আগে মার্কিন ভোটারদের প্রভাবিত করতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে চীন, রাশিয়া ও ইরান। মস্কো-তেহরানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ থাকলেও, তালিকায় এবার নতুন করে নাম লেখাল বেইজিং। মার্কিন নির্বাচন ঘিরে ওয়াশিংটনবিরোধী তিন মিত্রের যোগসাজশের তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফট ও সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম রেকর্ডেড ফিউচারের বরাতে এ দাবি করেছে ভয়েস অব আমেরিকাসহ কয়েকটি মার্কিন সংবাধমাধ্যমের।

আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের লক্ষ্যে গত কয়েক মাসে অপারেশন ওভারলোড নামের সাইবার তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে চীন, রাশিয়া ও ইরান। নির্বাচনের আগে প্রোপাগান্ডা ছড়াতে বেইজিং ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করছে বলে দাবি প্রতিবেদনটির।

ব্রঙ্কসে ইউএসবিসিসিআইর ব্রেকফাস্ট নেটওয়ার্কিং অনুষ্ঠিত

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্টি ইউএসবিসিসিআইর উদ্যোগে ব্রেকফাস্ট নেটওয়ার্কিং অনুষ্ঠিত। ২৭ অক্টোবর রোববার ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার খলিল বিরিয়ানী হাউসে

অনুষ্ঠিত সকাল বেলার নাস্তার আয়োজনে সমাজের প্রতিষ্ঠিত নানান পেশার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দরা অংশগ্রহন করেন। এর মূল লক্ষ হলো সমাজের নানান স্তরের মানুষদের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্টি ব্যবসায়ী সংগঠন।

আলোচনার সূচনা হয় উপস্থিত সকলে তাদের নিজ নিজ পরিচয় দেওয়ার মাধ্যমে।

বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ এন মজুমদার চেয়ারম্যান কমিউনিটি বোর্ড-৯, সিপিএ জাকির চৌধুরী, সিপিএ আহাদ আলী, নুর আলম জিকু, বিশিষ্ট সাংবাদিক শেখ শফিকুর রহমান, ইউএসবিসিসিআইর পরিচালক ইসমাইল আহমদ, পরিচালক লিটন আহমদ, জাকির খান, সাহেদ ইসলাম প্রমূখ।

বক্তরা বলেন আমাদের সমাজে অনেকেই বিভিন্ন পেশায় সুপ্রতির্ষ্ঠিত হয়েছেন

কিন্তু অনেকেই অনেকের সাথে পরিচয় নেই যদি একে অন্যের মধ্যে বোঝাপড়া থাকে তবে একজন আরেকজনের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারেন। তারা বলেন বাংলাদেশীদের প্রতির্ষ্ঠিত সকল পেশার মানুষদের একে অন্যের সাথে পরিচয় থাকলে আমরা নিজেরাই বেশী লাভবান হবো।

উৎসব আনন্দ ও প্রতিশ্রুতিতে উদ্‌যাপিত ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি

কবিতার এক পাতা

২৭ অক্টোবর জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে এ বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান জমে উঠেছিল কথা, কবিতা ও গানে।

বিশেষ প্রতিনিধি

যেসব কবি তাদের শত ঝামেলা, উপদ্রব সরিয়ে রেখে আমার দাবির কাছে ভালোবেসে নিজেকে সমর্পণ করেন, চাহিদা মতো নিয়মিত লিখে পাঠান, তাদের জন্যে আমার এক বুক ভালোবাসা। যারা ভালোবেসে নিয়মিত পড়ে আমাদেরকে মন্তব্য লিখে, ফোন করে, ম্যাসেঞ্জারে জানিয়ে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন, তাদের জন্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার মাসিক কবিতার পাতা- কবিতার এক পাতা'র ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পাতাটির সম্পাদক কবি ফারুক ফয়সল এসব কথা বলেছেন। ২৭ অক্টোবর শনিবার জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠান জমে উঠেছিল কথা,কবিতা ও গানে। দিনটি কবি ফারুক ফয়সলের জন্মদিন থাকায় বাড়তি উচ্ছ্বাসে নিউইয়র্কের কবি সাহিত্যিকরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

পত্রিকাটির সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানান। কবিতার একপাতা নিয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষী কবিদের সংযুক্তি ঘটেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ কাজটি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে যাচ্ছেন বলে কবি ও কবিতার পাতা সম্পাদক ফারুক ফয়সলকে তিনি অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবারের সংগঠক জাকির হোসেন।

কবি তাপস গায়েন কবিতার এক পাতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, " কবি নিজেকে কাজের মধ্যে আস্থাশীল দেখতে চান, তিনি সেক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হন এক নির্জনতার মধ্যে, যা নির্দেশ করে এক সত্তাকে, যা কাজ নয়, বরং কাজের ছায়ার মধ্যেই আবর্তিত, যা কবির জন্য এক অনিবার্য নির্জনতা । তাহলে, কবিতা কী? কবিতা, বোধকরি, তাই যা এখনও লেখা হয়ে উঠেনি ।"

আলোচনায় অংশ নিয়েছেন কবি শামস আল মমীন, প্রাবন্ধিক আহমাদ মাহার, কবি তমিজ উদ্দিন লোদি, কবি তাপস গায়েন, কবি ধনঞ্জয় সাহা, রেখা আহমেদ, নসরত শাহ আজাদ, আদনান সৈয়দ প্রমুখ। কবিতা পাঠে ছিলেন কবি মনিজা রহমান, স্বপন কুমার, রওশন হাসান, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, লায়লা ফারজানা, মোহাম্মদ রশিদ, আদিত্য শাহিন প্রমুখ।

লেখক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছন্দা বিন্তে সুলতান, লায়লা ফারজানা, আহসানুল কারীম, তমীজ লোদী, জেবুন্নেছা জোছনা, আবু চৌধুরী, মাহমুদুল চৌধুরী, শেলী জামান খান, ফারুক ফয়সাল, আব্দুল কাইয়ুম, মনজুরুল হক, রহমান সুবহান রাজিব, রুফিয়া আক্তার চৌধুরী, আব্দুল হামিদ সোহেল, মনিজা রহমান, মাহফুজুর রহমান, হেলাল চৌধুরী, সেলিনা উদ্দীন, ধনঞ্জয় সাহা, আদনান সৈয়দ, সায়মা করিম, সৈয়দ মনির হোসেন, আজমল হক, আদিত্য শাহীন, লাইলা খালেদা, আল আমিন বাবু, কাবেরী দাস, সজিব মোদক, মিয়া এম আছকির, ইশরাত বোখারি, শাহাজাদা চৌধুরী প্রমুখ।

কবিতার এক পাতা'র ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে জানানো হয়, কবিতায় এক পাতায় প্রকাশিত বাছাই করা কবিতা নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ দ্রুতই প্রকাশিত হচ্ছে। কবিতার এক পাতা এবং প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পাশে থাকার জন্য অনুষ্ঠান থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

হিউম্যান কন্সার্ন ইউএসএ এবং প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠান নৈশভোজের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে।

বিশিষ্ট শিল্পী কাবেরী দাস কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করেন তাঁর সহশিল্পীদের নিয়ে। তবলায় ছিলেন সজীব মোদক। খ্যাতিমান মন্দিরা বাদক আব্দুস শহীদ কৌতুক পরিবেশন করেন।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজোনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

ETERNAL JANNAT CARE
Licensed Home Care Agency

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

সার্ভিস এরিয়া
- কুইন্স
- ব্রুকলীন
- ম্যানহাটন
- ব্রোনস্
- স্ট্যাটান আইল্যান্ড
- নাসাউ
- সাফোক
- বাফেলো

নিয়োগ চলছে
বাসায় থেকে
$৭০ হাজার
আয় করুন

আমরা নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করে থাকি।
সার্ভিস অপরিবর্তিত থাকিবে।
সিডিপেপ সার্ভিসের জন্য কোন সার্টিফিকেট প্রয়োজন নেই।

আমাদের সেবাসমূহ
- সিডিপেপ
- এইচএইচএ (হোম হেলফ এইড)
- পিসিএ (পার্সোনাল কেয়ার এইড)

আপনি যদি শারীরিকভাবে অসুস্থ ও অক্ষম থাকেন, তাহলে আপনার সেবার জন্য বাসায় স্টেটের খরচে, বিনামূল্যে সেবাদানকারী পেতে পারবেন।

- সিডিপাপ প্রোগ্রামের জন্য আপনি যোগ্য কিনা জানতে আমাদের অভিজ্ঞ কোঅর্ডিনেটরের পরামর্শ নিন
- হোম কেয়ার সার্ভিসধারীরা বাড়ী ভাড়া বাবদ স্টেট থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন।

বয়স্ক আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

আজই যোগাযোগ করুনঃ

Corporate Office:
91-12 175TH Street,
Lower Level, Jamaica
NY 11432

(516) 787-9092
(718) 534-0424
coordinator@eternalhcs.com
eternalhomecare.com

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
917-631-5050

EXIT
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com

EXIT REALTY PRIME
REBNY
Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

Reg.No.C-187784

বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়

বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট, ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

নিউ জার্সি আটলান্টিক সিটিতে বেঙ্গল ক্লাবের নির্বাচনী প্রচারণা

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্র আটলান্টিক সিটির ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিল ম্যান পদপ্রার্থী মোহাম্মেদ হক এর সাথে নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্ত হয়েছেন বেঙ্গল ক্লাব আটলান্টিক সিটি নিউ জার্সির সকল নেতৃবৃন্দ ।

আগামী ৫ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্টশিয়াল নির্বাচনের সাথে অংশগ্রহণ করছেন নিউ জার্সি আটলান্টিক সিটির ৫ নং ওয়ার্ডের প্রথম বাংলাদেশী কাউন্সিল ম্যান পদপ্রার্থী মোহাম্মেদ হক ।

বেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি রানা কবির ও সাধারণ সম্পাদক কাজল বাড়ৈ জানান, মোহাম্মেদ হক দীর্ঘকাল ধরে আটলান্টিক সিটির বাসিন্দা এবং সকল ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত একজন পরোপকারী ভালো মানুষ।

বেঙ্গল ক্লাব এর সভাপতি রানা কবির সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে মোঃ হকের পাশে থেকে, ৫ নভেম্বরের ইলেকশনে প্রত্যেকের মহা মূল্যবান ভোট প্রদানের মাধ্যমে, ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিল ম্যান মোঃ হককে বিজয়ী করে তার সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশী কমিউনিটির

সকল ধরনের সেবা প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার আহবান জানান । নেতৃবৃন্দ আশা করেন ৫ নং ওয়ার্ডের ভোটাররা মহা মূল্যবান ভোট প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ কমিউনিটি তথা সকল জাতি বর্ণের মানুষের কাছে বাঙালি জাতির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবেন।বাংলাদেশী কমিউনিটির বৃহত্তর স্বার্থে যে কোন মূল্যবান কর্মকান্ডে বেঙ্গল ক্লাবের নেতৃবৃন্দ তাদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

ওয়াশিংটন পোস্টে পদত্যাগের হিড়িক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো প্রার্থীকে সমর্থন না দেওয়ায় পত্রিকাটির সম্পাদকীয় বোর্ডের তিন সদস্যসহ অন্তত পাঁচ সাংবাদিক পদত্যাগ করেছেন। এর আগে পত্রিকাটির ২ লাখ ডিজিটাল গ্রাহক কমে যাওয়ার ঘটনা ঘটে।

ওয়াশিংটন পোস্টের মালিক জেফ বেজোস ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের পক্ষে নিবন্ধ প্রকাশের অনুমোদন না করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সিএনএন ও গার্ডিয়ানের খবর।

পত্রিকাটির সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান ডেভিড শিপলি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলাকে সমর্থনের ব্যাপারে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে পত্রিকার মালিক জেফ বেজোস বিষয়টির অনুমোদন দেননি। শিপলি বলেন, 'আমি বেজোসকে ব্যাপারটি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি।' পদত্যাগকারী অপর দু'জন বোর্ড সদস্য হলেন– মলি রবার্টস ও ডেভিড ই হফম্যান। এ ছাড়া পদত্যাগকারীদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক মিলি মিত্র ও রবার্ট কাগান। সাংবাদিক হফম্যান এ বছর পুলিৎজার পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি সিএনএনকে বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের মানুষকে যেসব হুমকি দিয়েছিলেন, তা ভুলে যেতে চান না। এই অবস্থায় সম্পাদকীয় বোর্ডে আমি থাকতে চাই না। আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো একজন স্বৈরাচারীকে নিয়ে চুপ থাকতে পারি না।

মলি রবার্ট বলেন, কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করা নৈতিকভাবে স্পষ্ট। ট্রাম্প চান আমরা যারা গণমাধ্যমে কাজ করি তারা যেন নীরব থাকি।

রবার্ট কাগান ২৫ বছর ধরে ওয়াশিংটন পোস্টে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, কমলা হ্যারিসের সমর্থন আটকানো মানেই জেফ বেজোস ট্রাম্পের পক্ষ নিয়েছেন। অনলাইন শপিং সংস্থা অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা বেজোস ২০১৩ সাল থেকে ওয়াশিংটন পোস্টের মালিক। কমলাকে সমর্থন না করায় পত্রিকাটির সাবস্ক্রিপশন বাতিল বেড়েই চলেছে। দৈনিকটির মোট ২০ লাখ পাঠকের মধ্যে অন্তত ৮ শতাংশ কাগজটি আর পড়তে চান না বলে জানিয়েছেন।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

YOUR DREAM HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES
Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

সানম্যান এক্সপ্রেস
গ্লোবাল মানি ট্রান্সফার
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.

সানম্যান-এর এস্টোরিয়া ব্রাঞ্চের স্থান পরিবর্তন
718-729-0600

শুভ উদ্বোধন Grand OPENING

সানম্যান-এর নতুন লোকেশন
29-13 36 Ave, Long Island city, NY-11106

বাংলাদেশে টাকা পাঠান

সর্বোচ্চ রেট
সর্বনিম্ন ফি!

Sunman Global Express

HEAD OFFICE
718-505-2224
3714 73rd Street (Suite-201), Jackson Heights, NY-11372

JAMAICA BRANCH
718-297-3443
167-05 Hillside Ave.

JACKSON HEIGHTS BRANCH
718-565-5052
37-17 74th Street (1st FL)

JAT TRAVELS
Explore Unlimited

বিশ্ব ভ্রমনে আপনার পাশে
বিশ্বস্ত এয়ারলাইন্স টিকেটিং প্রতিষ্ঠান
জেট ট্রাভেলস

AIR INDIA · ETIHAD · Emirates · Saudia · QATAR

929 218-0241
29-13 36 Ave,
Long Island city, NY-11106

শুভ উদ্বোধন

- Air Tickets
- Pay Bill
- Phone
- Phone Accessories
- Stationary
- Passport Photo
- Photocopy
- Key copy

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস

বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মূদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম
বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

ELECTION NIGHT
Result Watch Party
ভোট গণনার সন্ধ্যা উদযাপন
Tuesday, Nov 5, 2024
6:30 PM to 10:30 PM
Diversity Plaza, Jackson Heights
New York 11372
মঙ্গলবার, নভেম্বর ৫, ২০২৪
সন্ধ্যা ৬:৩০ টা থেকে রাত ১০:৩০টা
ডাইভারসিটি প্লাজা, জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক ১১৩৭২
এলইডি মনিটরে নির্বাচনী ফলাফল প্রচার
সঙ্গীত পরিবেশনায়:
শিল্পী রানো নেওয়াজ,
বাউল শিল্পী কালা মিয়া, শিল্পী বাঁধন,
শিল্পী রেশমি মির্জা ও তরুণ শিল্পী আলভান
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
www.peopleupusa.com
www.peopleupusa.com
Address : 72-26 Broadway, Jackson Heights, NY 11372. Cell : 646 769 0966,
email : info@peopleupusa.com Head Quarter : 150 State Street, Albany, NY 12207.

বাইডেনকে পাল্টা খোঁচা ময়লার ট্রাকে ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ময়লার ট্রাক চালালেন। স্থানীয় সময় গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনে এক নির্বাচনী মোটর শোভাযাত্রায় ময়লার ট্রাকে আরোহী হন তিনি।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা জো বাইডেন সম্প্রতি ট্রাম্পের সমর্থকদের ‘গার্বেজ’ বা ‘আবর্জনা’ বলে আখ্যা দেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় নির্বাচনী প্রচারণা অভিযান মোটর শোভাযাত্রার সময় ময়লার ট্রাকে সওয়ার হন ট্রাম্প।

ট্রাকের আরোহীর সিটে বসে সেখানে উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, ‘আপনারা ময়লার ট্রাকটিকে কতটা পছন্দ করছেন? কমলা (হ্যারিস) ও জো বাইডেনের সম্মানে এই ট্রাক।’ এ সময় ট্রাকটিকে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারের স্টিকার ও পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারশিবিরের কর্মীরা তাঁর ট্রাকে বসা ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে শেয়ার করছেন; যেখানে ট্রাম্পকে নিরাপত্তাসংক্রান্ত পোশাক পরে ট্রাকের যাত্রীর সিটে বসে থাকতে দেখা যায়।

বলা হচ্ছে, ট্রাম্প শিবির বাইডেনের মন্তব্য থেকে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। তবে এ বিষয়ে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী ও ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। তবে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘প্রথমত, তিনি (বাইডেন) তাঁর মন্তব্য স্পষ্ট করেছেন। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, জনগণকে ভোট দেওয়ার ভিত্তিতে বিভক্ত করে, আমি এমন সমালোচনার বিরোধিতা করি দৃঢ়ভাবে।’

গত মঙ্গলবার রাতে বাইডেন ‘বর্ণবাদ’-সংক্রান্ত একটি রসিকতার প্রসঙ্গে ট্রাম্প সমর্থকদের আবর্জনার সঙ্গে তুলনা করেন। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন বাইডেন। তবে কিছুদিন আগে ট্রাম্পের সমাবেশে এক কৌতুক অভিনেতা পুয়ের্তো রিকোকে ‘আবর্জনার দ্বীপ’ বলে তুলনা করেন।

এ ছাড়া বাইডেনের আবর্জনাসংক্রান্ত মন্তব্য প্রসঙ্গে হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রেসিডেন্টের বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি ট্রাম্পের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যকে আবর্জনা বলেছেন, ট্রাম্পের সমর্থকদের নয়।

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক
CHITTAGONG ASSOCIATION OF NORTH AMERICA INC.

545 MCDONALD AVE BROOKLYN, NY 11218

নির্বাচন কমিশন ২০২৪ | ELECTION COMMISSION 2024

FINAL RESULTS 10 / 25 / 2024

নাম ও পদবী	প্রাপ্ত ভোট	মন্তব্য
PRESIDENT / সভাপতি		
A1 Mohammed Abu Taher / মোহাম্মদ আবু তাহের	1030	ELECTED
B1 Moksudul H Chowdhury / মাকসুদুল হক চৌধুরী	1028	
SR. VICE PRESIDENT / সিনিয়র সহ-সভাপতি		
A2 Mohammed Ali Noor / মোহাম্মদ আলী নূর	920	
B2 Mohammed M Billah / মোহাম্মদ মুক্তাদির বিল্লাহ	1109	ELECTED
VICE PRESIDENT / সহ-সভাপতি		
A3 Hazi Mohammed T Alam / হাজী মোহাম্মদ টি আলম	950	
A4 Farid A Chowdhury / ফরিদ আহমেদ চৌধুরী	975	
B3 Ali Akbar (Bappi) / আলী আকবর (বাপ্পী)	1068	ELECTED
B4 Mohammed Ayub Ansary / মোহাম্মদ আইয়ুব আনছারী	1024	ELECTED
GENERAL SECRETARY / সাধারণ সম্পাদক		
A5 MD Ariful Islam / মোঃ আরিফুল ইসলাম	962	ELECTED
B5 Mohammed Masud H Sirazi / মোহাম্মদ মাসুদ এইচ সিরাজী	933	
I5 Mohammed Mohiuddin Chowdhury (Khokan) / মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরী (খোকন)	145	
JOINT GENERAL SECRETARY / যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক		
A6 MD Kalim Ullah / মোঃ কলিম উল্যাহ্	956	
B6 Iqbal H Bhuiyan / ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া	1064	ELECTED
ASSISTANT GENERAL SECRETARY / সহ-সাধারণ সম্পাদক		
A7 MD Nowshad Kamal / মোঃ নওশাদ কামাল	995	
B7 Mohammad H Meah / মোঃ হারুন মিয়া	1034	ELECTED
TREASURER / কোষাধ্যক্ষ		
A8 MD Shafiqul Alam / মোঃ শফিকুল আলম	1014	ELECTED
B8 Mohammed Suman Uddin / মোহাম্মদ সুমন উদ্দিন	1013	
ASSISTANT TREASURER / সহকারী কোষাধ্যক্ষ		
A9 Mohammed N Amin / মোহাম্মদ নুরুল আমিন	1031	ELECTED
B9 Tamal Kanti Chowdhury / তমাল কান্তি চৌধুরী	981	
ORGANIZING SECRETARY / সাংগঠনিক সম্পাদক		
A10 MD T Mohsin / মোঃ তানিম মহসিন	989	
B10 Mohammad Forhad / মোহাম্মদ ফরহাদ	1032	ELECTED
OFFICE SECRETARY / দপ্তর সম্পাদক		
A11 Ajoy P Talukder / অজয় প্রসাদ তালুকদার	1004	ELECTED
B11 Shimul Barua / শিমুল বড়ুয়া	1003	
ASSISTANT OFFICE SECRETARY / সহকারী দপ্তর সম্পাদক		
A12 Imrul Kaiser / ইমরুল কায়সার	1022	ELECTED
B12 Mohammed J Abedin / মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (আতিক)	1003	
EDUCATIONAL & CULTURAL SECRETARY / শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক		
A13 Mohammed A Chowdhury / মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী	1021	ELECTED
B13 Sushanta Datta / সুশান্ত দত্ত	993	
PUBLICITY & PUBLICATION SECRETARY / প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক		
A14 Mohammed Z Shafi / মোহাম্মদ জাবের শফি	1022	ELECTED
B14 MD A. Wodud / মোঃ আব্দুল অদুদ	994	
SOCIAL WELFARE SECRETARY / সমাজকল্যাণ সম্পাদক		
A15 Mohammed A Hossain / মোঃ আকতার হোছাইন	979	
B15 Aktar Ul Azam / আকতার উল আজম	1034	ELECTED
SPORTS SECRETARY / ক্রীড়া সম্পাদক		
A16 Mohammed Icha / মোহাম্মদ ইসা	1013	ELECTED
B16 Mohammad Jahadul Azam / মোঃ জাহেদুল আজম (জাহেদ)	1007	
EXECUTIVE MEMBERS / কার্যনির্বাহী সদস্য		
A17 Mohammed Nasir Chowdhury / মোহাম্মদ নাসির চৌধুরী	996	
A18 Pallab Roy / পল্লব রায়	965	
A19 Mohammed Mohim Uddin / মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন	960	
B17 Nurus Sopha / নুরুস সোফা	1019	ELECTED
B18 Mohammed Shah Alam / মোহাম্মদ শাহ আলম	1021	ELECTED
B19 Mohammed S Ali / মোহাম্মদ শওকত আলী	1048	ELECTED

Sheikh M Khalid
Chief Election Commissioner

Shahab Uddin Sagor
Election Commissioner

Mohammed A Hannan Chowdhury
Election Commissioner

Mohammed Salim
Election Commissioner

Ruhul Amin
Election Commissioner

PUBLISHED BY : ELECTION COMMISSION

দুই ভারতীয় ও ১৯ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে সহযোগিতা করায় ভারতের ওপর খড়গহস্ত হলো যুক্তরাষ্ট্র। এই প্রথম ভারতীয় নাগরিক ও দেশটির প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবরে বলা হয়েছে, ১৯টি প্রতিষ্ঠান ও দুই ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে গতকাল বৃহস্পতিবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুদ্ধে রাশিয়াকে সহযোগিতা করার অভিযোগে এর আগে বিভিন্ন দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে বিবেচিত ভারতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় ভারতকে সতর্ক করা হলেও তারা বিষয়টি উপেক্ষা করে গেছে। রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও পশ্চিমাদের সমালোচনা করেছেন। এরপর দীর্ঘ সময় এটি নিয়ে আর আলোচনা দেখা যায়নি। গতকাল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল যুক্তরাষ্ট্র।

রাশিয়াকে সহযোগিতা করার অভিযোগে গতকাল নতুন করে ৪০০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিরা রয়েছেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবরে বলা হয়েছে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি হলো অ্যাসেন্ড এভিয়েশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের মার্চ থেকে ২০২৪-এর মার্চ পর্যন্ত ৭০০টি শিপমেন্ট রাশিয়ায় পাঠিয়েছে তারা। এসব শিপমেন্টে ২ লাখ ডলারের সিএইচপিএল পণ্য রয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বানানো বিমানের যন্ত্রাংশও রয়েছে।

এদিকে যে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন বিবেক কুমার মিশরা ও সুধীর কুমার। এ দুজনই অ্যাসেন্ড এভিয়েশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক পদে রয়েছেন।

ইলন মাস্ক ‘অবৈধ অভিবাসী’ : বাইডেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জো বাইডেন

২৬ অক্টোবর শনিবার পেনসিলভানিয়ায় ডেমোক্রেটিক দলীয় প্রার্থী কমলা হ্যারিসের এক নির্বাচনী প্রচারণায় মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ককে অবৈধ অভিবাসী বলে দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনী প্রচারণায় অভিবাসন নীতি নিয়ে আলোচনা এখন তুঙ্গে। রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে অভিবাসীবিরোধী বক্তব্য। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অভিবাসীদের ‘দখলদার ও অপরাধী’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ইলন মাস্ক। এমনকি ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিকে সমর্থনও দিয়েছেন তিনি।

তবে ইলন মাস্ককে অবৈধ অভিবাসন নিয়ে খোঁচা মারলেন বাইডেন। পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হ্যারিসের এক প্রচারণায় বাইডেন বলেছেন, ‘বিশ্বের এই ধনকুবের এক কালে অবৈধ কর্মী ছিলেন, যখন তিনি এখানে ছিলেন।’

বাইডেন বলেন, ‘তিনি যখন স্টুডেন্ট ভিসায় এখানে এসেছিলেন, তখন তার বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনি সে সময় পড়ালেখা না করে আইন লঙ্ঘন করেন।’

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট’ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ১৯৯০-এর দশকে একটি স্টার্ট আপ কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কিছু দিনের জন্য অবৈধভাবে কাজ করছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেয়া ইলন মাস্ক।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯৫ সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের পালো-আলটো শহরে চলে যান মাস্ক। তবে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি না হয়ে নিজের সফটওয়্যার কোম্পানি ‘জিপ টু’ গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দেন তিনি। চার বছর পর প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৩০ কোটি মার্কিন ডলারে বিক্রি করে দেন তিনি।

দুই অভিবাসী বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, মাস্ক স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হলেই শিক্ষার্থী হিসেবে বৈধভাবে কাজ করার অনুমতি পেতেন।

এই অভিযোগের বিষয়ে মাস্কের বক্তব্য জানতে তার মালিকানাধীন চার প্রতিষ্ঠান-স্পেস এক্স, টেসলা, এক্স ও ‘দ্য বোরিং’ কোম্পানিতে প্রতিনিধি পাঠানো হয়। এমনকি তার আইনজীবী অ্যালেক্স স্পাইরোর সাথেও যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে তাদের কারো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নোবেল জয়ী নার্গেস মোহাম্মদীকে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড ইরানে

নিউজ ডেস্ক

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নার্গেস মোহাম্মদীকে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ইরান সরকার। মানবাধিকার কর্মীর জন্য ক্যাম্পেইন চালানো একটি দল এই সংবাদ জানায়।

ফ্রি নার্গেস কোয়ালিশন নামের একটি সংগঠন ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলে, আদেশ, অমান্য ও প্রতিরোধের’ অভিযোগে ১৯ অক্টোবর মোহাম্মদীকে অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৬ আগস্ট এভিন কারাগারের নারী ওয়ার্ডে আরেক রাজনৈতিক বন্দীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রতিবাদে মোহাম্মদী বিক্ষোভ করার পর এই অভিযোগ আনা হয়।

মোহাম্মদী নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ১৯তম নারী এবং ২০০৩ সালে মানবাধিকার কর্মী শিরিন এবাদির পর দ্বিতীয় ইরানি নারী। ৫২ বছর বয়সী মোহাম্মদী ইরানি কর্তৃপক্ষের অসংখ্য গ্রেফতার এবং বছরের পর বছর কারাগারে থাকা সত্ত্বেও তার সক্রিয়তা বজায় রেখেছেন।

তাকে ইরানের এভিন কারাগারে রাখা হয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক বন্দী এবং পশ্চিমা ঘনিষ্ঠদের রাখা হয়েছে। তিনি ইতোমধ্যে ৩০ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, জানুয়ারিতে আরও ১৫ মাস যোগ করা হয়েছিল। ইরান সরকার তার অতিরিক্ত সাজার কথা স্বীকার করেনি।

সাম্প্রতি আদেশটি ইরানের ধর্মতন্ত্রের ক্ষোভকে প্রতিফলিত করে। তাকে লক্ষ্য করে কয়েক দশক ধরে সরকারি প্রচারণা সত্ত্বেও বছরের পর বছর সক্রিয়তার জন্য ২০২৩ সালের অক্টোবরে তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

গত বছর পুলিশ হেফাজতে ২২ বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যুর পর দেশব্যাপী নারী নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের জন্য মোহাম্মদী ছিলেন নেতৃস্থানীয় আলোকবর্তিক। ওই বিক্ষোভ ইরানের ধর্মতান্ত্রিক সরকারের জন্য সবচেয়ে তীব্র চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পছন্দমতো হিজাব না পরার অভিযোগে মাহসা আমিনি নামের ওই নারীকে আটক করা হয়।

বিবৃতিতে মোহাম্মদীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বলা হয়, দীর্ঘদিন কারাগারে থাকাকালীন তার স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি হয়েছে এবং তিনি হৃদরোগে ভুগছেন।

ইরানে ইসরায়েলের হামলা শেষ করার ঘোষণা, পাল্টা জবাব চায় না যুক্তরাষ্ট্র

নিউজ ডেস্ক

ইরানে হামলার শেষ ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। দেশটির সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হ্যাগারি বলেছেন, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের হামলার জবাব দেওয়া সম্পন্ন করেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।

তারা জানিয়েছে গত কয়েক মাস ধরে ইরান যেসব হামলা চালিয়েছে তার জবাবে ইরানের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে।

তিনি দাবি করেন, কয়েক দফায় এ হামলা চালানো হয়েছে এবং হামলা শেষে তার ভাষায় ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো নিরাপদে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে গেছে।

তেহরান, খুজেস্তান ও ইলাম প্রদেশের ঘাঁটি এ হামলার শিকার হয় বলে জানিয়েছে ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার তারা ইরানে আকাশ হামলা চালিয়েছে। গত বছর যে ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল ইরান, সেই ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনস্থলে আঘাত করেছে আইএএফ উড়োজাহাজ।

অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্র সিএনএনকে জানিয়েছে, শনিবার ভোরে ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক তিন দফা হামলার পর তা শেষ হয়েছে।

এদিকে ইরানের বিমান বাহিনী জানিয়েছে, রাজধানী তেহরান, খুজিস্তান ও ইলাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থাপনায় ইহুদি দেশটির চালানো হামলা চরম ব্যর্থ হয়েছে। ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হামলা ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। তবে তারপরও কিছু ক্ষেত্রে সামান্য ক্ষতি হয়েছে।

ইরানের বার্তা সংস্থা তাসনিমের বরাত দিয়ে দেশটির সংবাদমাধ্যম পার্সটুডে জানিয়েছে, ইরান ইসরায়েলি আগ্রাসনের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। ইরান নিজের ওপর যেকোনো ধরনের আগ্রাসনের জবাব দেয়ার অধিকার রাখে। নিঃসন্দেহে ইসরায়েল যেকোনো হামলার যথোপযুক্ত জবাব পাবে।

এদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এবং ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গ্যালান্ট ইরানের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েলের হামলা নিয়ে কথা বলেছেন।

পেন্টাগনের মুখপাত্র মেজর জেনারেল প্যাট রাইডার শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেন, “পররাষ্ট্রমন্ত্রী অস্টিন ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।”

ইসরাইলের সামরিক মুখপাত্র ড্যানিয়েল হ্যাগারি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইরান যদি নতুন করে হামলার পরিকল্পনা করে তাহলে ইসরায়েল তার জবাব দিতে প্রস্তুত।

“আমাদের বার্তা পরিষ্কার, যারা ইসরায়েল রাষ্ট্রকে হুমকি দিচ্ছে এবং এই অঞ্চলকে আরও বিস্তৃত উত্তেজনার দিকে টেনে নিতে চায়, তাদের চড়া মূল্য দিতে হবে।”

ইসরায়েলের শেষ হওয়ার পর হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র শন সাভেট ইরানকে পাল্টা হামলা না চালানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, নতুন হামলার পরিকল্পনা করে যাতে আর কোনো নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি না হয়।

“আমরা চাই, পাল্টাপাল্টি হামলার এই চক্রের যেন অবসান ঘটে।”

তিনি বলেন, ইসরায়েল ঘোষণা করেছে যে, ১ অক্টোবর ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাব দিতেই তারা এই হামলা চালিয়েছে।

এক বিবৃতিতে সাভেট বলেন, “ইসরাইল দাবি করেছে, তারা ইরানের রাজধানী তেহরান ও নিকটবর্তী কারাজ শহরে কয়েকটি সামরিক স্থাপনায় ‘প্রতিশোধমূলক হামলা’ চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এই অভিযানে অংশ নেয়নি। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে কূটনীতি ত্বরান্বিত করা এবং উত্তেজনা প্রশমন করাই আমাদের লক্ষ্য।”

ইরানের একটি বার্তা সংস্থার বরাত দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, রাজধানী তেহরানের পশ্চিম ও দক্ষিণে অবস্থিত কয়েকটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা হয়েছে।

মার্কিন নিউজ চ্যানেল সিবিসি দেশটির নিরাপত্তা সূত্রগুলোর বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ইরানের সামরিক স্থাপনায় হামলা হয়েছে। কোনো পারমাণবিক বা তেল স্থাপনায় হামলা হয়নি।

ইরানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন, তেল আবিবের হামলায় হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া, হিজবুল্লাহ নেতা সাইয়্যেদ হাসান হাসান নাসরাল্লাহ, আইআরজিসি কমান্ডার সাইয়্যেদ আব্বাস নিলফোরুশনের শাহাদাত এবং লেবানন ও ফিলিস্তিনের বেসামরিক মানুষকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইরান গত ১ অক্টোবর ইসরায়েলের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে অন্তত ২০০ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

এসব হামলায় ইসরায়েলি ঘাঁটিগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও তার সঠিক চিত্র প্রকাশ করেনি তেল আবিব। ইসরায়েল ওই হামলার জবাব দেওয়ার হুমকি আগেই দিয়ে রেখেছিল। শনিবার সকালে সেই হুমকিই বাস্তবায়ন করল ইহুদী রাষ্ট্রটি।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আবেদন বিবেচনাকারী বিচারক পরিবর্তন

নিউজ ডেস্ক

গাজায় যুদ্ধপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা বিচারককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৫ অক্টোবর শুক্রবার

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত-আইসিসি এ ঘোষণা দেয়। এতে এই মামলার কার্যক্রম আরও পিছিয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত মে মাসে নেতানিয়াহু ও ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টসহ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠনের তিন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল আইসিসি। এই ব্যক্তিরা যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে এমন অভিযোগে ওই পরোয়ানা জারি করা হয়।

তবে সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা রোমানিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট লুলিয়া মোটোচকে স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইসিসির বরাতে জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে, তাকে সরিয়ে দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওই পদে নিয়োগ পেয়েছেন আইসিসির স্লোভেনিয়ান বিচারক বেটি হোলার।

এদিকে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলা চলছেই। গত দুই দিনে উপত্যকাটিতে নতুন করে অবিরাম হামলায় কমপক্ষে ৭৭ জন নিহত হয়েছেন। এতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২ হাজার ৯২৪ জনে। ধারণা করা হচ্ছে, নিহতের সংখ্যা ৪৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। কারণ, হামলার পর ধ্বংস্তূপের নিচে এখনও অনেকে আটকা। হতাহতদের উদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকৃত সংখ্যা জানা যাচ্ছে না।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ন নতুন রেনোভেটেড, ২ বেডরুম, ১ বাথরুম।
82-72, 161 st,
Jamaica 11432
যোগাযোগ-
718 790 7593

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: **Paterson, New Jersey.**
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com
Phone 850-866-9012

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

গুরুতর অসুস্থ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা পারভেজ সাজ্জাদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

পারভেজ সাজ্জাদ

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা ও সাবেক ছাত্র নেতা পারভেজ সাজ্জাদ। নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে টানা ১০ দিন ধরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশে যাওয়ার পর মাসের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরেই ডেঙ্গুর কবলে পড়েন তিনি। গুরুতর অসুস্থ অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে সবার মাঝে ফিরে আসতে দেশবাসীর কাছে দোয়া চান এ বিএনপি নেতা। পারভেজ সাজ্জাদ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করলেও কেন্দ্রীয় নেতা থেকে শুরু করে নিজ এলাকার বিএনপির রাজনীতিতে তার সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার পতনের পর দেশে এসেই বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা লায়ন মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরীসহ কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। এসময় তিনি দলের দুর্দিনে নির্যাতিত নিপিড়িত নেতাকর্মীদের খোঁজখবরও নেন। হাসিনার বিরুদ্ধে সজাগ থাকা এ বিএনপি নেতা গত ১৭ বছরে আওয়ামী দুঃশাসনের প্রতিবাদে জাতিসংঘ স্টেট ডিপার্টমেন্টে স্মারকলিপি প্রদানসহ হাসিনা বিরোধী বিভিন্ন সভা-সমাবেশে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি মিরসরাইসহ উত্তর চট্টগ্রামের বিএনপির নেতাকর্মীদের নামে দায়ের করা ফ্যাসিস্ট সরকারের মিথ্যা, বানোয়াট ও হয়রানিমূলক মামলায় নির্যাতিত নেতাকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের আইনি সহায়তাসহ সার্বিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন।

চাকরির তথ্য সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ

মনজুর কাদের

যোগ্যতা ও সম্ভাবনা থাকা সত্বেও যারা সঠিক তথ্যের অভাবে উপযুক্ত কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না তাদেরকে হাতে ধরিয়ে সরকারি চাকরির খোঁজ খবর জানানোর কাজটি বহুদিন ধরেই করে যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটি বাংলাদেশি সিভিল সার্ভিস সোসাইটি, সংক্ষেপে এনবিসিএস। এই সংগঠনে যুক্ত আছেন নিউ ইয়র্ক সিটি, স্টেট ও ফেডারেল সিভিল সারভিসে নিয়োজিত চৌকস কর্মকর্তা বৃন্দ। সংগঠনটির প্রধান কাজই হলো, নিউ ইয়র্কে বসবাসরত বাঙালি নর নারীদের সরকারি চাকরিতে যোগদানের ধাপগুলো হাতেকলমে শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়া। সংগঠনটির ধারাবাহিক নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আজ প্রবাসে এমন কোন সরকারি দপ্তর নেই যেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে বাংলাদেশি জনবল সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবে আগামি ২ নভেম্বর শনিবার বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত সেন্ট্রাল কুইন্স লাইব্রেরি, ফার্স্ট ফ্লোর প্লাজা, ৮৯-১১ মেরিক বুলেভারড , জ্যামাইকায় "ওয়ান টু ওয়ান গভর্নমেন্ট জবস এন্ড বেনিফিট ওয়ার্কশপ"- নামে একটি হাতে কলমে তথ্য আদান প্রদানে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

কীভাবে সরকারি চাকরির জন্য একাউণ্ট খুলবেন, বাংলাদেশ বা অন্য দেশ থেকে অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে মুল্যায়ন করে আমেরিকার সমমান করবেন, কীভাবে আপনার জীবন বৃত্তান্ত ও কভার লেটার লিখবেন, কীভাবে কোথায় কখন আবেদন করবেন, নিয়োগ পরিক্ষার জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন- সব খুঁটিনাটি একজন একজন করে হাতে ধরে ধরে শিখিয়ে দেয়ার আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়াও কীভাবে স্বল্পমুল্যে বা বিনামুল্যে সরকারি বাড়ি, এপার্টমেন্ট ও অন্যান্য সরকারি আর্থিক সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন সেবিষয়েও খোঁজ খবর দেয়ার ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে।

আরও কিছু জানার থাকলে সেলিনা শারমিন ৭১৮-৫২৬-৫৬২৬, ডাক্তার নাফিস ৭১৮-৭০৯-১৫৯৩ ও হেলাল আলম ৬৪৬-৫১০-২৯৪৮ এর সাথে কথা বলে জেনে নিতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩ নভেম্বর থেকে চালু হচ্ছে স্টান্ডার্ড টাইম

ডে-লাইট টাইম শেষ

মনজিলুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্রে এ বছরের জন্য ডে-লাইট সেভিংস টাইম শেষ হচ্ছে ৩ নভেম্বর রোববার স্থানীয় সময় ভোর ২ টায় । শুরু হবে স্টান্ডার্ড টাইম। এ সময় ঘড়ির কাটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে ভোর ১টা করতে হবে। আগামি বছরের ৯ মার্চ রোববার থেকে আবার ডে-লাইট সেভিংস টাইম শুরু হবে। তখন আবার ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নেয়া হবে।

ডে-লাইট সেভিংসয়ের সময়সূচি চালুর ফলে নিউইয়র্ক / জর্জিয়ায় যখন হবে রাত ১টা, বাংলাদেশে তখন দুপুর ১২টা ।

উল্লেখ্য, বহুল আলোচিত ‘সূর্যালোক সংরক্ষণ’ বা ডে লাইট সেভিং সিস্টেমের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছরই দু’বার ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা আগানো পেছনো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই এ পদ্ধতি মেনে চলা হলেও অ্যারিজোনা রাজ্য এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এ পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় না।

‘ডে-লাইট সেভিংস টাইম’ পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম চালু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন। সূর্যের আলোর সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে জ্বালানি সাশ্রয় করার জার্মান উদ্যোগের দেখাদেখি যুক্তরাষ্ট্রেও এটি চালু করে। তবে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, বিশ্বের আরো অনেক দেশেই সূর্যের আলোর সুবিধাকে কাজে লাগানোর জন্য একই পদ্ধতি কার্যকর আছে বিভিন্ন নামে। ইউরোপে অবশ্য এ পদ্ধতিকে অভিহিত করা হয় ‘সামার টাইম’ নামে।

মিশিগানে বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, চিত্র, শিল্পকলার প্রদর্শনী

পার্থ সারথী দেব

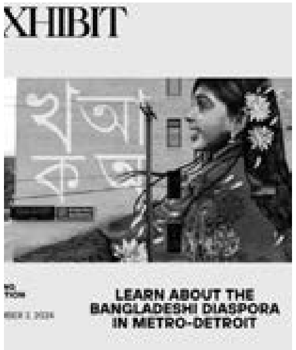

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরের জুসেফ ক্যাম্পু অ্যাভিনিউয়ের ঐতিহ্যবাহী 'হ্যামট্রাম্যাক হিস্ট্রিক্যাল মিউজিয়াম' এ আগামী ২ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে বাঙালির ইতিহাস,ঐতিহ্য, চিত্র, শিল্পকলার এক প্রদর্শনী। এতে থাকবে কারুশিল্প, রিকশা পেইন্ট, বাঁশ ও বেতের কাজ, ধাতু, কাপড়ের কাজ, নকশীকাঁথা, পটচিত্রসহ বিভিন্ন কাজের সমাহার। উদ্যোক্তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানান, বিগত কয়েক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এ প্রদর্শনী। উদ্যাক্তাদের একজন প্রদর্শনী কমিটির সদস্য নৃতত্ত্ববিদ রুমানা রহমান এই প্রতিবেদকের সাথে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় আলাপকালে জানান, এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাঙালির গল্পগুলো অন্যান্য সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠির মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সাথে একটা সেতুবন্ধনের কাজ করা। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাদের একটা ধারণা দেয়া তাছাড়া আমেরিকার সমাজ ও অর্থনীতিতে বাঙালিদের যে অবদান তার গল্পগুলো বলা। প্রবীণ ও নবীনের মাঝে যোগাযোগের মাধ্যমে অতীতের সাথে বর্তমানের, এক প্রজন্মের গল্প অন্য প্রজন্মতে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করা। ১৯৩০ সালের দিকে মিশিগানের বৃহত্তর ডেট্রয়েট এলাকায় বাঙালিরা আসতে শুরু করেন বলে জান যায়, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর দক্ষ কর্মী ও পরবর্তীকালে ডিবি লটারীর মাধ্যমে অনেক বাঙালি এখানে আসেন, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে বৃহত্তর ডেট্রয়েটে অনেকে এসে বসতি স্থাপন করে এ অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি জানান, এ প্রদর্শনী আগামী শনিবার, ২ নভেম্বর ২০২৪ বেলা ২টায় উদ্বোধন করা হবে এবং ১১মে ২০২৫ পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। যে কেউ হ্যামট্রাম্যাক হিস্ট্রিক্যাল মিউজিয়ামের সময়সূচি অনুযায়ী বিনা মূল্যে তা দেখার সুযোগ পাবেন। ঠিকানা হচ্ছে, ৯৫২৫ জুসেফ ক্যাম্পু অ্যাভিনিউ, হ্যামট্রাম্যাক, মিশিগান, ৪৮২১২। রুমানা রহমান আরো জানান, গত কয়েক মাস যাবত তিনি এবং বাংলাদেশি আমেরিকান ফাইবার শিল্পী ফাতেমা হকসহ বৃহত্তর ডেট্রয়েটের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অনেকের অক্লান্ত সাহায্য সহযোগিতায় এ আয়োজন পূর্ণাঙ্গ হতে চলেছে। মিশিগান প্রবাসী সকলকে অনুষ্ঠিতব্য এ প্রদর্শনীতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সকলের অংশগ্রহণে এ আয়োজন পূর্ণতা পাক। বাঙালির গল্প, সুনাম ছড়িয়ে পড়ুক আমেরিকার সর্বত্র।

পর্দা টানলো দুই দিনব্যাপী নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৪

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউ ইয়র্কে দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমেরিকা থেকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানকারী তিনটি রেমিট্যান্স চ্যানেল এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১০ জন সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রদানকারীকে পুরস্কার প্রদান, সেমিনার, আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের মধ্য দিয়ে ২১ অক্টোবর পর্দা টানে দুই বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৪। পুরস্কারপ্রাপ্ত তিন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, বৈধভাবে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে বাংলাদেশ বিনির্মানে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানায় পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে।

‘রিভার্জ ও প্রবৃদ্ধির জন্য রেমিট্যান্স’ শ্লোগান নিয়ে বাংলাদেশ-ইউএসএ চেম্বার অব কমার্স, মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক এবং বাংলাদেশ বিজনেস লিংকস আয়োজিত রেমিট্যান্স ফেয়ারের অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি-কে প্রথম পুরস্কার, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডকে দ্বিতীয় পুরস্কার এবং ব্যাংক অব এশিয়াকে তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া ২১ অক্টোবর ২০২৪-এ রেমিট্যান্স ফেয়ারের দ্বিতীয় ও শেষ দিনের বিশেষ পর্বে আমেরিকায় অবস্থিত তিনটি সেবা প্রদানকারী রেমিট্যান্স চ্যানেল হিসেবে ব্যাংক এশিয়ার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বিএ এক্সপ্রেস ইউএস ইঙ্ক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এবং সানমান গ্লোবাল এক্সপ্রেস করপোরেশনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স পাঠাবার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয় মোহাম্মদ সোলায়মান, রায়হানুল ইসলাম, শাহ এম নেওয়াজ, ফরিদ আহমেদ, রায়হানুল আলম, করিম উল্লাহ, এমডিএস রহমান, এম শরিফ হোসেন, মহিউদ্দিন সিয়াম ও সুদেষ্ণা মন্ডলকে । বিশ্বজিত সাহার পরিচালনায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংক এবং ঢাকা ব্যাংকের চেয়ারম্যান আব্দুল হাই সরকারের ভিডিও বার্তা বড় পর্দায় প্রদর্শিত হয়। ন্যাশনাল ব্যাংককে পুরস্কার প্রদানের সময় ব্যাংকটির চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টুর ভিডিও বার্তা বড় পর্দায় প্রদর্শিত হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বেস্ট পার্টনার অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ পেয়েছে ঢাকা ব্যাংক। ঢাকা বাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি। ব্যাংক এশিয়ার পক্ষে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন বিএ এক্সপ্রেসের সিইও এমডি আতাউর রহমান। বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ারের যুগ্ম আহ্বায়ক রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী পুরস্কারসমূহ পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে তুলে দেন।

দ্বিতীয় দিন পুরস্কার প্রদান ছাড়াও প্রবাসীদের বৈধভাবে রেমিট্যান্স প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বক্তব্য প্রদান করেন উত্তরা ব্যাংক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রবিউল হোসেন, বিএ এক্সপ্রেস এর সিইও এমডি আতাউর রহমান।

আলোচনা পর্বে অতিথিরা বৈধভাবে রেমিট্যান্স পাঠালে ব্যাংক রেইটের পাশাপাশি ২.৫% প্রনোদনা পাওয়াসহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্যাংকে ডলারের একাউন্ট করে ইন্টারেস্ট প্রাপ্তিসহ অফশোর ব্যাংকিং- এর প্রসঙ্গও আলোচনায় উঠে আসে।

বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার উপলক্ষে ‘গ্লোবাল বিজনেস’ ম্যাগাজিন এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতে শুধুমাত্র রেমিট্যান্স বিষয়ক লেখা অন্তর্ভূক্ত হয়। বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৪ এর কো-অর্ডিনেটর নুরুল বাতেনের তত্ত্বাবধানে গতকাল শেষ দিন স্মারক গ্রন্থের প্রকাশনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

নবীরা বলে গেছেন ধ্বংস হবে বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্য থেকেই : ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, এই অঞ্চল সম্পর্কে নবীরা যা বলে গেছেন তা তিনি বিশ্বাস করেন। তারা বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্য এমন জায়গা হবে, যেখানে শেষ হবে বিশ্ব।

এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, আপনি জানেন, নবীরা বলে গেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। আপনি এটা জানেন, তাই না।

আমেরিকান জনপ্রিয় পডকাস্টার জো রোগানকে দেওয়া প্রায় তিন ঘণ্টার এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইসরায়েলের সম্পর্ক ও মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে শুরু হওয়া উত্তেজনার বিষয়ে কথা বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সাক্ষাৎকারেই আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী ট্রাম্প আমেরিকার অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বিশ্বের জন্যও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। বৈশ্বিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে তিনি নবী-রসুলদের বলে যাওয়া ওই কথার উদাহরণ টানেন।

২৫ অক্টোবর শুক্রবার রোগান এক্সপেরিয়েন্স পডকাস্ট অনুষ্ঠানে মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা হয়। এরপর ইউটিউবে ২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিটের সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হয়।

সাক্ষাৎকারে হামাসের সঙ্গে যুদ্ধের পুরো সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কথা না শোনার জন্য ইসরায়েলের প্রশংসা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, যুদ্ধের সময় কিছু না করার জন্য ইসরায়েলকে বলেছিলেন বাইডেন।

তিনি বলেন, আমার মনে হয়, যদি তারা (ইসরায়েল) বাইডেনের কথা শুনতো, তাহলে এখনও তাদের মাথার ওপর বোমা পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে হতো।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

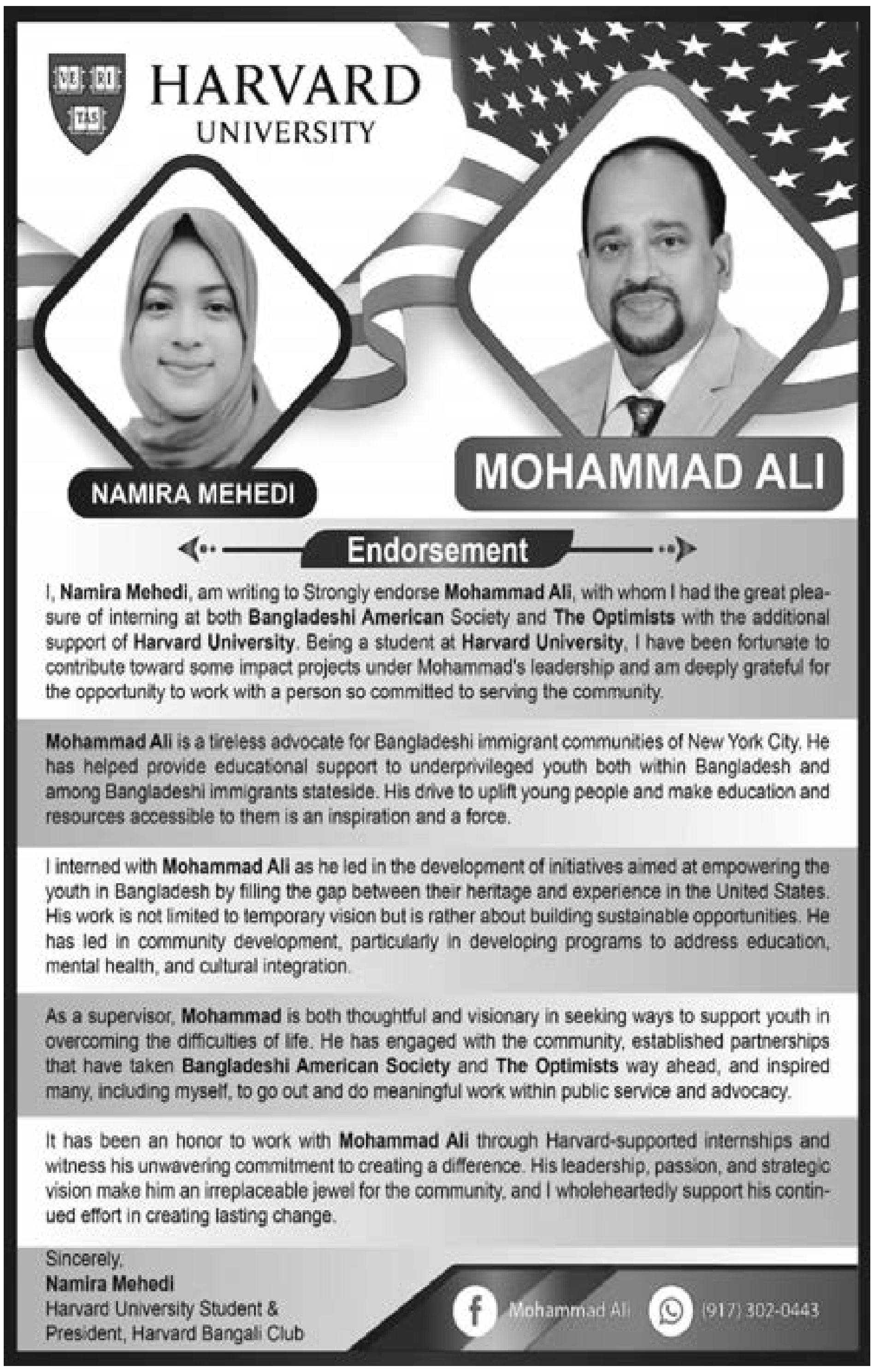
HARVARD
UNIVERSITY
NAMIRA MEHEDI
MOHAMMAD ALI
Endorsement
I, Namira Mehedi, am writing to Strongly endorse Mohammad Ali, with whom I had the great pleasure of interning at both Bangladeshi American Society and The Optimists with the additional support of Harvard University. Being a student at Harvard University, I have been fortunate to contribute toward some impact projects under Mohammad's leadership and am deeply grateful for the opportunity to work with a person so committed to serving the community.
Mohammad Ali is a tireless advocate for Bangladeshi immigrant communities of New York City. He has helped provide educational support to underprivileged youth both within Bangladesh and among Bangladeshi immigrants stateside. His drive to uplift young people and make education and resources accessible to them is an inspiration and a force.
I interned with Mohammad Ali as he led in the development of initiatives aimed at empowering the youth in Bangladesh by filling the gap between their heritage and experience in the United States. His work is not limited to temporary vision but is rather about building sustainable opportunities. He has led in community development, particularly in developing programs to address education, mental health, and cultural integration.
As a supervisor, Mohammad is both thoughtful and visionary in seeking ways to support youth in overcoming the difficulties of life. He has engaged with the community, established partnerships that have taken Bangladeshi American Society and The Optimists way ahead, and inspired many, including myself, to go out and do meaningful work within public service and advocacy.
It has been an honor to work with Mohammad Ali through Harvard-supported internships and witness his unwavering commitment to creating a difference. His leadership, passion, and strategic vision make him an irreplaceable jewel for the community, and I wholeheartedly support his continued effort in creating lasting change.
Sincerely,
Namira Mehedi
Harvard University Student &
President, Harvard Bangali Club
Mohammad Ali
(917) 302-0443

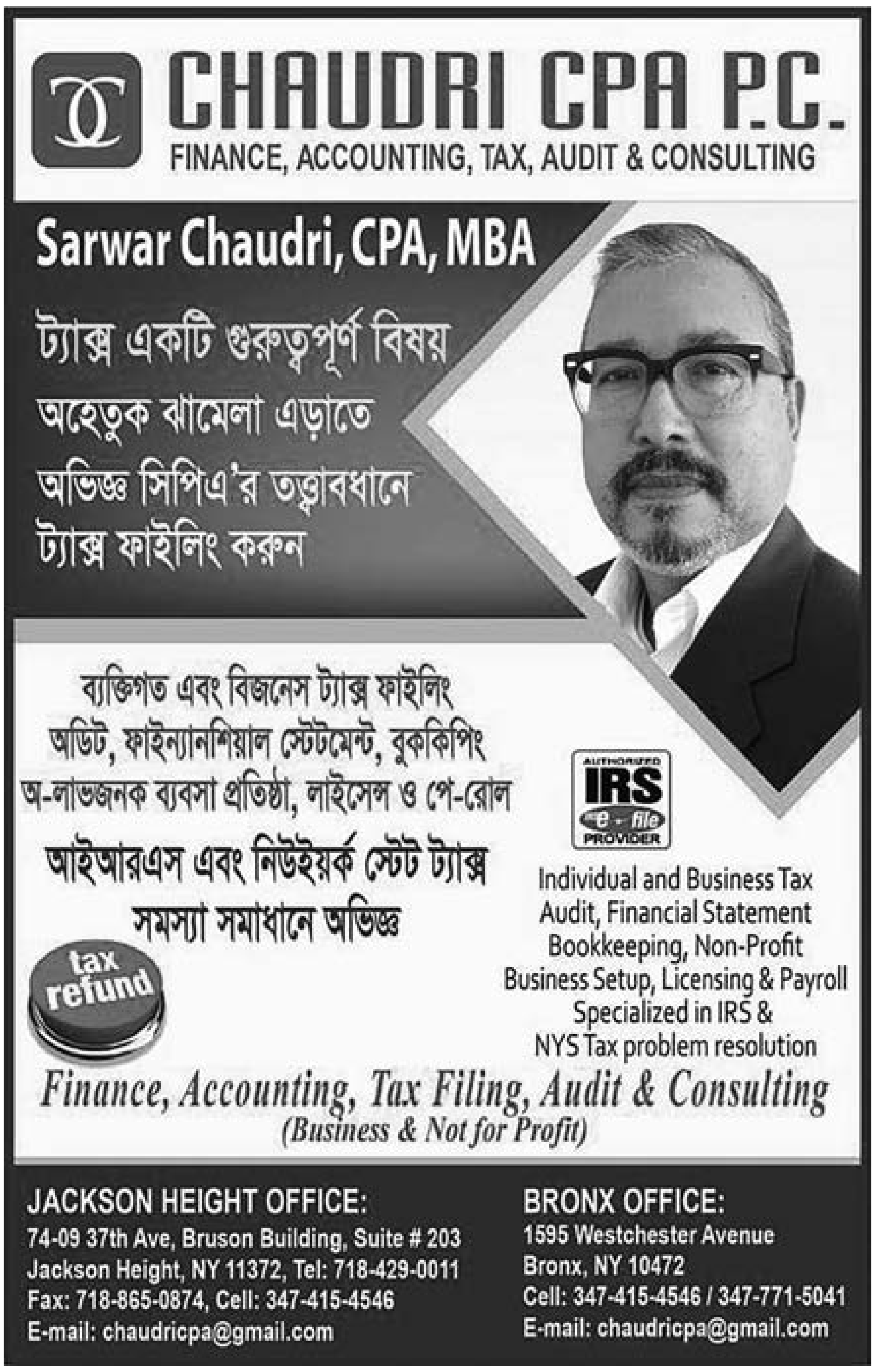
CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
New York State Society of Enrolled Agents
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয়
স্বজন, আপনজন
ও অন্যান্যদের
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
এতে কোন
প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন
ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট
পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)
PROHEALTH
HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

পুতুলকে ছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে কাজ করতে চায় সরকার

ঢাকা অফিস

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে ছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে সরাসরি কাজ করতে চায় অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছে।

উপপ্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেন, ‘বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে একটি চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যেন বাংলাদেশ সরাসরি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এবং আঞ্চলিক পরিচালকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে না হয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে এখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যিনি এখানে আঞ্চলিক পরিচালক আছেন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, তিনি আমাদের জন্য ডিসফাংশনাল। তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও আর্থিক অপরাধের অভিযোগে মামলা হয়েছে, এ কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে জানানো হয়েছে যে, তার মাধ্যমে যেন যোগাযোগ করতে না হয় এবং বাংলাদেশ সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়েছে।’

কে কতো ভোট পেলেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রাপ্ত ভোট ৩,৪০৯।

সহকারী সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী আবুল কালাম ভূইয়ার প্রাপ্ত ভোট ৫,০৮৫। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সারোয়ার খান বাবু’র প্রাপ্ত ভোট ৩,৮৬৪।

কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয়ী মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)-এর প্রাপ্ত ভোট ৫,২৪২। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নওশাদ হোসাইনের প্রাপ্ত ভোট ৩,৬২৬।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজয়ী ডিউক খানের প্রাপ্ত ভোট ৫,২৩০। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সাদী মিন্টু’র প্রপ্ত ভোট ৩,৬৩৯।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে বিজয়ী অনিক রাজ-এর প্রাপ্ত ভোট ৫,০৬৯। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনিকা রায় চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট ৩,৭২৭।

প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক পদে রিজু মোহাম্মদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন।

সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে বিজয় জামিল আনসারীর প্রপ্ত ভোট ৫,২০৭। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নাদির আইয়ুব চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট ৩,৫৮৮ ভোট।

সাহিত্য সম্পাদক পদে বিজয়ী মোহাম্মদ এ আখতার বাবুল-এর প্রাপ্ত ভোট ৪,৭৯৩। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রোমানা আহমেদের প্রাপ্ত ভোট ৪,০৫২।

ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক বিজয়ী আশ্রাফ আলী খান লিটনের প্রাপ্ত ভোট ৫,০৯১ ভোট। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আলমগীর হোসেনের প্রাপ্ত ভোট ৩,৬৮২।

স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বিজয় হাসান জিলানীর প্রাপ্ত ভোট ৫,০৩৪। তার একমাত্র প্রতিদ্ব›িদ্ব শাহানাজ হোসেনের প্রাপ্ত ভোট ৩,৭৯৪।

এছাড়াও কার্যকরী সদস্য পদে বিজয়ীদের মধ্যে মোহাম্মদ সাদিক পাটোয়ারীর প্রাপ্ত ভোট ৫,১৫৮, হারুন চেয়ারম্যানের প্রাপ্ত ভোট ৫,২১৮, আবুল কাশেম চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট ৫,১৫৮, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রাপ্ত ভোট ৫,২১৪, মনসুর আহমেদের প্রাপ্ত ভোট ৫১১৯ এবং হাসান খানের প্রাপ্ত ভোট ৫,০৩৩।

অপরদিকে কার্যকরী পরিষদের সদস্য পদে বিজয়ী ‘রুহুল-জাহিদ’ প্যানেলের প্রার্থীদের মধ্যে মোহাম্মদ রব মিয়ার প্রাপ্ত ভোট ৩,৮৪৭, মোহাম্মদ তাজু মিয়ার প্রাপ্ত ভোট ৩,৫৬০, এমডি এন ইসলামের প্রাপ্ত ভোট ৩,৬৩৫, একেএম রফিকুল ইসলাম ডালিমের প্রাপ্ত ভোট ৩,৭১৫ এবং সাইফুল ইসলামের প্রাপ্ত ভোট ৩,৫৫৪।

৪ বছরের ব্যবধানে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

‘ফুলটাইম’ প্রশাসক বসবে

৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশজুড়ে জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ করা হয়। সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রশাসক নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা এ বিষয়ে বলেন, ‘এখানে লোকবলের অভাবে সেবার ক্ষেত্রে কিছুটা দেরি হচ্ছে। অতি শিগগিরই ফুলটাইম প্রশাসক (সার্বক্ষণিক) নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’

হাসান আরিফ বলেন, ‘আমরা বুঝতে পারছি সাময়িক একজন প্রশাসক দিয়ে এত বড় সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ বা পৌরসভার সেবাগুলো দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। সেগুলো পালন করতে সার্বক্ষণিক একজন প্রশাসকের প্রয়োজন। সে ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। অতি শিগগিরই আপনারা জানতে পারবেন।’

ইউপির মেয়াদ ও অপসারণ

উপদেষ্টা হাসান আরিফ বলেন, ‘ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ একসময় তিন বছর ছিল। তা বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে। কিন্তু দুই বছর মেয়াদ বাড়াতে লাভ কী হয়েছে, তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে কখনো কোনো মূল্যায়নও করা হয়নি। ইউনিয়ন পরিষদ নিয়েও আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মেয়াদ তিন বছর হওয়া উচিত। তিন বছর মেয়াদ হলে ১৫ বছরে পাঁচবার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এখানে আসবেন। ফলে অধিকসংখ্যক জনপ্রতিনিধি এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পাবেন।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের অপসারণ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। অবস্থা অনুযায়ী এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সাবিনাদের জয়ধ্বনি

শেষ পৃষ্ঠার পর

শট পোস্টে লাগলে বেঁচে যায় বাংলাদেশ।

৩৩ মিনিটে নেপালের বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি–কিক পায় বাংলাদেশ। সেখান থেকে মারিয়ার শট বারের অনেক ওপর দিয়ে চলে যায়। ৩৫ মিনিটে নেপালের ভুলে সুযোগ পেয়েছিলেন মনিকা। কিন্তু বল চলে যায় পোস্টের ওপর দিয়ে।

ভারত ম্যাচে লাল কার্ড দেখা রেখা পোডেলকে ফাইনালে পায়নি নেপাল। ৭ গোল করা এই ফরোয়ার্ডের অনুপস্থিতিতে আক্রমণভাগের দায়িত্ব ওঠে সাবিত্রা ভান্ডারির কাঁধে। তবে প্রথমার্ধে ফরাসি লিগে খেলা এই তারকাকে কড়া পাহারায় রাখেন আফিদা খন্দকার ও শিউলি আজিম।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণ - পাল্টা আক্রমণ চালায় দুই দল। অবশেষে ম্যাচের ৫২ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন বাংলাদেশের মনিকা। তার গোলে ১-০ গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। কিন্তু বেশিক্ষণ এগিয়ে থাকতে পারেননি সাবিনারা। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে প্রীতি রাইয়ের দুর্দান্ত এক থ্রো পাসে নেপালকে সমতায় ফেরান আমিশা কার্কি।

দুই দল সমতায় ফেরার পর থেকেই উত্তাপ বেড়ে যায় গ্যালারিতে। ৬০ মিনিটে কর্নার থেকে কাছাকাছি গিয়েও গোলের দেখা পায়নি সাবিনা খাতুনের দল। ৬৬ মিনিটে সুযোগ হাতছাড়া করে নেপাল। ৬৭ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে মারিয়ার দুর্দান্ত এক শট ঠেকিয়ে দেন নেপালের গোলরক্ষক আঞ্জিলা। ৭১ মিনিটে প্রতি–আক্রমণে কাছাকাছি গিয়েও গোল পায়নি নেপাল।

অবশেষে ম্যাচের ৮০ মিনিটে ঋতুপর্ণার অসাধারণ এক গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। বাঁ প্রান্ত থেকে দারুণ এক শটে নেপালি গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ঋতুপর্ণা।

শেষ পর্যন্ত তার গোলেই নির্ধারিত হয় শিরোপাভাগ্য। ২-১ গোলে নেপালকে হারিয়ে আরেকবার হিমালয় চূড়ায় উঠলো সাবিনা-তহুরারা। এর আগে নেপালকে হারিয়েই বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হয়েছিল। ওই ফাইনালের জোড়া গোলদাতা কৃষ্ণা রাণী সরকার এবারও খেলেছেন।

কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের আশ্বাস

শেষ পৃষ্ঠার পর

আতাউর রহমান সেলিম বলেন, আমি এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে চাই না, যা পূরণ করতে পারব না। আগের অনেক প্রার্থী এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তবে আমি একটি কার্যকর পরিকল্পনার আওতায় কমিউনিটি সেন্টার বা বাংলাদেশ ভবন নির্মাণের চেষ্টা করব।

দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবায় নিয়োজিত আতাউর রহমান সেলিম বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিলের পর পর দুই বারের সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

ভোটারদের উপস্থিতির গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনা নির্বাচনকে সার্থক করার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এজন্য পরিবহনসহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা আমরা করব।

প্যানেলের সকল প্রার্থীর জন্য দোয়া ও সমর্থন কামনা করে তিনি বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে বাংলাদেশ সোসাইটিকে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী ও সবার জন্য কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করব। বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নতুন প্রজন্মের সাথে সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করে সংগঠনকে আরো গণমুখী ও জবাবদিহিতামূলক রূপে গড়ে তুলব।

সেলিম-আলী পরিষদের নিরঙ্কুশ বিজয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন।

কার্যকরি কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত সদস্যরা হলেন: সিদ্দিক পাটোয়ারি, হারুন চেয়ারম্যান, আবুল কাশেম চৌধুরী, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দি, মনসুর আহমেদ ও হাসান খান।

২৭ অক্টোবর রোববার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত নিউইয়র্ক সিটির ৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। রাত ১১টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি কুইন্সের গুলশান ট্যারেসে নির্বাচন কমিশনের অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় থেকে এই ফলাফল ঘোষণা করেন। বিজয়ী সেলিম-আলী পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক ছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও কমিউনিটি একটিভিস্ট শাহ নেওয়াজ এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তোফায়েল আহমেদ। বিজয়ী সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী এক প্রতিক্রিয়ায় কমিউনিটির সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

সেলিম-আলী পরিষদের বিজয়ে মিষ্টি বিতরন ও আনন্দ সমাবেশ

যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশীদের বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ২০২৪ এ সেলিম-আলী পরিষদের ভূমিধস বিজয়ে ব্রঙ্কসে সমর্থনগোষ্ঠির আয়োজনে মিষ্টি বিতরন ও বিজয় মিছিল উত্তর আনন্দ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ অক্টোবর সোমবার স্ট্রার্লিন বাংলাবাজারে সন্ধ্যায় শতাধীক সমর্থকদের অংশগ্রহনে বিজয় মিছিল বাজার প্রদক্ষিন শেষে গোল্ডেন প্যালেসে সমবেত হয়। ব্রঙ্কস নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব শামীম আহমদের পরিচালনায় আহ্বায়ক মাহবুব আহমদের সভাপতিত্বে আনন্দ সমাবেশে নবনির্বাচিত সভাপতি আতাউর

রহমান সেলিমকে ব্রঙ্কসবাসীর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন নবনির্বাচিত সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সমাজ কল্যান সম্পাদক জামিল আনসারী, সদস্য মনসুর আহমদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ।

বক্তব্য রাখেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সিরাজ উদ্দীন সোহাগ, জুনেদ চৌধুরী প্রমুখ। সমাবেশে ব্রঙ্কসে বসবাসকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরন করা হয়।

নবনির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'আমি ব্রঙ্কসবাসীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ এবং নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পুরনে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব ইনশাল্লাহ'।

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ঘনিয়ে আসা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে আছেন- রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্র্যাটিক কমলা হ্যারিস। অনুষ্ঠানের প্রথমেই মনোয়ারুল ইসলামের কাছে প্রার্থীদের প্রচারণা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। তিনি বলেন, "এবারের নির্বাচন বেশ জটিল। ভিন্ন জরিপে ভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। কোথাও কমলা হ্যারিস আবার কোথাও ডোনাল্ড ট্রাম্প এগিয়ে আছেন। জাতীয়ভাবে করা জরিপগুলোতে কমলা হ্যারিস এগিয়ে থাকলেও সুইং স্টেটের জরিপের ফলাফল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম আসছে। বিশেষ করে পেনসিলভেনিয়া, জর্জিয়া, উইসকনসিন, এরিজ্যোনা, মিশিগান, এবং নর্থ ক্যারোলাইনার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেটগুলোতে যারা ভালো করবেন তারাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। স্বভাবতই লাল স্টেটগুলো রিপাবলিকান এবং নীল স্টেটগুলো ডেমোক্র্যাটিক দলের দিকে যাবে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাট স্টেটগুলোর ইলেক্টোরাল ভোট ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে যাবে। জর্জিয়ার জরিপে কমলা এবং ট্রাম্প দুজনেই সমান সমান আছেন। নভেম্বরের ৫ তারিখের আগে কিছুই বলা যাচ্ছে না। প্রবাসীরা আমরা সবাই মিশিগান স্টেটকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। ২০১৬-এ মিশিগানে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ী হয়েছিল। ২০২০-এ মিশিগানে বাইডেন বড় ব্যবধানে জয়ী হন। মিশিগান স্টেটের একটা বড় অংশ হচ্ছে ইমিগ্র্যান্ট যাদের বেশির ভাগই আরব আমেরিকান। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায় পূর্বে ডেমোক্র্যাট সমর্থন করে এসেছে। গতবারের জো বাইডেনের মিশিগান জয়ের পিছনে মুসলমানদের অবদান কাজ করেছে। কিন্তু এবারে মিডিয়া রিপোর্ট থেকে দেখতে পারছি যে আরব মুসলিমদের একটা বড় অংশ ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সেই ক্ষেত্রে মিশিগান আর পেনসিলভেনিয়া যদি কোনভাবে ডেমোক্র্যাটদের হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে কমলা হ্যারিসের বিজয়ের সম্ভবনা কম। পেনসিলভানিয়া, জর্জিয়া, মিশিগানের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেটে ডেমোক্র্যাট জয়লাভ করলে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হবো যে কমলা হ্যারিস প্রসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।"

অর্থৈতিক বৃদ্ধি বা সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা, ইমিগ্রেশন নীতি-এসব দিক থেকে আমেরিকান নাগরিকরা কাকে দিয়ে বেশি উপকৃত হবো বলে জানতে চাওয়া হলে মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, "অর্থনৈতিক বিবেচনা অনুযায়ী আমেরিকাবাসীরা ট্রাম্পের উপর বেশি আস্থাশীল। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে অনেক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ছিল। তাছাড়াও তার কেলেঙ্কারির অভিযোগ ছিল, অহংকার ছিল, অভিবাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু ট্রাম্পের সময়ের অর্থনৈতিক সফলতা মানুষ এখনো ভোলেনি। বিশেষ করে স্টক ব্যাবসা খুব ভালো অবস্থায় ছিল। এদিকে জো বাইডেনের সময় লাখ লাখ আমেরিকান স্টক মার্কেট ধ্বসের কারণে পথে বসেছিল। বাংলাদেশি প্রবাসীদের মধ্যেও অনেক ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।"

একদা ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এ বছরের মার্চে ফক্স নিউজের এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ইসরায়েলের পক্ষে 'হ্যাঁ' বলেছেন। সমালোচকদের মতে, ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র একসাথে গাজাকে এক বুনো রুক্ষ ভূমিতে পরিণত করছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইসরায়েলকে সমর্থন করার মাধ্যমে ৫০,০০০ টনেরও বেশি সামরিক সরঞ্জাম, গোলাবারুদ এবং অস্ত্র পাঠিয়েছে। তাদের মতে ইসরায়েলকে অস্ত্র দেওয়া মার্কিন আইনের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে মতামত জানিয়ে মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, "যে

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা পর্বটি শেষ করেন উপস্থাপিকা সোহানা নাজনীন। পরিচা-লনায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুকে লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

দলেরই সমর্থক হোক না কেন, আমেরিকা বরাবরই ইসরায়েলের পৃষ্ঠপোষকতা করে। কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটরের অনেকেই ইজরায়েলকে আমেরিকার একটা স্টেট হিসাবে ধরে। শুধু তাই না, আমেরিকার বাজেটের একটা বিশাল অংশ একক দেশ হিসাবে ইসরায়েল সবথেকে বেশি সহায়তা পেয়ে থাকে। গত পঞ্চাশ বছরের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যাবে, ইসরায়েলের বাজেটের সিংহভাগ আমেরিকা থেকে আসে। এখানকার জুইশ কমিউনিটি আমেরিকার রাজনীতিতে বিশাল প্রভাব বিস্তার করার ফলে রাজনীতিবিদরা তাদের উপর নির্ভরশীল। অর্থনীতি ও রাজনীতি ছাড়াও আমেরিকার মিডিয়া, ব্যাবসা, প্রতিষ্ঠান জুইশদের দখলে। গত এক বছর ধরে হত্যাযজ্ঞ চলছে, হাসপাতালে বোমা ফেলে মানুষ মারা হচ্ছে, শিশু হত্যা চলছে, স্কুলগুলো নিরাপদ না। এর পরেও জো বাইডেন ঘোষণা দিয়ে সেখানে অস্ত্র পাঠাচ্ছেন। ইসরায়েল প্রশ্নে তারা দুই দলই সমান, একই সাথে কাজ করছে, আমি আলাদা কিছু দেখি না।"

বাংলাদেশে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের ব্যাপারে মনোয়ারুল ইসলাম জানান, "আমি ব্যাক্তিগতভাবে এই নিষিদ্ধকে সমর্থন করি না। একটা সংগ্রাম ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে হাসিনা সরকারের পতন ঘটেছে। এই বিপ্লবকে আমি দুর্বল বলবো। কারণ বিজয়ের মাধ্যমে বিপ্লব সাধনের পর সাধারণত বিদায়ী গোষ্ঠীর মূলোৎপাটন ঘটে। অর্থাৎ প্রতিবিপ্লব হবার সম্ভবনা থাকে না, সবগুলো শাখা-প্রশাখা ধ্বংস করা হয়। সরকারের পতন হলে ব্যাপক হারে আওয়ামী সমর্থকদের মেরে ফেলা হবে এই আশংকা আওয়ামীলীগ সমর্থকদের ছিল। কিন্তু এই বিপ্লবের ফলে তা ঘটেনি। স্বৈর শাসকদের জন্যে একটা নিরাপদ প্রস্থানের ব্যবস্থা ছিল। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটলেও আশঙ্কাজনিত কোন রক্তপাত হয়নি। বিপ্লবী সরকার হচ্ছে শক্তিশালী সরকার, কঠোর হস্তে সবকিছু দমন করে। যাতে পাল্টা বিপ্লব, বা অভ্যুত্থান না ঘটে। কিন্তু আমি মনে করি এই সরকার কোথায় যেন দুর্বল, যে কারণে সময়ের সাথে পারফেকশন থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। সরকারের দুর্বলতা গুলো প্রকাশ পাচ্ছে। যে জনসমর্থন নিয়ে বিপ্লব ঘটেছিল সেই জনসধারণের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। আবার কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রকার যুক্তি দিয়ে এই স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করার কোন যৌক্তিকতা নেই বলে আমি মনে করি। গত পনের বছরের লাগামহীন স্বৈরশাসনের চিত্র চোখে দেখে নিজের অজান্তেই ফ্যাসিজমের পতন কামনা করেছি। কে ক্ষমতায় আসবে সেটা মাথায় ছিল না। যে ক্ষমতায় আসবে তারা দেশের জন্যে খুব ভালো কিছু পরিবর্তন আনবে এটাই প্রত্যাশা ছিল। ড. ইউনুসের মতো ব্যাক্তিকে পেয়ে সেই প্রত্যাশা বেড়েছিল। কিন্তু আজকে সেনাবাহিনী, পুলিশের ভূমিকা রহস্যজনক। ইউনুস সরকারকে আরো সতর্ক থাকতে হবে।"

বাংলাদেশে গণমাধ্যমে স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদদের প্রভাব, এবং সাংবাদিকতার নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটেছে পনের বছর ধরে। নতুন সরকার এ বিষয়গুলো মোকাবিলায় কেমন কার্যকর পদক্ষেপ নেবে বলে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "বিপ্লবের পর সব কিছুর মধ্যে স্বাধীন ভাব আসে। বর্তমানে পত্রিকা এবং সামাজিক মাধ্যমে এই স্বাধীনতাকে অপব্যাবহার করে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। বাক স্বাধীনতা না থাকার কারণে বিগত সরকারের যে কোনো কার্যকলাপের সমালোচনা হলে সেই সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা হত। সেই বীভৎস অবস্থা থেকে আজকে লেখার, বলার স্বাধীনতা এসেছে। তাকে আমরা যথাযথ ভাবে ব্যবহার না করে অপব্যবহারের মাধ্যমে জাতিকে লজ্জাজনক অবস্থানে ফেলছি। অর্থনৈতিক ভাবে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়া দেশটিকে দুইমাসে মেরামত করা সম্ভব না। সময় লাগবে।"

দর্শকদের পক্ষ থেকে সুমন শামসুদ্দিন প্রশ্ন রাখেন, "আপনার কি মনে হয় না যে এই ধরনের স্বৈরাচারী শাসকের আমলের পর পুরো আওয়ামীলীগ কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত ছিল?" মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, "কাগজে কলমে নিষিদ্ধ করে লাভ হবে না। দেশের মালিক হচ্ছে জনগণ, তারা নিষিদ্ধ করবে। জনগণকে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়েই আওয়ামিলীগকে বঞ্চিত করা হোক, দূরে রাখা হোক। এভাবে আইন করে বা প্রজ্ঞাপন জারি করে তাদেরকে আটকানো যাবে না। গণতান্ত্রিক চর্চাকে লালনের মাধ্যমে একটা অবাধ সুষ্ঠ নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। জনগণ যাদেরকে চাইবে না তাদেরকে ভোট দেবে না। এখানে দমন পীড়নের প্রশ্ন আসে না। যারা দুর্নীতি করেছে তাদেরক শাস্তির আওতায় আনা হোক। দলগতভাবে আওয়ামীলীগকে নিষিদ্ধ করা কোন সমাধান নয়।"

দর্শকদের পক্ষ থেকে শামসুন ফৌজিয়ার প্রশ্ন ছিল, "৫ই আগস্টের সমস্ত হত্যাকান্ড আমরা দেখেছি ও জেনেছি। কিন্তু এর পর যে হত্যাগুলো হয়েছে, তার জন্যে কি শুধু ছাত্রলীগ দায়ী না কি অন্য কেউ?" উত্তরে মনোয়ারুল ইসলাম জানান, "৫ই আগস্টের পরে ছাত্রলীগ তাদের দল নিয়ে পালানোর কাজেই ব্যাস্ত ছিল। তখন অতিরঞ্জিত কোন ঘটনা ঘটেনি। অতি উৎসাহী আন্দোলনকামী জনতার কারণেই কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছিল যা একটা বিপ্লবের পরে স্বাভাবিক বলেই ধরা হয়। মানুষের ভিতরে আওয়ামীলীগের প্রতি পুঞ্জিত ক্ষোভটাই ঠেলে বের হয়েছিল। আমার মতে পতিত স্বৈরাচারের দোসররা খুবই ভাগ্যবান এবং আওয়ামিলীগ ও তাদের সমর্থকরাও ভাগ্যবান যে অনেকের প্রত্যাশিত তেমন সহিংসতা ঘটেনি।"

এভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সেদিনের আলোচনা পর্বটি শেষ করেন উপস্থাপিকা সোহানা নাজনীন। পরিচালনায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুকে লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

নিউইয়র্কে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

শেখ শফিকুর রহমান

মহান মুক্তিযুদ্ধসহ প্রতিটি গনতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে ও জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ

সকল নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবীতে প্রতিবাদ সভা করেছে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাবেক ও বর্তমান ছাত্রলীগ মৌলভীবাজর জেলা।

২৭ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক ব্রঙ্কস স্ট্রার্লিন বাংলাবাজার এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক ভিপি যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগ নেতা সাখাওয়াত আলী। মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক সোহান আহমদ টুটুলের পরিচালনায় বক্তব্য

রাখেন মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক

আহমদ জিল্লু, মৌলভীবাজার সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তোজাম্মল হেসেন, আব্দুর রহিম বাদশা,বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, জুনেদ আহমদ, আব্দুস শহীদ, অধ্যক্ষ সানা উল্লা, আবু দাউদ, আরিফুর রহমান আরিফ, শেখ শফিকুর রহমান, নুরুদ্দিন আহমদ, রেজা আব্দুল্লাহ, সাদিক আহমদ, নুরুল ইসলাম মিলন, সাবেক ভিপি গোলাম রব্বানী বেলাল প্রমূখ।

সভায় বক্তরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধকরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে নিষেধ প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

৩ নভেম্বর তাজউদ্দীন আহমদ জন্মশতবর্ষ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে গেলে যে রাজনৈতিক নেতার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকারের প্রধানমন্ত্রী সেই তাজউদ্দীন আহমদের শততম জন্মদিন ছিল ২৩ জুলাই ২০২৪। অর্থাৎ সেদিন এই ক্ষণজন্মা মানবের শততমজন্মবর্ষের সূচনা হয়েছে।

তাজউদ্দীন আহমদের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্যে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ব্যারিস্টার এম আমীর উল-ইসলামকে আহ্বায়ক করে ৭৩ সদস্যবিশিষ্ট 'তাজউদ্দীন আহমদ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদ' গঠন করা হয় এ বছরের মধ্য জুনে। মুক্তিযোদ্ধাসহ তাজউদ্দীন আহমদের সাথী, পরিবার ও অনুরাগীরা রয়েছেন এই পরিষদে।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ও মুক্তির দীর্ঘ সংগ্রামে যে সুযোগ্য সহকর্মীদের সাথে পেয়ে নেতৃত্বের এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলী গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তাঁদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। তাজউদ্দীন আহমদের পাণ্ডিত্য, ইতিহাস জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা ছিল অনন্য। যার প্রকৃত বিচ্ছুরণ দেখা যায় নেতা 'মুজিব ভাই'-এর স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে শত্রুশিবির হতে নেতাকে ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত ৯ মাস যুদ্ধ পরিচালনা, শরণার্থী ব্যবস্থাপনা, কূটনৈতিক তৎপরতা, বিরুদ্ধস্রোত প্রতিরোধসহ তাজউদ্দীনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে। স্বাধীনতার পরেও অর্পিত দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন সৎ, নীতিনিষ্ঠ, আদর্শ ও দেশপ্রেমে বলিয়ান। তাই শততমজন্মবর্ষে দাঁড়িয়ে আমরা মাথা উঁচু করে তাকিয়ে তাঁকে দেখি।

তাঁর নীতি, আদর্শ, স্বদেশচিন্তা ও কর্ম সম্পর্কে জনগণকে বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করাতে 'তাজউদ্দীন আহমদ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদ' বর্ষব্যাপী দেশের ৬৪ জেলাসহ বহির্বিশ্বের বাংলাদেশের মানুষ অধ্যষিত বিভিন্ন শহরে তাজউদ্দীন জয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

দেশের সাম্প্রতিক অস্থির পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই উদ্‌যাপন পরিষদ ঢাকা ও অন্যান্য জেলা শহরে শতবর্ষ উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিকতা আয়োজন করবে।

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইওআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ খেলে কেউ কি মারা যায়

জিয়াউদ্দিন আহমদ

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সেবন করলে কেউ মারা যায় না। কথাটি আগেও বলার চেষ্টা করেছি, লিখে পাঠিয়েছি, কিন্তু কেউ ছাপাননি। সংগত কারণ আছে নিশ্চয়। কিছুদিন আগে ঢাকায় ১৬ মাসের একটি শিশু অসুস্থ হয়ে বমি করছিল। তার জন্য বাবা ফার্মেসি থেকে তিনটি সিরাপ এনে খাওয়ালেন। শিশুটির বমি কমল না। হাসপাতালে নেওয়ার সময় তার মৃত্যু হয়ে গেল। তার বাবা ঘরে এসে দেখলেন, ভিটামিন সিরাপটি মেয়াদোত্তীর্ণ ছিল। ফার্মেসির লোকজন ভয়ে পলাতক হলেন। মানুষের ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও দুঃখ চারদিকে ছড়িয়ে গেল। হবেই তো। আসলে মৃত্যুর কারণটি কী ছিল, আমাদের চিন্তা করা দরকার।

আমরা জানি, ১৯৯০ সালে ও পরে বাংলাদেশে বেশ কয়েক বছর শত শত শিশু অজানা কারণে জ্বর হওয়ার পর কিডনি নষ্ট হয়ে কয়েক মাসের মধ্যে মারা গেল। ১৯৮২ সাল থেকে শিশু হাসপাতালের কিডনির চিকিৎসক হানিফের এ বিষয়ে নজরে আসে।

১৯৯০ সালে তাঁর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ভেজাল প্যারাসিটামল খেয়ে তাদের অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে। সেগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ ছিল না। শিশুদের প্যারাসিটামলকে সুস্বাদু করার জন্য সাধারণত নিরাপদ জেনে প্রোপাইলেনে গ্লাইকল নামে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়।

দাম কম থাকায় মুনাফা বাড়ানোর জন্য একই স্বাদের, কিন্তু প্রমাণিত কিডনি ও লিভারের জন্য বিষাক্ত ডাইথাইলিন গ্লাইকল ব্যবহার করা হয়েছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য, এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, বেশ আগে যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেদারল্যান্ডস ও নাইজেরিয়াতে ঘটেছিল। ইদানীং ভারতের বেশ কিছু কোম্পানির এই ভেজাল ওষুধে শিশুমৃত্যুর ঘটনা এখনো ঘটছে।

তাই শিশুটির মৃত্যুর জন্য মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধকে দায়ী করা ঠিক হবে না।

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ কতটা ক্ষতি করে?

আমার একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৭৬ সালে পাস করে আমাদের মতো যুক্তরাষ্ট্রে না এসে সে বগুড়ায় মানুষের সেবার জন্য চলে যায়। গরিবদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি সে একটি ফার্মেসিও দেয়। একদিন ভ্রাম্যমাণ আদালত নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তার ফার্মেসিতে এসে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দেখে জরিমানা তো করেনই, তাকে অপমান করে লাথি মারেন। একজন মুক্তিযোদ্ধার এই অপমান দেখে আমি একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম। কেউ সেটি তখন ছাপেনি। আজ আবার সেই ঘটনা লিখতে বসলাম।

অনেকেই কিছু খাবার, যেমন প্যাকেটজাত দুধ, টিনের কৌটার খাবার, মাংস ইত্যাদির তারিখ মেয়াদোত্তীর্ণ হলে তা নষ্ট হয়েছে কি না, পরীক্ষা করেন এবং খাওয়া থেকে বিরত হন। সবাই জানেন, এগুলো খাওয়া অবশ্যই শরীরের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ খেলে তা কি

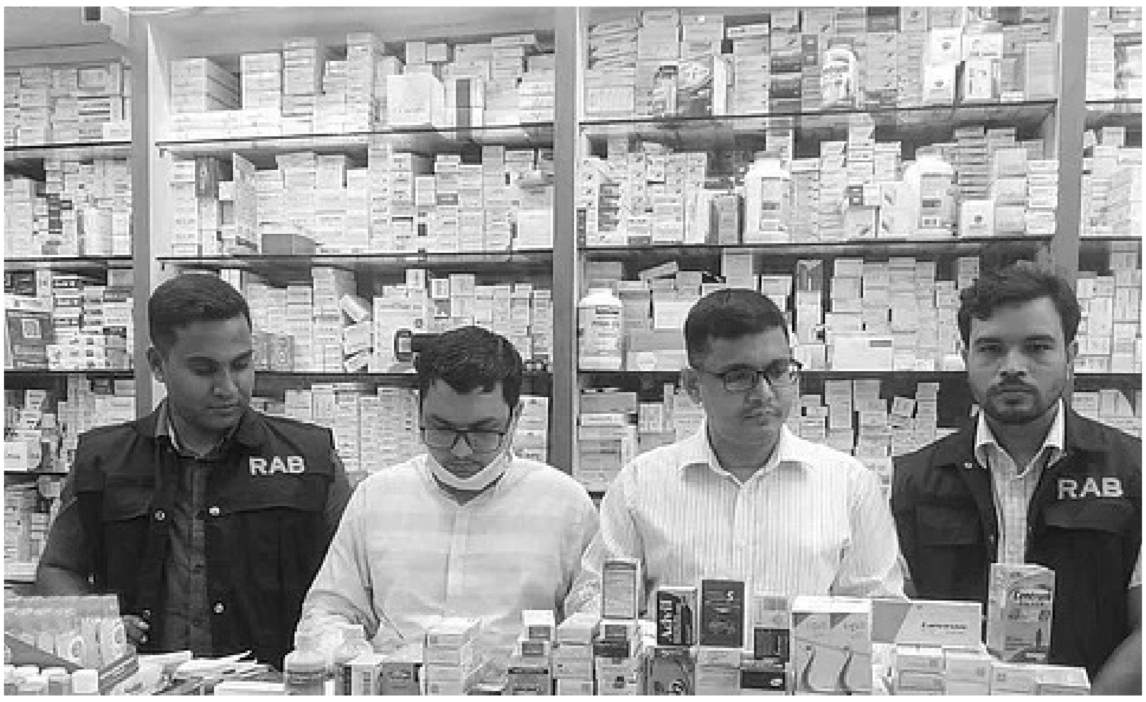

ক্ষতিকর হয়, এটি অনেকেই জানেন না।

আসলে খুব কম ওষুধই মেয়াদোত্তীর্ণ হলে ক্ষতিকর হয়। বেশির ভাগই কোনো ক্ষতি করে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কেমিক্যালের পরিবর্তন হলে তাদের কার্যকারিতা হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু বিষাক্ত হয় না। তবে কার্যকারিতা হ্রাস হলে তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। যেমন মেয়াদোত্তীর্ণ অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যক্ষমতা কম হলে কঠিন ইনফেকশনে তা কাজে লাগবে না। তা ছাড়া আরও কিছু ওষুধ আছে, যেগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে কার্যকারিতা কম হলে ক্ষতি করতে পারে। যেমন রক্তকে পাতলা রাখার কিছু ওষুধ, অ্যালার্জির কিছু ওষুধ, অ্যাজমার ইনহেলার, ডায়াবেটিসের ইনসুলিন, হার্টের ব্যথার নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট, থাইরয়েডের ওষুধ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে আপৎকালে নতুন ওষুধ না থাকলে অবশই এগুলো নিতে হবে। না নেওয়ার চেয়ে কম কার্যকর ওষুধ অনেক শ্রেয়।

বাংলাদেশসহ সব দেশেই এ অপচয় বন্ধ করার জন্য একটি সাহসী ও মানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার হয়ে পড়েছে। কীভাবে সেটি করা যাবে, তা সরকার ও বিশেষজ্ঞরা চিন্তা করবেন। নিজেদের সচেতনতা বাড়ালে ভয়ভীতি ও অপচয় কম হবে। তা ছাড়া আমাদের সাধারণ মানুষ আর গ্রামগঞ্জের ফার্মেসিতে ভেজাল বা নকল ওষুধ না কিনে যদি ভালো কোম্পানির মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ কিনতে পারে, তাহলে অনেক গরিব মানুষ বেঁচে যাবে। আর অপমান ও বেআইনি হওয়ার প্রয়োজন হবে না।

ওষুধের মেয়াদ কবে থেকে শুরু হলো?

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংস্থা ফেডারেল ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) ১৯৭৯ সালে আইন পাস করল। তাতে প্রস্তুতকারকদের সব ওষুধের—সেটা প্রেসক্রিপশন হোক বা দোকানের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই হোক—মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখের একটি গ্যারান্টি লিখে দিতে হবে, যেন তার পরে খেলে সেটির মান আর পূর্ণ কার্যকারিতা না-ও থাকতে পারে। কিন্তু ওষুধ কোম্পানির জন্য সেটি দেওয়া অসম্ভব।

> মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধগুলো যদি ফেলেই দিতে হয়, তাহলে কখনো টয়লেটে ফেলা যাবে না। কারণ, সেগুলো শহরের পানি ও বর্জ্য পরিশোধনে বিঘ্ন ঘটায়। ওষুধগুলো ট্র্যাশ করে দেওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্রে এফডিএ কর্তৃক ওষুধ ফেলার নির্ধারিত দিন ও স্থান নির্ধারণ করা আছে।

কারণ,তাদের পক্ষে প্রতিটি ওষুধ কে কত দিন কী পরিবেশে রেখেছে এই পরীক্ষা করা সম্ভব নয় এবং তা করতে হলে বহু বছর সময় লাগবে এবং সময়মতো জরুরি ও নতুন ওষুধগুলোর জন্য সরকারি অনুমোদন পাওয়া যাবে না। তাই তারা মেয়াদোত্তীর্ণের জন্য একটি সময়সীমা নিজেদের ব্যবসার সুবিধার্থে কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়াই নির্ধারণ করেছে। কিছু ওষুধ অবশ্য আসল প্যাকেট থেকে খুলে ফেললে মেয়াদের তারিখ একটু আগেই উত্তীর্ণ হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলোয় কম করে হলেও ৮০০ মিলিয়ন ডলারের ওষুধ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কারণে ফেলে দেওয়া হয়। তা ছাড়া ফার্মেসি, অন্য ক্লিনিক, নার্সিংহোম ও মানুষের বাড়ি থেকে অনেক ওষুধ প্রতিবছর ফেলে দেওয়া হয়।

সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হয়েছে, অনেক জরুরি ওষুধ সরবরাহ কম থাকায় হাসপাতালে মাঝেমধ্যে ঘাটতি পড়ে এবং বিপদ ডেকে আনে।

তবে ২০০৬ সালে এফডিএ তাদের জরুরি সময়ে জাতীয় ইমার্জেন্সির জন্য বিশাল মজুতভান্ডারে রাখা অনেক ওষুধ মেয়াদ পরীক্ষা করে কম করে হলেও পাঁচ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। যেহেতু তাদের মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহারের স্পেশাল পারমিশন আছে, তাই তারা মিলিটারি, সেন্টার ফর ডিসিজ কন্ট্রোল এবং ভেটেরান বা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের হাসপাতালে তা অহরহ ব্যবহার করে ৬০০ থেকে ৮০০ মিলিয়ন ডলারের ওষুধ অপচয় থেকে বাঁচায়।

তা ছাড়া মাঝেমধ্যে ওষুধ কোম্পানিগুলোও জীবন বাঁচানোর জরুরি কিছু ওষুধের ঘাটতি পূরণ করার জন্য মেয়াদ শেষ হলেও তা বাড়ায়।

একটি নয়, অনেক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ অনেক দিন ব্যবহার করলে কোনো ক্ষতি হয় না। সবচেয়ে বড় গবেষণা করেছে এফডিএ। তারা মার্কিন মিলিটারিদের তিন বিলিয়ন ডলার মূল্যের ১০০ শ ওষুধ পরীক্ষা করে দেখেছে, মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ১৫ বছর পরও ৯০ শতাংশ ওষুধ কার্যকর ও নিরাপদ রয়েছে। তবে কিছু ওষুধ, যেমন ইনসুলিন, নাইট্রোগ্লিসারিন এবং তরল বা লিকুইড অ্যান্টিবায়োটিক মেয়াদোত্তীর্ণ হলে কাজ না-ও করতে পারে।

দুঃখের বিষয়, এত কিছু জানার পরও কিন্তু সেটা সাধারণ জনগণ, ফার্মেসি ও হাসপাতালের জন্য প্রযোজ্য নয়। সরকারি ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের সংস্থা আইন করে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখা বেআইনি ঘোষণা করেছে। তা ছাড়া সব হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জয়েন্ট কমিশন সব মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ হাসপাতালে রাখলে তাদের লাইসেন্স বাতিল করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ২০০০ সালে বিবৃতিতে এ আইনকে পরিবর্তন করে ওষুধের মেয়াদ আরও ন্যায়সংগতভাবে বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছে, যাতে ওষুধের মূল্য কমানো যায়, স্বাস্থ্য খাতের অনেক অপচয় কমে এবং মানুষ সহজে জরুরি ওষুধ সময়মতো পেতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের লোভ ও রাজনৈতিক নেতাদের অনৈতিক নীতি বারবার এ উদ্যোগকে আটকে দিয়েছে।

তাই বাংলাদেশসহ সব দেশেই এ অপচয় বন্ধ করার জন্য একটি সাহসী ও মানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার হয়ে পড়েছে। কীভাবে সেটি করা যাবে, তা সরকার ও বিশেষজ্ঞরা চিন্তা করবেন। নিজেদের সচেতনতা বাড়ালে ভয়ভীতি ও অপচয় কম হবে। তা ছাড়া আমাদের সাধারণ মানুষ আর গ্রামগঞ্জের ফার্মেসিতে ভেজাল বা নকল ওষুধ না কিনে যদি ভালো কোম্পানির মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ কিনতে পারে, তাহলে অনেক গরিব মানুষ বেঁচে যাবে। আর অপমান ও বেআইনি হওয়ার প্রয়োজন হবে না।

আরও কিছু কথা

কোন ওষুধ কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, সে সম্পর্কেও সবার জানা দরকার। ফার্মাসিস্টরা বলতে পারেন কোন ওষুধ কীভাবে রাখা দরকার। যেমন কিছু ওষুধ রেফ্রিজারেটরে রাখতে হবে। এর বাইরে সব ওষুধই আসলে কোনো অন্ধকার জায়গায়, যেখানে গরম বা আর্দ্রতা কম থাকবে, সেখানে রাখা দরকার। অনেকে বাথরুমে ওষুধ রাখেন, সেটি একেবারে ঠিক নয়। তা ছাড়া শিশুরা এবং ঘরের কুকুর-বিড়ালও যেন ওষুধের নাগাল পেতে না পারে, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে।

প্রেসক্রিপশন ছাড়া দোকান থেকে কেনা বেশির ভাগ ওষুধ, যেমন টাইনেল বা অ্যাসিটামিনোসিন, প্যারাসিটামল, আইবুপ্রোফেন, অ্যালার্জি-সর্দিকাশির ওষুধ মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও নেওয়া যেতে পারে।

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধগুলো যদি ফেলেই দিতে হয়, তাহলে কখনো টয়লেটে ফেলা যাবে না। কারণ, সেগুলো শহরের পানি ও বর্জ্য পরিশোধনে বিঘ্ন ঘটায়। ওষুধগুলো ট্র্যাশ করে দেওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্রে এফডিএ কর্তৃক ওষুধ ফেলার নির্ধারিত দিন ও স্থান নির্ধারণ করা আছে।

জিয়াউদ্দিন আহমদ অধ্যাপক, মেডিসিন ও কিডনি বিভাগ, টেম্পল ইউনিভার্সিটি, ফিলাডেলফিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

হংস-মিথুন

রতন শরীফ

"মোরা আর জনমে হংস-মিথুন ছিলাম, ছিলাম নদীর চরে........"। কবি নজরুলের হংস-মিথুনের মতো নদীর চরে নয়, আমার তোলা ছবিটির হংস-মিথুনের রোমান্টিক দৃশ্যটি ছিলো নিউইয়র্ক আপস্টেটের হাডসন নদীর তীড়ে এক তীব্র বর্ষনমুখর বিকেলে। রোমান্টিক মনের এই মানুষ দূজন আমার বেয়াইনের আপা ও দুলাভাই। আমার চেনা-জানা ভালো মানুষের একটা তালিকা তৈরি করলে আপা-দুলাভাইয়ের নাম থাকবে প্রথম দিকে। মানুষকে আপন করে নেয়ার এক বিশেষ গুনের অধিকারী উনারা দূজনেই। নতুন আত্তীয় হলেও আপা-দুলাভাইকে মনে হয় আমার পরিবারেরই সদস্য। ছবিটি যতবার দেখি স্নিগ্ধ ভালো লাগার একটা নিবিড় ছোয়ায় মনটা ভরে যায়।

আপা-দুলাভাইয়ের অপূর্ব দৃশ্যটি প্রমান করে যে রোমান্টিক হওয়ার জন্য বয়স কোন বাধা নয় - প্রয়োজন শুধু সুন্দর দূটি মনের। দাম্পত্য জীবনের চলার পথে ছোট ছোট অনেক সুন্দর মূহুর্ত আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। অথচ আমরা ভুলে যাই যে বিন্দু বিন্দু কনা মিলেই মহাসিন্ধু। আবার অনেক ছোট ছোট ভালোলাগার মূহুর্ত আমরা নিজেরাও সৃষ্টি করতে পারি। একান্তে পাশে বসে হাতে হাত রাখা, চুলে একটু বিলি কাটা, দূজনে হাত ধরে ভোরের শিশির ভেজা ঘাঁসের উপড় হাঁটা বা সমুদ্রের নোনা পানিতে পা ভিজিয়ে সৈকত ধরে হাঁটা, পাশাপাশি বসে খোলা সমুদ্রের দিকে বা পাহাড়ের চূড়ায় বসে অসীমের দিকে তাকিয়ে থাকা - ইত্যাদি ধরনের ছোট ছোট রোমান্টিক ঘটনা।

ভালোবাসি বলে সারাক্ষন চীৎকার করলেও কোন লাভ নেই যদি না তা অন্তরের গভীর থেকে আসে। আর মনের গভীরে যদি একে অপরের জন্য নিবিড় টান থাকে, তা প্রতি মূহুর্তের ছোট ছোট ঘটনাতেই প্রকাশ পায় - প্রমান করার প্রয়োজন হয় না। শুধু একে অপরকে বুঝতে হয়। যে কোন ঘটনার নেতিবাচক দিকটা বাদ দিয়ে ইতিবাচক দিকটা দেখতে হবে। দুই ভিন্ন পরিবারে বা ভিন্ন

পরিবেশে বেড়ে উঠা দূজন মানুষের মন-মানসিকতা এক রকম না হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রয়োজনে আপোষ বা সমঝোতা করতে হবে। আমি চৌধুরী বাড়ির মেয়ে অথবা আমি সৈয়দ বংশের ছেলে - এই সব পরিচয় ভুলে গিয়ে একে অপরকে কাছে টানতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোন রকম ইগো থাকা উচিত নয়। যে কোন সমস্যায় ধৈর্য না হারিয়ে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। দূজনের ভালো গুনগুলির উপড় ভরসা করে এগিয়ে যেতে হবে - খারাপ অভ্যাসগুলো শুধরাতে হবে।

একে অপরকে না বুঝার পরিনতি যে কত খারাপ হতে পারে, তার প্রমান আমার এক প্রবাসী বন্ধু। অহেতুক অপরিপক্ক কথার কারনে তার সংসার জীবন তছনছ হতে দেখেছি। স্বামী-স্ত্রী দূজনেই শিক্ষিত, প্রফেশনাল জব করেন। দূটি

> একে অপরকে না বুঝার পরিনতি যে কত খারাপ হতে পারে, তার প্রমান আমার এক প্রবাসী বন্ধু। অহেতুক অপরিপক্ক কথার কারনে তার সংসার জীবন তছনছ হতে দেখেছি।

ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার। কথায় বলে যে সুখে থাকলে ভূতে কিলায়। বন্ধু বেচারা খুব নিরীহ প্রকৃতির শান্ত-শিষ্ঠ মানুষ। তার বউ সারাক্ষন স্বামীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো, কথায় কথায় অন্যান্য বান্ধবীর স্বামীদের সাথে তুলনা করতো। বেচারা কোনদিন প্রতিবাদ করতো না। হাসি মুখে সব সহ্য করতো। কিন্তু বউয়ের বদ অভ্যাস দিন দিন বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে বউ তার আন-স্মার্ট স্বামীকে নিয়ে কোথাও যেতেও লজ্জা পেতো। "সাত চড়ে রাও" না করা মানুষটি একদিন সংসার ছেড়ে চলে যায়। চোখের পানি, নাকের পানি এক করেও বউ আর স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। আমরা যখন নিজের ভুল বুঝতে পারি, তখন মেঘের আড়ালে বেলা অনেক গড়িয়ে যায়। হিসেবের খাতায় পড়ে থাকে শুধু আক্ষেপ আর আফসোস।

কবি সাহিত্যিকদের মতে পকেট শুন্য থাকলে নাকি ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালায়। পেটের ক্ষিদায় পূর্নিমার চাঁদকে যেখানে ঝলশানো রুটি মনে হয়, সেখানে ভালোবাসা বা রোমান্টিকতা আশা করা নাকি অনেকটা সোনার পাথর-বাটি সম। তবুও আমরা হতাশাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আশায় বুক বাঁধি, সুন্দর স্বপ্ন দেখি। প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী অনেক মানুষকেও ভালোবাসার কাংগাল হতে দেখেছি। ইউরোপ প্রবাসী আমার এক বন্ধু প্রচুর পয়সার মালিক। শহরের অভিজাত এলাকায় লেকের পাড়ে তার কাষ্টম-বিল্ট অপূর্ব সুন্দর বাড়ির প্রশংসা সবার মুখে মুখে। শহরের বাংগালিরা তাকে নিয়ে গর্ব করে। খুবই পরহেজগার সাদাসিধা বন্ধুটি এক সুন্দরী দেশী মেয়েকে বিয়ে করে। বিদেশে এসে স্বামীর প্রাচুর্য্য দেখে বউ তার হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। নিজের পারিবারিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে খুব দ্রুতই ইউরোপীয়ান বনে যায়। নিরীহ বন্ধুটি অনেক চেষ্টা করেও বউকে ফিরাতে ব্যর্থ হয়। বউ শেষ পর্যন্ত স্বামীকে তালাক দিয়ে তার ভাগের সম্পদ নিয়ে এক সাদা যুবকের সাথে লিভ টুগেদার শুরু করে।

এক বন্ধুকে দেখেছি যে একাধিক বার বিয়ে করেও সুখের সন্ধান পায়নি। সে তার বউয়ের মতামত শুনতে নারাজ। তার মানসিকতা হলো যে মেয়েরা সব ব্যাপারেই নির্বোধ । কাজেই স্বামীর কথাই শিরোধার্য। তাকে অনেক বুঝিয়েছি যে দূজনে মিলেই সংসার - শুধু আধিপত্য দিয়ে সংসার হয় না। অর্থনৈতিক ভাবে অস্বচ্ছল অল্প শিক্ষিত কিছু গৃহবধূদের বেলায় এই ধরনের দর্শন কাজ করলেও সামগ্রিক ভাবে এই যুগে তা অচল। কেউ কারো অধিনস্ত নয়। স্ত্রীকে সব সময় সংগীনি বা বন্ধু ভাবতে হবে। তবেই দূজন দূজনের আপন হবে, একে অপরকে ভালোবাসবে যা একটা সুখী পরিবার গঠনে সহায়ক হবে।

আবার অস্বচ্ছল অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা দেখেছি, একে অপরের জন্য মনের টান দেখেছি। এই নিউইয়র্কে এক দম্পতিকে জানি যাঁদের তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবনে কখনও দাম্পত্য ঝগড়া তো দূরের কথা, মনোমালিন্য পর্যন্ত হয়নি। আসলে ভালোবাসা কখনও বৃষ্টির মতো আকাশ থেকে ঝড়বে না বা ফল হয়ে গাছে ফলবে না। আন্তরিকতা দিয়ে দূজনে মিলে ভালোবাসার বীজ বুনতে হবে। সেই বীজ থেকে পাওয়া চারাগাছটিকে দূজনে মিলে যত্ন করে একটি বটবৃক্ষে পরিনত করতে হবে যার শীতল ছায়ায় পরিবারের সবাই সুখে থাকবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও তরুণ প্রজন্ম

হীরেন পণ্ডিত

বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী আগামী দুই দশকের মধ্যে মানবজাতির ৪৭ শতাংশ কাজ স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে হতে পারে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমনির্ভর এবং অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতানির্ভর চাকরি বিলুপ্ত হলেও উচ্চ দক্ষতানির্ভর যে নতুন কর্মবাজার সৃষ্টি হবে সে বিষয়ে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে তার জন্য প্রস্তুত করে তোলার এখনই সেরা সময়। দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করা সম্ভব হলে জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্য অনেক দেশ থেকে অনেক বেশি উপযুক্ত।

চাকরি থেকে ব্যবসার ক্ষেত্র সব জায়গায় রোবটিকসের মতো প্রযুক্তি জায়গা করে নিচ্ছে। তৈরি পোশাক শিল্পে এ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে দ্রুতগতিতে। তৈরি পোশাক শিল্প বৃহৎভাবে স্বয়ংক্রিয়করণের দিকে ধাবিত হলে এর ব্যাপক প্রভাব দেশের অর্থনীতি, উন্নয়ন, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। প্রথম সম্ভাব্য প্রভাব হলো-চাকরি হারানো। তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎস এবং অটোমেশনের দিকে এর স্থানান্তর হলে বর্তমান শিল্পে নিযুক্ত বিশালসংখ্যক শ্রমিক উল্লেখযোগ্য চাকরি হারাতে পারেন। বিভিন্ন গবেষণায় বলছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে চাকরি হারাবেন লাখ লাখ তৈরি পোশাক কর্মী।

এটি দেশের অর্থনীতির পাশাপাশি স্বতন্ত্র শ্রমিকদের জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। চাকরি হারানো কর্মীদের নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। এ কথা সত্য, অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং রোবটের ব্যবহারের দিকে পরিবর্তন তৈরি পোশাক খাতে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে; যার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি উপকৃত হবে। জ্ঞানভিত্তিক এ শিল্প বিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানা কর্মক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বাংলাদেশের যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ভিত হচ্ছে-'জ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'-ভিত্তিক কম্পিউটিং প্রযুক্তি। রোবটিকস, আইওটি, ন্যানো প্রযুক্তি, ডাটা সায়েন্স ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রসার প্রতিনিয়ত চতুর্থ বিপ্লবকে নিয়ে যাচ্ছে অনন্য উচ্চতায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে কর্মবাজারে। অটোমেশন প্রযুক্তির ফলে ক্রমে শিল্প কারখানা হয়ে পড়ছে যন্ত্রনির্ভর। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন এরই মধ্যে হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে বেছে নিয়েছে। বিগত বছরগুলোয় চীনের কারখানাগুলোয় রোবট ব্যবহারের হার বেড়েছে বহুগুণে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানায়, রোবটের কারণে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ চাকরি হারাবে।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত তৈরি পোশাক শিল্পের এসব আশঙ্কার ভেতরেই রয়েছে আগামী দিনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের বিশাল সম্ভাবনা। বর্তমানে তরুণের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি, যা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের বেশি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ বছরজুড়ে তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। বাংলাদেশের জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করার এটাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। জ্ঞানভিত্তিক এ শিল্প বিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানা কর্মক্ষেত্র। নতুন যুগের এসব চাকরির জন্য প্রয়োজন উঁচু স্তরের কারিগরি দক্ষতা। ডাটা সায়েন্টিস্ট, আইওটি এক্সপার্ট, রোবটিকস ইঞ্জিনিয়ারের মতো আগামী দিনের চাকরিগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী তরুণ জনগোষ্ঠী।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনাটাও জরুরি। আগামী দিনের সৃজনশীল, সুচিন্তার অধিকারী, সমস্যা সমাধানে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উপায় হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো, যাতে এ দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং কাজটি করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। একই ধরনের পরিবর্তন হতে হবে উচ্চশিক্ষার স্তরে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য টিচিং অ্যান্ড লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের গ্র্যাজুয়েট তৈরির জন্য স্কিল বিষয়ে নিজেরা প্রশিক্ষিত হবেন। উচ্চশিক্ষার সর্বস্তরে শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগ বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনের কার্যক্রম সম্পর্ক হাতে-কলমে শিখতে পারেন।

উচ্চশিক্ষা স্তরে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং যারা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও গবেষণায় নিয়োজিত, তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। গবেষণা ক্ষেত্রে বাজেট বাড়াতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে গবেষণায় অর্থায়নে এগিয়ে আসতে হবে। প্রচুর বাংলাদেশি গবেষক বিদেশে বেশ ভালো ভালো গবেষণায় নিয়োজিত। প্রয়োজনে তাদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এ দেশে এসে কাজ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিয়া একত্রে কোলাবরেশনের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারে জাপান। দ্বিতীয় বিশযুদ্ধের পর ভঙ্গুর অর্থনীতি থেকে আজকের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপান পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে শুধু মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক এবং সার্বিক জীবনমানের উত্তরণ ঘটানো যায়। জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত নগণ্য এবং আবাদযোগ্য কৃষিজমির পরিমাণ মাত্র ১৫ শতাংশ।

জাপান সব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেছে তার জনসংখ্যাকে সুদক্ষ জনশক্তিকে রূপান্তর করার মাধ্যমে। জাপানের এই উদাহরণ আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। বাংলাদেশের সুবিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলে আমাদের পক্ষেও উন্নত অর্থনীতির একটি দেশে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

শিল্প কারখানায় কী ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা লাগবে সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষাক্রমের তেমন সমন্বয় নেই। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলায় শিক্ষাব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি, ব্লকচেইন এসব প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে। এসব প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পণ্য সরবরাহ, চিকিৎসা, শিল্প কারখানা, ব্যাংকিং, কৃষি, শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে কাজ করার পরিধি এখনও তাই ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত।

কর্মক্ষেত্রে আমাদের শ্রমিকদের অদক্ষতাই তাদের আয়ের ক্ষেত্রে এই বিরাট ব্যবধানের কারণ। সংগত কারণেই আমাদের উচিত কারিগরি দক্ষতার ওপর আরও জোর দেওয়া। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনাটাও একান্ত জরুরি। শিল্প প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিয়া একত্রে কোলাবরেশনের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের উচিত হবে সব বিভাগ ও সেক্টর তাদের নিজস্ব কাজকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি ভাবনাকে সামনে রেখে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা। অতঃপর সব সেক্টরের কর্মপরিকল্পনাকে সুসমন্বিত করে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে সবাইকে মিলে কাজ করতে হবে। আশার কথা, শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে তিনটি বিষয়ে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। এগুলো হলো-অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মিবাহিনী তৈরি করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। তাই সবাই মিলে আমাদের এখন থেকেই একটি সুপরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই আমরা আমাদের কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

কেবল পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের মানবসম্পদকেও যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে হবে এ পরিবর্তনের জন্য। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি, ব্লকচেইন-এসব প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এখনও তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে। এসব প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পণ্য সরবরাহ, চিকিৎসা, শিল্প কারখানা, ব্যাংকিং, কৃষি, শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে কাজ করার পরিধি এখনও তাই ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত। সত্যিকার অর্থে যেহেতু তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সুফলই আমরা সবার কাছে পৌঁছাতে পারিনি, চতুর্থ বিপ্লব মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু তা আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে। ব্যাপক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে তা করা সম্ভব। কারিগরি শিক্ষার হারে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। আমাদের মাত্র ১৪ শতাংশ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করছে যেখানে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষার হার জার্মানিতে ৭৩ শতাংশ, জাপান ৬৬ শতাংশ, সিঙ্গাপুর ৬৫ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়া ৬০ শতাংশ, চীন ৫৫ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়া ৫০ শতাংশ, মালয়েশিয়া ৪৬ শতাংশ। আমাদের কারিগরি শিক্ষা ও বিশ্ব প্রস্তুতিতে দেখা যায়, জার্মানিতে ১৯৬৯ সালে, সিঙ্গাপুরে ১৯৬০ সালে ও বাংলাদেশে ১৯৬৭ সালে শুরু হয়েছে। অন্য দেশগুলো দ্রুত উন্নতি করলেও আমরা বিভিন্ন পরিসংখ্যানে কারিগরি শিক্ষার হার ও গুণগত মানের দিক দিয়ে অন্যদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সূত্র অনুযায়ী আমাদের দেশে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৮ হাজার ৬৭৫টি। বর্তমানে প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় পড়াশোনা করছে।

প্রাবন্ধিক ও গবেষক

যে জীবন ফড়িংয়ের দোয়েলের...

শেলী জামান খান

খুব ছোটবেলায় আমরা ছিলাম পিরোজপুর শহরে। এ যেন এক কিংবদন্তির শহর। মোগল সম্রাট শাহ সুজার অকালপ্রয়াত পুত্র ফিরোজ শাহর নামে এই অন্চলের নামকরন হয়েছিল ফিরোজপুর। কালক্রমে মানুষের মুখেমুখে ফিরোজপুর থেকে পিরোজপুরের জন্ম হয়। সময়ের স্রোতে, কবে, কখন যে সম্রাট সুজার সন্তানবাৎসল্যের স্বারক চিণ্হিত 'ফিরোজপুর' নামটা বিস্মৃতির তলে হারিয়ে গ্যাছে কেউ জানে না!

সেকালে, হুলারহাট লন্চঘাট থেকে রিক্সায় আমাদের বাড়ি আসতে হয়তো ঘন্টা দেড়েক সময় লাগতো।আমাদের একতলা সাদা বাড়িটি ছিল বসন্তপুলের ঢালে। বাড়ির সামনে পেছনে প্রচুর খালি জায়গা ছিল। ঐসব খালি জমিতে আমার দাদাজান অতি উৎসাহে শাকসবজি চাষ করতেন। আমি ছিলাম তার অবৈতনিক কামলা। দাদার পাশে বসে, গায়ে রোদ মেখে, কাঠের হাঁতুড়ী দিয়ে মহা উৎসাহে মাটির চাকা ভাঙতাম আমি। ঐসব কাজে পিতামহ এবং পৌত্রীর উত্সাহের কোন কমতি ছিল না।

বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া দামোদর খালটি নাকি একদা নদী হিসেবে পরিচিত ছিল। শুনেছি তখন এর বুকে কলকাতা-বরিশালগামী স্টিমার চলাচল করত। শীতকালে খালের পানির তোড় কমে খালটি শীর্ণ হয়ে যায়। আর বর্ষা এলেই ফুলেফেঁপে ওঠে। বর্ষাকালে যখন খাল কানায় কানায় ভরে ওঠে, তখন বড় বড় নৌকায় করে চালের ব্যাপারিরা বস্তাবস্তা চাল ফেরী করতো।এইসব ভাসমান হাট থেকে আমার আব্বা পরিবারের বাত্সরিক চালের খোরাক কিনে রাখতেন। দামোদরকে অনেকে ভারানী খালও বলে। শহরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া দামোদর খাল দুই প্রান্তের দুই নদী কালীগঙ্গা ও বলেশ্বরকে যুক্ত করেছে। ফলে জোয়ারের সময় খালের দুই প্রান্ত থেকেই পানি আসে। আবার ভাটার টানে একই সময় দুই দিক থেকে পানি নেমে যায়।দুই নদীর সাথে সংযোগ থাকায় এবং ঘোলাটে পানির কারনে দামোদরের পানিতে নেমে সাঁতার কাটতে লোকজন তেমন উৎসাহী ছিল না।

জোয়ার এলে, বিপুল উত্তেজনায় দামোদর আমাদের বাড়ির পাশের সবজি ক্ষেত ডুবিয়ে দিত। আবার ভাটার টানে সেই পানি নেমে গেলে সবুজ সবজির পাতা গুলো মাথা তুলে দাঁড়াত!

বসন্তপুলের অপর পাড়ে, আমাদের উল্টোদিকে পুল সংলগ্ন যে বাড়িটি, সেই বাড়িটি বসন্তবাবুদের। খালের উপড় আড়াআড়ি তৈরি হওয়া পৌরসভার এই পাকা পুলটি নির্মানে বসন্তবাবুরও আর্থিক সহায়তা ছিল। শুনেছিলাম, সেই কারনে পুলের নামকরন হয়েছিল বসন্তপুল। বসন্তবাবুদের বাড়ি লাগোয়া একটা মুদি দোকান ছিল। আমরা যখনতখন ঐ দোকান থেকে এটাওটা কিনে আনতাম। দোকানে মাঝেমধ্যেই দেখা মিলতো কানাইদা এবং বলাইদার সাথে। ওরা বসন্তবাবুর দুই ছেলে। কিন্তু কখনও তাদের বসন্তপুল নিয়ে, বাবার নামধাম নিয়ে গালগল্প বা বড়াই করতে শুনিনি। খাল পারাপার করতে এলাকাবাসীর একটা পুলের খুব দরকার ছিল। বসন্ত বাবুর সামর্থ ছিল, তাই তিনি দৌঁড়ঝাপ করে, পৌরসভার লোকজন ধরে পুল নির্মানে সাহায্য করেছেন। ঐ পর্যন্তই। পুলের ধর্ম কী? পুল-টা হিন্দু না মুসলিম, এসব নিয়ে তখন কারও মাথা ব্যাথা ছিল না।

পিরোজপুর শহরে, বিশেষ করে আমাদের এলাকায় প্রচুর হিন্দু পরিবারের বসবাস ছিল। বসন্তপুলের অন্যপাশে কয়েক কদম হাঁটলেই ছিল করিমননেসা স্কুল। করিমন নেসা কে ছিলেন এখন আর তা মনে নেই। তবে কেউ নিশ্চয়ই তার নামটা স্মরনীয় করে রাখতে, তাদের বিশাল বসত বাড়িটিকে স্কুলে রূপ দিয়েছিলেন। গেইট দিয়ে ঢুকতেই সামনে জমিদার বাড়ির মত উঁচু দালান। প্রচুর গাছপালা, বাঁধানো ঘাটওয়ালা পুকুর আর বড় খেলার মাঠ সমেত স্কুল। স্কুলে হিন্দু শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই ছিল বেশী। মুসলিম নামের স্কুলে পড়তে বা পড়াতে কারও জাত যাওয়ার কথা ওঠেনি। ঐ স্কুলে আমার দুজন প্রিয় দিদি ছিলেন। মালতিদি এবং মিনতিদি। প্রতি ঈদে অন্য টিচারদের সাথে দিদিমনিরাও আমাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে আসতেন। আর বন্ধু, খেলার সাথীদেরতো কথাই নেই। ওরা ছাড়া আবার ঈদ হয় নাকি! আমরা এমনটাই জানতাম। কিন্তু ওরা কে হিন্দু, কে মুসলিম এসব আমাদের মাথায়ও আসতো না।

আবার পুজোর দাওয়াতেও দিদিদের বাড়ি, দীপকবাবু, বিজয়বাবু স্যারের বাড়ি আমাদের নেমতন্ন ছিল অবারিত। চৈতি, ভারতী, সুবল, আরতি ওরা ছিল আমাদের প্রতিবেশী। ওদের বাড়িতে ছিল নিত্য আসা-যাওয়া। তবে চানের পর ওদের ঠাকুমা, মা-জেঠিদের ছুঁইয়ে দিলে একটু আধটু গালমন্দ, তিরস্কার যে জুটতো না তেমন নয়। ঠাকুরঘরে স্যান্ডেল পরে ঢুকলে প্রচুর বকাও খেতাম। কিন্তু আমরা ভাবতাম, বড়রা এমন বলেই থাকে। ঐসব বকাঝকা আমরা অনায়াসেই মেনে নিতাম। তাতে করে অপরপক্ষের আদোর কিংবা আমাদের মনে শ্রদ্ধা ভক্তির কোন ঘাটতি ছিল না। তখন হিন্দু বা মুসলিম কারও সাথে কারও দা-কুমড়ো সম্পর্কও চোখে পড়েনি।

বাড়িতে যে হুজুর আরবী শিক্ষা দিতে আসতেন, তিনি মাঝেমধ্যে মনের মধ্যে খানিকটা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন বলতেন, হিন্দু বাড়ি যাবে ঠিক আছে, তবে ওদের পুজার প্রাসাদ খাবে না। তাতে পাপ হয়। দেবদেবীকে কখনও প্রনাম করবে না, তাতে শিরক হয়। জল বললে গোনাহগার হতে হবে। এমন আরও কতকি!

আব্বা ব্যাংক ম্যানেজার ছিলেন বলে চৈত্র-সংক্রান্তি বা হালখাতার সময় আমাদের বাড়িতে ব্যাবসায়ীদের পাঠানো প্রচুর মিষ্টি আসতো। আমার মা এইসব মিষ্টি আবার প্রতিবেশীদের বাড়িতেবাড়িতে পাঠাতেন। হিন্দু মুসলিম সবাই সেই মিষ্টি আনন্দ করে খেতাম। এমনকি হুজুর বা তার পরিবারও সেই মিষ্টির অংশ পেতেন। এমনকি হুজুর নিজেও সোনামুখ করে তা খেয়ে নিতেন। তার এই স্ববিরোধিতা কিন্তু আমাদের চোখ এড়াতো না। এসব নিয়ে আমরা আড়ালে হাসতাম।

আব্বা একদিন হুজুরকে ডেকে বলেছিলেন, আপনি শুধু আরবী পড়াটাই ওদের শেখাবেন। অন্য যা কিছু শেখানোর সেটা আমি আমার সন্তানদের শেখাচ্ছি।যাঁদের সাথে আমরা ওঠাবসা করি সবাই মানুষ। আমরা একে অপরের ভালমন্দের সাথে জড়িত। এখানে হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান বলে ভাগ করবেন না। তারপর থেকে হুজুর আর কখনও ওসব বলতেন না।

আমাদের বাড়িতে যে খালা রান্নাবান্না এবং ঘরসংসারের কাজে মাকে সাহায্য করতেন, তিনি তার ছোট ছেলেকে নিয়ে আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। তিনি বিধবা বলে থাকার কোন জায়গা ছিল না। আইয়ুব আলী নামে ঐ ছেলেটিও আমাদের সাথে হুজুরের কাছে পড়ত। ওর কাছেই আমি কালো পিঁপড়া, লাল পিঁপড়ার ধর্মীয় পরিচয় জেনেছিলাম। আইয়ুব বলতো, লালগুলো হল হিন্দু আর কালোগুলো মুসলিম পিঁপড়া।

লাল পিঁপড়া কামড়ালে প্রচুর যন্ত্রনা হ'ত। ত্বক লাল হয়ে ফুলে যেতো। বিষধর বলেই আমরা লাল পিঁপড়ার ঢিবির সন্ধান পেলে ওখানে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতাম। লাল পিঁপড়ার কামড় এবং তার জ্বলুনীর অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তারা অনায়াসেই ঐ হত্যাকাণ্ডের কারন অনুমান করতে পারবেন। কেবল বেহেস্তপ্রাপ্তীর লোভে হিন্দু পিঁপড়া নিধন চলতো এমন নিশ্চয়ই না। জানি না, তখনকার শিশুমনে আসলেই কী কাজ করতো!

এই পিঁপড়ার গল্পটা মনে হয় বহুল প্রচলিত। এখন দেখছি অনেকেই জানে। তবে এই গল্পের স্রষ্ঠা কে ছিলেন তা কখনও জানা হয়নি। গল্পটা বিপজ্জনকভাবে সাম্প্রদায়িক। গল্পে ভাল-দল, মন্দ-দল ধারনা তৈরি করা হয়েছে। এধরনের গল্পগুলোই আমাদের শিশুমনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে দেয়। নানা ভুল ধারনা নিয়ে আমরা ছোট থেকে বড় হই। এভাবেই তৈরি হই সাম্প্রদায়িক মানুষে। আমরা তখন আর শুধুই 'মানুষ' থাকি না। আমরা পরিনত হই, হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ হিসেবে।

এই ধরনের উদ্দেশ্যমূলক মনস্তাত্তিক গল্প, ঠাকুমা-জেঠিমাদের অতিরিক্ত ছোঁয়াছুয়ির বাতিক বা হুজুরদের শেখানো ঘৃণা-বিদ্বেষ বাড়তে না দিয়ে, কেউ যদি সময়মত ভুলটা ভেঙ্গে দেন, তাহলে সাম্প্রদায়িকতার বীজটা আর অঙ্কুরিত হওয়ার, কালক্রমে মহূরূহে পরিনত হওয়ার সুযোগ পায় না।

ভাগ্যিস, আমার আব্বা সজাগ, নিরপেক্ষ মানসিকতার এবং উদার মনের মানুষ ছিলেন। ধর্মকর্ম, অর্থবিত্ত নিয়ে বাড়াবাড়ি করার শিক্ষা থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলেন। আমাদের জন্য সহজমানুষ, সাধারন-মানুষ হওয়ার শিক্ষাটাই ছিল বড় শিক্ষা!

মাঝেমধ্যে ছোটবেলায় ফিরে যেতে পারলে খুব মন ভাল হয়ে যায়। তখনকার জীবনটা ছিল গাছের তলার ছায়ার মত। মায়ায় ঘেরা। বিশেষকরে মফস্বল শহরের জীবনটা যেন পুকুরের টলটলে জলের মত। শান্ত।জলে কেউ ঢিল ছুঁড়লে যেমন একটা আলোড়ন তৈরি হয়—মফস্বলের জীবনেও মাঝেমধ্যে একটা-দুটো আলোড়ন তৈরি হত। উৎসব হত। তারপর আবার শান্ত, ছোট ছোট ঠেউয়ের জীবন!

প্রতিবছর শহরে যাত্রাদলের লোক আসতো। তারা মাসখানেকের জন্য একটা জায়গা করে ঘাঁটি গেড়ে থাকতো। অনেকগুলো পালা করে তারপর অন্যত্র চলে যেতো। ঐ একটা মাস শহরের রাতগুলো হ'ত ধুমধারাক্কাপূর্ণ। দল বেঁধে সবাই যেতো যাত্রাপালা দেখতে। পুরুষরাতো বটেই, মেয়েরাও। বাচ্চা, বুড়োরাও বাদ যেতো না কেউ। তেমনি একবার যাত্রাদলের লোকেরা শহরে এলো। আর তারা থাকার জন্য একেবারে আমাদের বাড়ির মুখোমুখি বাড়িটি ভাঁড়া করলো। আমাকে আর পায় কে? আমার প্রধান কাজ হল সকাল-দুপুর-রাত যখনই ফুরসত মিলে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হা করে অপেক্ষা করা। নাচ-গান জানা অপূর্ব সুন্দরী মেয়েদেরকে একনজর দেখা। মাঝেমধ্যে তারা বের হয়ে কলসি নিয়ে খাল থেকে পানি তুলতে আসতো। কিংবা বাগানে ঘোরাঘুরি করতো। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখতাম, ঐ আটপৌরে কাপড়চোপড় পরা মেয়েগুলোই রাতে কেমন পরীর মত, রানীর মত ঝলমলে পোশাকে গান গাইছে। নাচছে। উচ্চস্বরে, মোহময়ী ভঙ্গীতে কথা বলছে। ওদের যতই দেখি, বিস্ময় আর যায় না।

এদের মধ্যে পরীর মত সুন্দর মেয়েটি ছিল যাত্রাদলের হিরোইন। তার নাম মালতিবালা। সবাই কেবল তাকেই দেখতে চায়। তাকেই শুনতে চায়।মনেমনে প্রতিজ্ঞা করলাম, বড় হয়ে আমি নিশ্চয়ই মালতিবালার মত যাত্রাদলের হিরোইন হবো। স্কুলে যাই, হোমওয়ার্ক করি বটে, কিন্তু মাথার ভেতর সারাক্ষণই গুনগুন করে মালতিবালা।

দেখতেদেখতে একমাস কেটে গেলো। শুনলাম যাত্রাপার্টি এবার তাদের পাততাড়ি গুটাবে। শহরবাসীর কী মন খারাপ...কী মন খারাপ। বড় হয়ে যখন আমি মালতিবালা হবো, এদের কীভাবে খুঁজে পাবো, এই ভাবনায় আমারও মন খারাপ। একদিন, ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাবার তাড়ার মাঝেই দেখলাম লোকজন হুড়মুড় করে আমাদের বাড়ির সবজিক্ষেত মাড়িয়ে দামোদরের পাশে এসে ভীর জমাচ্ছে। কী কাণ্ড!

কেউ বলছে, আরে এতো একটা মেয়ে। পানিতে ভেসে আছে। বসন্তপুলের একটা বড় খুঁটির সাথে আটকে আছে বলেই হয়তো এখনও নদীতে দিকে ভেসে যায়নি।লোকজন গিশগিশ করছে তখন। পুলিশ এলো। মেয়েটিকে পানি থেকে তোলা হল। সে আর কেউ নয়। আমাদের পিরোজপুর শহরের ক্রাশ মালতিবালা। যাত্রাদলের হিরোইন মালতিবালার লাশ পুলিশভ্যানে করে হাসপাতালে চলে গেলো। স্কুলের পথে হাঁটতে হাঁটতে বহুবার চোখ মুছতে হল আমাকে। তারপর, একটাসময়, আমার স্বপ্ন থেকে মালতিবালা হারিয়ে গেলো।

বাড়ি থেকে বের হয়ে বসন্তপুল পেছনে ফেলে সামনের দিকে দশবারো মিনিট হাঁটলেই ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তানের বড় দালান। আর ওখানে যাওয়া ছিল আমাদের জন্য অবারিত। ম্যানেজার সাহেবের কন্যা হিসেবে ওখানকার সবারই প্রিয়পাত্রী আমি। তাই প্রায় বিকেলেই মন চাইলে ব্যাংকে চলে যাই।ব্যাংকের সামনের বাড়িটি আমার সহপাঠী আপেলদের। ওদেরও আমার মত অনেকগুলো বোন। আনার, আপেল, আচল এবং আলতা ওদের নাম। আমাকে দেখলে আপেলও চলে আসে ব্যাংকের বাগানে। আমরা দুজন মিলে ব্যাংকের গার্ড জহুরের সাথে গল্প করি। জহুরের বাড়ি পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ারে। সে আমাদের সাথে উর্দু আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলে। বিশাল শরীর আর চওড়া গোঁফের রাশভারী চেহারার জহুরকে দেখে শুরুতে আমরা ভয় পেলেও মানুষটা খুব ভালো।

আমাদের দেখতে পেলেই জহুর একফাঁকে ওর ঘরে চলে যেতো। তারপর পকেটে করে কিছু চকলেট নিয়ে ফিরে আসতো। চকলেট আর বাগান থেকে তোলা ফুল ছিল আমাদের জন্য তার উপহার।

আব্বার কাজ শেষ হলে আমরা ভেতরে যাবার অনুমতি পেতাম। আব্বার রুমে ঢুকেই আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল অয়োময় নাটকের জমিদার বাড়ির মত হাতেটানা সেই পাখাটা নিয়ে পাংখাপুলার-পাংখাপুলার খেলা। কাপড় এবং খসখসের মাদুর দিয়ে তৈরি বড় সাইজের ঐ পাংখার সঙ্গে লম্বা দড়ি বাঁধা থাকতো। পাংখাপুলার হিসেবে ব্যাংকে দু'জন লোক কাজ করতো। তাদের কাজ ছিল দড়ি টেনে টেনে সেই বড়সড় পাখাটা দুলিয়ে ম্যানেজার সাহেবকে বাতাস করা।

কিন্তু আব্বা নিজেও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন বলেই হয়তো নিজের জন্য এই সেবাটুকু নিতে কষ্ট পেতেন। তিনি প্রায়শঃই পাংখাপুলার রহমান এবং আফজালকে পাংখা না টেনে ব্যাংকের অন্যসব কাজ দিতেন।কিন্তু পাংখা না টানলে তাদের চাকুরী চলে যাবে ভেবে গরমকালে তারা জোড় করেই পাংখা টানতে চাইতো।

ব্যাংকে আরেকটা খুবই আকর্ষণীয় কাজ ছিল। টাইপরাইটারের টাইপিস্ট। তখন টাইপরাইটার এবং টাইপিস্টদের রমরমা ছিল বাজারে। সিনেমার মতই, আব্বার চেম্বারে একজন ডিক্টেশন নিতেন। আর খটাখট করে টাইপরাইটারে তা টাইপ করে ফেলতেন।সেসময় এই পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজের জন্য আমাদের বাড়িতে বহু প্রার্থীদের আনাগোনা ছিল। তাদের যোগ্যতা যাচাই করে নেওয়ার অন্যতম পরীক্ষা ছিল টাইপিংয়ের স্পিড-টেস্ট। যিনি যত কম সময়ে যত তাড়াতাড়ি টাইপ করতে পারবেন, তিনি তত বেশি যোগ্য।আমরা আব্বার চেম্বারে ঢুকেই ঐ টাইপরাইটারে আঙ্গুলের কসরত চালানোর বায়না করতাম। স্বপ্ন দেখতাম, একদিন আমিও বড় হয়ে টাইপরাইটারে ওমন খটখট শব্দ তুলে বিস্তর লেখা টাইপ করে চলেছি।

কিন্তু আমাদের জীবন থেকে ঐসব মালতিবালা, পাংখাপুলার কিংবা টাইপিস্টরা কবে, কখন হারিয়ে গেছে! আমার আর সেই ফড়িংয়ের দোয়েলের জীবনে ফেরা হয় না!

হাজারো সমস্যার এক সমস্যা নিয়ে কিছু কথা

ইশতিয়াক রুপু

২০০৬ সাল থেকে প্রবাসী হওয়ার পর একটি বিষয়ে কোন সমযোতা করিনি তা হলো ফি বছর দেশে আসা। বিগত ২/৩ বছর একাধিক বার ও আসতে হয়েছে পারিবারিক কারনে। দেশ কোথায় ছিলো বা এখন কোথায় আছে সেই বিতর্কে যাবো না। সেই বিষয়ের হালনাগাদ খবরাখবর দেশের জনগনের চেয়ে প্রবাসীদের বেশি জানা বলে কখনো কখনো মনে হয়। দেশ নিয়ে বেশি মতামত এসেছে দীর্ঘদিন প্রবাসে শান্তিতে বসবাসকারী মেধাবী ভাই বোনদের নিকট থেকে।

মজার বিষয় হলো যিনি গত ১০ বছরে একবারও দেশে আসেন নি, তিনিও সব চেয়ে বেশি জানেন বর্তমান দেশের সার্বিক চিত্র। নিকট সময়ের অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক হালচাল সহ শাসন ব্যবস্থার সকল চালচিত্র সব উনাদের জানা। এমনতর গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে মহাজ্ঞানীদের সব জানা থাকা সত্বেও চলতি সনের ১২ অক্টোবর শনিবার সিলেট থেকে বাস যোগে ঢাকা যাত্রার আংশিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

দেশের পরিবহন জগতের সবচেয়ে বেশি সুবিধালাভকারী ও মাফিয়া স্টাইলে পরিবহন ব্যবস্থা চালুর জন্য খ্যাত এনা পরিবহনের বিলাসবহুল বাসে চড়ে সকাল ১১ টায় সিলেট থেকে যাত্রা শুরু।এনা পরিবহনের এই বাসটি নিঃসন্দেহে দীর্ঘ যাত্রার জন্য শতভাগ উপযোগী এবং নিরাপদ।

চলুন এবার যাত্রা পথের সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়ে আলোকপাত করি। এনার যাত্রা শুরু সিলেটের কদমতলির নিজস্ব টার্মিনাল থেকে।

১০ মিনিট পর এসে থামলো মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে।

সেখান থেকে বেশ কয়জন টিকেটধারী যাত্রী উঠলেন ঢাকা যাবার উদ্দেশ্যে। শুরুতেই এনা বাস প্রচন্ড জ্যামের মুখামুখি। বাসের ডানে বামে সামনে পিছনে অসংখ্য ছোট বড় আকারের

নানা ডিজাইনের যান বাহন। তিন চাকা ও চার চাকা সম্বলিত যানের ফাঁকে ফাঁকে ডজন ডজন মোটর সাইকেল। রাস্তার পাশে দুই লাইন করে ঠায় দাড়িয়ে কাছে ও দুর যাত্রায় যেতে তৈরী আন্তঃনগর ও লোকাল বাস। সবাই নিজ নিজ সুবিধামত বিশাল রাস্তার প্রায় ৯০% শতাংশ

ইচ্ছানুযায়ী ও নিজের সুবিধামত দখল করে দাঁড়ানো। কোন নির্দেশনা ও নিয়ম মানতে বাধ্য করবার মত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কাউকে দেখা যায় নি।

অভিজ্ঞ চালক অনেক কষ্ট আর সমঝোতা করে বাসটিকে ধীরে ধীরে বলতে গেলে কচ্ছপ গতিতে রেল লাইনের উপরের ব্রীজ পার হয়ে

দুমুখি সড়ক ধরে ঢাকার পথে এগুতে থাকলো।। দীর্ঘ যাত্রার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আরামদায় চেয়ারে কে সামান্য পিছনে এলিয়ে দিয়ে স্বল্প নিদ্রায় যাবো বলে তৈরী হচ্ছি ঠিক তখন শুরু হলো বিশাল বাসের অবিশ্বাস্য দুলনি। একবার ডানে আবার বামে এই ভাবে বাস কে দুলতে দেখে সহকারী কে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই কি বিষয় ? আমরা কি জাতীয় মহাসড়ক ধরে চলছি ? না কোন গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা ধরে। সহকারীর সংক্ষিপ্ত জবাব, স্যার ঢাকার পথে আশুগঞ্জ পর্যন্ত সিলেট জেলার বেশির

ভাগ রাস্তা এরকম ভাঙ্গা এবং চলাচল অনুপযুক্ত।

তাহলে কি এভাবে দুলতে দুলতে ঢাকা যাবো ?তিনি জানালেন স্যার পুরো পথের চার ভাগের তিন ভাগেই আপনি দুলনির স্বাদ পাবেন। মাঝে মধ্যে কোথাও রাস্তার অবস্থা সহনীয় তবে পুরো রাস্তাকে এখন আর আরামদায়ক আন্তর্জাতিক মানের মহাসড়ক বলা যাবে না।

বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলের শেরপুর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা।

শেরপুরের পর এক সময়ের বিভাগের সবচেয়ে আরামদায়ক ও আধুনিক মহাসড়কের অবস্থা মোটামুটি ভালো তবে হাল দেখে বুঝা গেলো প্রয়োজনীয় রক্ষনাবেক্ষন হচ্ছে না। এর অর্থ কয়দিন পর এই মহাসড়কটি চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে যেতে আর দেরী নেই। মাধবপুর পর্যন্ত বেশ ভালই। এরপর শুরু আবার হেলে দুলে চলা। তা অবশ্য আগামির ভালোর জন্য। অর্থাৎ গত শতাব্দিতে শুরু হওয়া সুবিখ্যাত ৬ লেনের কাজ।বিগত ১০/১২ বছর এই ছয় লেনের মহাসড়ক ছিলো পুরো সিলেট অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক জিকির বাক্যের জরুরী লোকমা।

দেশ বিদেশে গিয়ে সকল সিলেটিদের এই ছয় লেন রাস্তা নামের কুমির ছানা প্রবাসীদের বার বার দেখাতেন। হউক তা লন্ডন কিম্বা নিউইয়র্কে আয়োজিত কৃতি সন্তান সম্বার্ধনা অনুষ্ঠানে।এই পবিত্র লোকমা দিয়ে সবাই প্রবাসীদের নিকট থেকে হাততালি নিতেন। সেই তালিকায় সিলেটের মুমিন লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি থেকে শুরু করে আধুলি সিকি পাতি ছাতি সব নেতাদের মুখে ছয় লেন বাব বার আসতো।অথচ বাস্তবে যা দেখলাম এই তথাকথিত ৬ লেন আগামি ২যুগ তথা ১২ বছরে শেষ হবে কিনা সন্দেহ।তবে আংশিক সমাপ্ত ৬ লেন মাধবপুর থেকে আশুগঞ্জ পর্যন্ত শত শত রাইস মিলের ধান শুকানো আর বস্তা ভর্তি ট্রাক রাখার জন্য উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

মহাসড়কে আরো বিবিধ সমস্যার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। সব বিষয় খোলাসা করে কোন ফায়দা হবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পুরো রাস্তা একদম ঢাকার উত্তরা এলাকার আব্দুল্লাপুর পর্যন্ত আমি সর্বসাকুল্যে মাত্র দুজন অসহায় ট্রাফিক পুলিশ কে দেখেছি যারা দুটো চরম ব্যস্ত চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ক্ষীন চেষ্টা করে যাচ্ছে বিশৃঙ্খল এই যানবাহনের মহাসমুদ্র কে সামাল দিতে।

রাস্তার এমন অগোছালো যত্র তত্র বা নিজের খুশি মত সকল ধরনে যান চলাচলে কোন নিয়ম নীতির প্রতি সবাই সহাস্যে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যাচ্ছেন। এমন গুরুতর অনিয়ম কে কেউ বা কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান চিরতরে থামানো বা একটি নিয়মে আনার চেষ্টা করছেন।

সর্বশেষে আসি এমন চরম অব্যবস্থার মধ্যে বর্তমান সরকারের কি করার আছে ? উত্তর হলো কিছুই করবার নেই। কারন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছেন বিগত সরকারের রেখে যাওয়া ঝঞ্জাল পরিস্কার করতে।যেখানে

রাস্তার কাজ কে তরান্বিত করা ছাড়া আরো অনেক গুরুত্বপূর্ন কাজ কে সঠিক ভাব সামলানো। তবে একটি কাজ সম্ভবত এই সরকার করতে পারেন তা হলো এই যে গত প্রায় অর্ধযুগ ধরে যে কাজ চলছে তাকে বেগবান কেনো করা যাচ্ছে না তার অনুসন্ধান করা বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।আন্ত দেশীয় আন্তর্জাতিক মানের এই মহাসড়কের কাজে আজ কেনো এমন দুরাবস্থা তা অনতিবিলম্বে বের করা খুবই জরুরী।

দেশে বসবাসকারী অধিকাংশ সিলেটবাসীর ক্ষোভ মিশ্রিত অভিমত হলো বিগত ১৫ বছরে সিলেটে সত্যিকার কোন উন্নয়ন হয় নাই। যা হওয়া জরুরী ছিলো। দেশ জুড়ে অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে ফরিদপুর সহ তৎসংলগ্ন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সত্যি ইর্ষনীয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বৃহত্তর সিলেট ও বিভাগীয় শহরের সঙ্গে রাজধানী ও বাকি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের হাল একেবারে নাজুক। যেমন রেল যোগাযোগে কোন উন্নয়ন হয় নি তেমনি সড়ক যোগাযোগে। পুরো বিভাগবাসী এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থা তথা জনগনের জীবন মান উন্নয়নে বিগত সরকারের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না রেখে গেলেও বিমানবন্দরে হুড়োহুড়ি করে ধাক্কা ধাক্কা করে জমিনে লুটিয়ে পড়ে হলেও সর্ব্বোচ নেতৃত্ব কে পায়ে ধরে সালাম করতে দেখেছে

অনেকবার। আর পুরো জেলাসহ এলাকার রাজনৈতিক নেতাদের একমাত্র কাজ ছিলো যেমন করেই হউক,দরকার হলে জানবাজী রেখেও ক্ষমতার মুল স্থান থেকে তথা পদ যুগল থেকে ধূলা নিয়ে নিজেকে ধন্য করা।

শিউলি
ফুলের গল্পগাঁথা

রোমেনা রোজী

দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে না বলে বাংলা ক্যালেন্ডারের ব্যবহার প্রায় উঠেই গেছে। তাই বাংলা মাসের পালাবদল এখন ঐভাবে আর কেউ খেয়ালই করে না। কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতা না দেখেই কিছু কিছু ঋতুর আগমন বেশ টের পাওয়া যায়।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঋতুবৈচিত্রও অনেক বদলে গেছে। একের পর এক ঘূর্ণাবর্তে বর্ষা দীর্ঘায়িত হতে হতে এবার ছুঁয়ে ফেলল অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ঘন ঘন বৃষ্টিতে আর মেঘ ঢাকা আকাশে বর্ষা জুড়েছিল গোটা ভাদ্র আর আশ্বিন। ভোরের দিকে শীত শীত ভাব। সকালে ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু।

শরৎ এবার চুরি হয়ে গেছে!

প্রকৃতিতে এখন চলছে শরৎকাল। এসময় প্রকৃতি হয় স্নিগ্ধ, শান্ত ও কোমল। আকাশে ছুটে চলে মেঘের খেয়া। নদীর কূলে বাতাসে দোলে সাদা মেঘের মতো কাশফুল। স্নিগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। শরৎ এর আবহ না থাকলেও প্রকৃতিতে, তবুও চারপাশে তার রাজত্ব। বলছি সাদা বসন আর জাফরান রঙে মোড়া শুভ্রকুমারী শিউলির কথা। অতি সাধারণ এক ফুল শিউলি। রাতের আঁধারে নিজের রূপ পুরোটা ছড়িয়ে, বাতাসে বিলিয়ে দেয় নেশা লাগানো সুবাস। আর ভোরের আলো ফুটলেই ঝরে পড়ে সাদা-কমলা গালিচা তৈরি করে। কার সঙ্গে যেন অভিমান কিংবা লুকোচুরি করে এই শিউলি। শরৎ আর হেমন্তের প্রাকৃতিক প্রতীক শিউলি।

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল, কেমন ভুল, এমন ভুল/ রাতের বায় কোন্ মায়ায় নিল হায় বনছায়ায়/ ভোরবেলায় বারে বারেই ফিরিবারে হলি ব্যাকুল/ কেন রে তুই উন্মনা'- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মুগ্ধ হয়েছিলেন এই শিউলির রূপে।

ফুলের রূপে মুগ্ধ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'শিউলি তলায় ভোর বেলায় কুসুম কুড়ায় পল্লী-বালা।' লিখেছেন, শিউলি ফুলের মালা দোলে শারদ-রাতের বুকে ঐ /এমন রাতে একলা জাগি সাথে জাগার সাথী কই...'।

ঋতুরানি শরতের একটি শ্রেষ্ঠ উপহার শিউলি ফুল। ছোটো ছোটো কমলা আর সাদা রঙের মিশ্রণে এ ফুল অসম্ভব সুন্দর লাগে দেখতে। শিশির ভেজা পথে বা সবুজ ঘাসের গালিচায় ঝরে পড়া কমলা সাদার এই শিউলি ফুলের সৌন্দর্যে চোখ আটকে যাবে প্রতিটি মানুষেরই। কুয়াশা জড়ানো ঝিরিঝিরি শীতল বাতাস এই ফুলের মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে।

আবহমান বাংলার চিরচেনা শিউলি ফুল সেই পৌরণিক কাল থেকে কত গান কাব্য সাহিত্য রচিত হয়েছে তার কোন হিসাব নেই।

শিশিরের শিউলি, শরতের শিউলি, শীতের শিউলি- কত নামে ডেকেছেন তারা। স্থানীয়ভাবে এই ফুল শেফালি নামেও পরিচিত।

নরম ও ধূসর বাকল বিশিষ্ট এই গাছটি ১০মিটার পর্যন্ত হতে পারে। মিষ্টি সুগন্ধি জাতীয় এই ফুলে রয়েছে পাঁচ থেকে সাতটি সাদা বৃত্তি ও মাঝে লালচে-কমলা টিউবের মত বৃন্ত। ফুলটি শরতে ফোটে। শরৎ ও হেমন্তে শিশির ভেজা সকালে ঝরে থাকা শিউলি অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য তৈরি করে। শিউলি ফুলের কলিরা মুখ তোলে সন্ধ্যায়। বেলা ডোবার পর থেকে ফুটতে থাকে। বাতাসে ভেসে আসা মিষ্টি সুবাস জানিয়ে দেয় তার অস্তিত্ব। শিউলি ফুলের আয়ু বড়ই স্বল্প। ঝরে পড়ে সূর্যোদয়ের আগেই। গাছতলা ভরে ওঠে সাদা ফুলের স্নিগ্ধ সমারোহে। বাড়ির আশপাশে শিউলিগাছ থাকলে ভোরে ঘুম থেকে উঠে ছেলেপুলেদের তার তলায় ফুল কুড়াতে যাওয়ার উৎসাহ-আনন্দ চিরকালের। সেই স্মৃতি হয়তো অনেকেই ফিরিয়ে নিয়ে যায় শিউলি-সুরভিত শৈশবের দিনগুলোতে।

শিউলি এই উপমহাদেশেরই নিজস্ব উদ্ভিদ। আদি নিবাস মধ্য ও উত্তর ভারতে। বৈজ্ঞানিক নাম Nyctanthes arbortristis। দক্ষিণ এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব থাইল্যান্ড থেকে পশ্চিমে বাংলাদেশ, ভারত, উত্তরে নেপাল ও পূর্বে পাকিস্তান পর্যন্ত এলাকাজুড়ে শরৎকালে শিউলি ফুল দেখতে পাওয়া যায়। শেফালি নামেও এর পরিচিতি রয়েছে। আরও কয়েকটি প্রচলিত নাম হলো- পারিজাত, শেফালিকা, কোরাল জেসমিন, রাগাপুষ্পি, খারাপাত্রাকা, পারিজাতা ইত্যাদি। ফুল ছোট এবং সুগন্ধযুক্ত। কোমল ফুলে ছয়টি পাপড়ি থাকে, পাপড়ির রং সাদা হলেও বোঁটার অংশ কমলা রঙের এবং পাপড়ির সংযোগস্থল বৃত্তাকার কমলা রঙে বিস্তৃত থাকে। এর ফল চ্যাপ্টা ও বাদামি হৃৎপিণ্ডাকৃতির। ফুলগুলো রাতে ফোটে এবং সকালে ঝরে যায়। শিশির ভেজা সকালে ঝরে থাকা শিউলি ফুল অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য তৈরি করে। শিউলি ফুলকে কখনও কখনও 'দুঃখের বৃক্ষ', 'বিষন্ন বৃক্ষ' বলা হয়। কারণ দিনের আলোতে এ ফুল তাদের উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে। শিউলি কেবল কবিদেরই বিমুগ্ধ করেনি, যুগে যুগে তার অসংখ্য মুগ্ধ অনুরাগী তৈরি হয়েছে।

অনেকে বলেন শিউলি এসেছে বিদেশ থেকে। অথচ খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬ অব্দে জন্ম নেওয়া কবি কালিদাসের কাব্যে শিউলির কথা আছে। শুধু তা-ই নয়, বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে শিউলি। কবিতা-গানেও শিউলির আছে বিশেষ স্থান। এ ফুল নিয়ে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল লিখে গেছেন। গানে বেঁধেছেন। চিত্রশিল্পীরাও ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন শিউলিকে।

শিউলি ফুলের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে কিছু পৌরাণিক কাহিনি।

নাগরাজের অপরূপা লাবণ্যময়ী কন্যা পারিজাতিকা সূর্যের প্রেমে পড়েন। কিন্তু দিনমণির কাছে সে পবিত্র প্রেম নজরে পরে না। শেষে দিনমণি সূর্যকে না পেয়ে পারিজাতিকা আত্মহনন করেন। তার দেহের ভস্ম পারিজাত ফুল রূপে স্বর্গে ফুটে ওঠে। সূর্যের স্পর্শমাত্রাই সে নীরব ব্যর্থ প্রেমিকার মতো ধরে পড়ে মাটিতে। এই পারিজাত হল স্বর্গের শ্রেষ্ঠ কুসুম। পারিজাত শিউলিরই নামান্তর। পুষ্পপুরাণে রয়েছে অন্য গল্প। পারিজাত স্বর্গের ফুল।

শরৎ-হেমন্তের সকালে শিউলির সৌরভ বাঙালির প্রাণে আনে উৎসবের মেজাজ। শ্রীকৃষ্ণের দুই পত্নী সত্যভামা ও রুক্মিনীর মনে খুব দ্বন্দ্ব যে কৃষ্ণ কাকে বেশি ভালোবাসেন। সত্যভামা না রুক্মিনী কাকে। কৃষ্ণ উদাসীন থাকেন এ প্রশ্নে। শেষে একদিন তাঁরা আবদার করলে পারিজাত ফুল যদি কৃষ্ণ এনে দিতে পারেন স্বর্গ থেকে, তাহলেই বোঝা যাবে কৃষ্ণের পত্নীপ্রেমের গাঢ়তা। কৃষ্ণ স্বর্গ থেকে চুপিচুপি পারিজাত বৃক্ষ চুরি করে আনেন। সত্যভামা সকালে ঘুম ভেঙে দেখেন তার প্রাসাদে একটি অপূর্ব পারিজাত বৃক্ষ এহং সেই ফুলের গুচ্ছ বিছিয়ে রয়েছে রুক্মিনীর প্রাসাদকোণে। এ দিকে স্বর্গের ফুল পারিজাত চুরির অপরাধে দেবরাজ ইন্দ্র আভিশাপ দেন, পারিজাত কেবল ফুল ফুটেই ঝরে যাবে। ফল হবে না কখনও সে ফুলের। তা না হোক, আমরা তো শিউলি-শেফালিকা-পারিজাত যে মানেই ডাকা হোক, তার ফুলটাই ভালোবাসি। শরৎ ঋতুর শ্রেষ্ঠ সে ফুল।

শরতে বিভিন্ন ফুলের সমাহার থাকলেও শিউলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শরতের শুভ্রতা স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতার প্রতীক শিউলি ফুল। বলা হয়ে থাকে, সূর্যের সাথে এই ফুলের ভীষণ আড়ি। তাইতো রাত পোহালেই মাটিতে ঝরে পড়ে।

শিউলি ফুল কেবল দেখতেই সুন্দর নয়, এর রয়েছে বিভিন্ন রকম ভেষজ গুণাগুণ। এই ফুলের বীজ মাথার খুশকি দূর করে এবং এর পাতা কৃমিনাশক হিসেবেও কাজ করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুত করতে শিউলির ফুল, পাতা এবং বাকলের ব্যবহার করা হয়।

শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে শিউলি ফুটে। শীত এলেই গাছের পাতা ঝরে যায়। এই ফুল হলুদ রঙ তৈরি করতেও ব্যবহার করা যায়। ফুলের বোঁটাগুলো শুকিয়ে গুড়ো করে সেই গুড়ো পাউডার হালকা গরম পানিতে মেশালে চমৎকার রঙ হয়। শিউলি ফুলের যেমন আছে মিষ্টি গন্ধ আর মন ভালো করে দেওয়ার মতো রঙের মিশ্রণ, তেমনি আছে এর বেশ কিছু ঔষধি গুণও।

শিউলির তেতো রস স্বভাবতই অরুচিকর আর অপছন্দের। কিন্তু এ তেতো গুণে ভরপুর। শিউলির পাতা, ছাল, বীজ কবিরাজি ওষুধে খুব মূল্যবান। এগুলো আমবাত, পুরোনো জ্বর, মাথার খুশকি, পিত্ত ও কফরোগে উপকারী। আবার মেদ বাড়লে, কৃমিতে, গলা বসে গেলে, দাহরোগে, মূর্ছায়, খাদ্যে বিষক্রিয়ায়, পিপাসা রোগে, সাইটিকায় শিউলি ভালো ওষুধ। বোঝাই যাচ্ছে, রাজকন্যে আত্মত্যাগ করেও মানুষের উপকার করতে ভোলেননি।

আগে যত্রতত্র শিউলির গাছ দেখা গেলেও নগর সভ্যতার কারণে এখন আর তেমনটি চোখে পড়ে না। নতুন করে এখন আর যত্ন করে শিউলি গাছ কেউ রোপণ করে না। তবুও অনাদর-অবহেলায় বেড়ে ওঠা শিউলি ফুলের গাছ চোখে পড়ে মাঝে মধ্যেই। তাইতো এখনো শিউলি তলা ভোর বেলা পল্লীর বালিকারা ফুল কুড়াতে ভিড় জমায়।

শিউলি ফুল কী হারিয়ে যেতে বসেছে? প্রযুক্তির যাতাকলে পিষ্ঠ নতুন প্রজন্ম এই ফুল চেনেনা বললেই চলে। ইট-কাঠের এই শহরে শিউলি কুড়ানোর সেই দিন ফিরে পাওয়া হয়তো সম্ভব নয়। মুঠোভর্তি ফুল জীবনের অনেক অপ্রাপ্তির কথা মুহূর্তের জন্য হলেও ভুলিয়ে দেয়। প্রকৃতির দান বড় ভালবেসে গ্রহণ করার অপ্রার্থিব আনন্দে মন ভরে ওঠে। স্বর্গীয় অনুভূতি হয়।

শরৎ বিদায় নিলেও ফুলটিকে উপহার হিসেবে হেমন্তের কাছে রেখে যায়। পুরাণের সে স্বর্গের ফুল হোক কিংবা রাজকন্যা পারিজাতের পরাজিত প্রেম- শিউলির প্রতি আমাদের ভালোবাসা থাকবে সবসময়। হয়তো কোনো নারী শিউলির মালা গুঁজে দেবেন খোঁপায় কিংবা কোনো তরুণ খুব ভোরে শিউলি কুড়াবে প্রিয়তমার জন্য।

নদী বাঁচান দেশ-বাঁচবে

আফতাব চৌধুরী

নদীকে দূষণমুক্ত রাখা নাগরিক জীবনের সাংবিধানিক কর্তব্য। চিরাচরিত কাল ধরেই নদীর তীরে মৎস্যজীবীদের বসবাস। দৈনন্দিন নদীতে মাছ শিকার তাদের প্রধান জীবিকা। ইতিহাসের পাতায় মিশরকে নীল নদের দান বলা হয়। সিন্ধু নদের তীরে গড়ে উঠেছে সিন্ধু সভ্যতা। নদী বা ছড়ার তীরে মানুষের শবদেহ সৎকার করা হয়। নদীন কূলে শ্মশানঘাট হিন্দুদের শ্ময়নাস্থল। ধরণীর বুকে নদী চিরকাল বয়ে যাবে আপন ধারায়। নদীর প্রতি মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে উঠেছে প্রাচীনকাল থেকে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য হ্রাসের ফলে নদী দিন-দিন হারিয়ে ফেলছে তার নাব্যতা। নির্বিচারে বন ধ্বংসের কারণে পাহাড়ের মাটি আগের মতো বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে না-পারায় থাকে না মাটি ছোঁয়া পানি। ফলে শুকনো মরশুমে নদী, ছড়াতে থাকে না পানি। পার্বত্য অঞ্চলের নদীগুলো খরার প্রকোপে পানিহীনতায় ভুগছে। বনধ্বংসের ফলে নদী ও ছড়া পানি ধারণ ক্ষমতা হারিয়েছে। নদীর পানি ভাসিয়ে আনে বাঁশ, পাহাড়ে উৎপাদিত জুমের ফসল। নদীতে মাছ ধরে মৎস্যজীবীরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। নদীপথে নৌকায় গ্রাম্য জীবনের মানুষ যাতায়াত করে। ভূগর্ভে পানির স্তর নিম্নমুখী, তাই মানুষের পানির চাহিদা পূরণ করতে প্রযুক্তি অবলম্বন করে নদীর প্রাকৃতিক পানিকে ব্যবহার করছে। উপজাতীয় অঞ্চলে ছড়ার পানি একমাত্র পানীয়। নদীর ছড়ায় বাঁধ দিয়ে সেচ প্রকল্প গড়ে উঠেছে। প্রায় নদীতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে পানিশোধানাগারে নদীর পানি পরিশ্রুত করে লক্ষ মানুষের পানীয় জলের জোগান দিচ্ছে। বায়ু পানি বৃষ্টি ব্যতীত জীবপ্রাণ ধ্বংস। পানি মন্ডলের মহাসমুদ্রের চেয়ে নদীর গুরুত্ব মানুষের কাছে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। নদী, ছড়ার পানি পান করে বন্যরাও বেঁচে আছে। পাহাড় হতেই নদী ছড়ার সৃষ্টি। নদী পরিবেশের বিশেষ অঙ্গ, মানুষের কাছে নদীর গুরুত্ব তাই অপরিসীম। যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য সৃষ্টির মধ্যে একটি তাজমহল।

নদী দূষণ সম্পর্কে মানুষের অবচেতনার ফলে নদী বা ছড়ার বালুচরে খোলা আকাশের নীচে মুক্ত পায়খানা, শ্মশানের অর্ধ-জ্বলন্ত শবদাহ, নদীতে ভাসমান মৃত গবাদি পশুর দেহ মাটিতে পুঁতে না-দিয়ে নদীর পানি ফেলে দেওয়ার রীতি রয়েছে। সম্প্রতি পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বুদ্ধির সুবাদে সর্বাধিক স্বাস্থ্য বিধান প্রকল্পে আজকাল নদীতে মুক্ত পায়খানা করার কুঅভ্যাস অনেকাংশে কমে গেছে। নদী ও ছড়া নাগরিক জীবনের সম্পদ হিসেবে প্রদান করছে মুক্ত পানি, বিদ্যুৎ, সেচ, নদীর বালু-পাথর, মৎস্যজাতীয় সুষম খাদ্য। নদীর চরে সবুজ ফসল, শাকসবজি। নদীর খরস্রোতে ভেসে আসছে জ্বালানি কাঠ, মানুষ তা সানন্দে সংগ্রহ করছে।

আগেকার শীতের মরশুমে পাহাড়িরা নদীতে মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক বিষ প্রয়োগ করত। স্যালারলতা নামে এক জাতীয় বিষাক্ত লতার রস নদীর পানিতে মিশিয়ে দিত। এতে কিছু সময়ের জন্য মাছের চোখ অন্ধকার হয়ে যেত। শত শত মানুষ আনন্দ উল্লাসে নদীতে মাছ ধরার জন্য দল বেঁধে নেমে পড়ত। চল্লিশ বৎসর আগে নদীর মাছের দর ছিল কেজি প্রতি দুই টাকা, আজকাল তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনশ-পাঁচশ টাকা। নির্বিচারে চলছে নদী ও ছড়াতে রাসায়নিক বিষ প্রয়োগে মাছ ধরার ঘৃণিত উদ্যোগ। নদী ও ছড়ার পানিতে বিষ মিশিয়ে মাছ ধরার কান্ড নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। যার ফলে নদীর কোলে প্রকৃতিতে উৎপন্ন ছোট বড় মাছ, কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক, কচ্ছপ, ব্যাঙ প্রভৃতি জলজ প্রাণী বংশানুক্রমে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এতে মৎস্যজীবীরা সমূলে বিপন্ন হচ্ছে। ঔষধিসম্পন্ন বহু মাছ আজকাল নদীতে দুষপ্রাপ্য। নদীতে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে যা নদীকে দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। নদীতে বিষাক্ত বিষ প্রয়োগের চরম প্রবণতায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী জীবাণূরা বিলুপ্ত হতে চলেছে। রাসায়নিক বিষ-কৃষকের জমিতে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ রোধ করার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে। বিষ জৈববৈচিত্র্যের জীব-জন্তু, পাখি, মাছ নিধনের জন্য নয়। বিষে মারার মাছ খেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিষে মারা মাছে রাসায়নিক বিষাক্ত অণু থেকে যায়। এই মাছ ভক্ষণে শারীরিক পঙ্গত্বের ভয় থাকে। পাহাড়ি ছড়াতে ক্ষুদ্র প্রজাতির মাছ, শামুক, কাঁকড়া , ঝিনুক উৎপন্ন হয়। এইসব বনবাসী জীবনের প্রিয় খাদ্য। ছড়াতে বিষ দেওয়ার ফলে এদের বংশবিস্তার ক্রমান্বয়ে লুপ্ত হতে চলেছে। নদীর উন্মুক্ত চর পশু-পাখিদের বিচরণ ভূমি। বিষাক্ত নদীর পানি পান করে গবাদি পশু-পাখিদের বিচরণ ভূমি। বিষাক্ত নদীর পানি পান করে গবাদি পশু, গরু, শূকর, ছাগল মারা যাচ্ছে। নদীর মাছের স্বাদ অতুলনীয়। নদী ও ছড়ার মাছের স্বাদের জন্য নদীর মাছের চাহিদা অনেকগুণ বেশি। আমাদের দেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ইচ্ছা করলে আমরা ছাদের উপর বড় চৌবাচ্চা তৈরী করে বৃষ্টির পানি শীতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারি।

নদী মানবসভ্যতার দিশারী বলেই মানুষ নদীর কাছে ঋণী। নদীতে বিষ প্রয়োগে মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞায় সরকার অনতিবিলম্বে আইন প্রণয়ন করুক। নদীতে বিষ প্রতিরোধ আইন তৈরি করতে সরকারের নিকট দাবি জানাতে জনমত গঠন ও বিষ প্রয়োগে মৎস্য নিধনের আইনি নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়স করতে সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। মৎস্যজীবীদের বাঁচাতে নদীদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে স্থানীয় প্রশাসনের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। বিষ প্রয়োগে মৎস্য নিধন নিষিদ্ধ করতে এবং বিষ প্রয়োগকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সময়োচিত বিধান তৈরিতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। বিভিন্ন জেলায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ নদী দূষণের প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবছে না। নদীতে বিষ প্রয়োগকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে রাজ্য সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় পুলিশি আইনে বলবৎ ও রূপান্তরে বিধিসম্মত জনহিতকর নীতি গ্রহণ করতে দাবি জানাচ্ছে পরিবেশপ্রেমী বুদ্ধিজীবী মহল। সভ্যতার যুগে নদীমাতৃক দেশে নদীতে বিষ প্রয়োগ এক কলঙ্কিত অধ্যায়। নদ-নদীর দান অপরিসীম বলেই নদীর বিশেষত্ব কখনো সমাজের সুস্থ মানুষ ধ্বংস করতে দেবে না। নদীর প্রতি বিরূপ আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন মানুষের এই বিষক্রিয়া আর বেশি দিন প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। নদী ও ছড়ার স্নিগ্ধ তীরে পশু-পাখিদের বিচরণ ভূমি। স¤প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশ, পশু-পাখিরা নদীর বিষাক্ত পানি পান করে প্রাণ হারাচ্ছে। নদীতে বিষ প্রয়োগে মাছধরা বন্ধ করতে পরিবেশ সচেতনতা অভিযান সফল করা দরকার। নদীতে বিষ প্রয়োগের ফলে ভয়ঙ্কর পরিবেশ দূষণ মানব সভ্যতার কাছে এক অশনিসংকেত।

ভাইরাস

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ
পৃথিবীতে আজ—জীবনানন্দ দাশ

মোস্তফা সারওয়ার

রক্তস্নাত দেশে
ভাইরাস এসেছিল
অদ্ভুত বেশে,
স্মৃতি বিভ্রাটে দিশেহারা
মানুষের আশা,
মাথার ঘিলুতে
ডিয়েনে কিটেরা
বেধেছিল বাসা।

অর্বাচীন যুবকেরা ভুলে গেল
পিতৃ পুরুষের নাম,
জন্ম তারিখ মনে রাখার
আছে কিনা কোন দাম।

অট্টহাস্যে উন্মাতাল
নেচেছিল ভাইরাস,
লঙ্কায় হয়ে যাওয়া হনূমান
টানেনিকো কোন রাশ।

পরকীয়ার মোড়কে আবদ্ধ মানুষ

মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

বাইরের আবরণে আটকে যায় চোখ
অ্যামিটেশনের যুগে কদর্য হারায় সোনা
নিজের ডানায় রঙধনুর সাতরঙ মেখে
ফুলের সৌন্দর্য লুফে নিতে মরিয়া প্রজাপতি
জোছনায় আবরণ খুলে দিয়ে চাঁদ
পৃথিবীর ঠোঁটে খুঁজে স্নিগ্ধ হাসি
গল্পের ভেতরের গল্প পড়ে না কেউ
লোকচক্ষুর আড়ালে খুঁজে না প্রেম
পরকীয়ার মোড়কে আবদ্ধ মানুষ
ভেতরের পাঠে খুলে দেখে না নিজেকে।

নিরবতার মানে

আনন্দ পাল

চুপচাপ থাকা মানে যদি ভুলে যাওয়া হতো-
পৃথিবীটা হারিয়ে যেতো ডাইনোসরের মতো।
দূরে থাকা মানেই যদি মুছে যাওয়া হতো;
চাঁদকে মানুষ কি পাগলের মতো ভালোবাসতো?

চুপচাপ থাকা মানে নয়তো ভুলে থাকা;
লোডশেডিং এ আঁধার বুকে, আলোর ছবি আঁকা।
চুপচাপ থাকা মানে-প্রেমকে রসোত্তমে তোলা;
চুপচাপ থাকা মানে- অগোছালো দুঃখ ভোলা।

ধানের গোলা আর ইঁদুরের সহবাসের মতো,
কাছাকাছি থাকা যদি-ভালোবাসা হতো;
বটবৃক্ষে দেহাশিত তৃণ কি কখনো-
অনাদরে,অবহেলায় দিন কাটাতো-উনো?

কঠিন বরফ তপ্ত করেই, তরল করে লোকে;
নীরবতার মানে নয়তো -ভুলে থাকা তোকে।

প্রশান্তি অনুভব

এম. আবু বকর সিদ্দিক

নিষ্ঠুর দিনমণি অগ্নি চোখে বারবার তাকায় আমার দিকে। চোখের নজরতো নয় যেন আগুনের ফুলকি। ওর প্রখর

তাপে আমার দেহখানা ফেটে খানখান হয়ে গেল। ফাল্গুন-চৈত্র জুড়ে চলল এমন নিষ্ঠুর আচরণ।

ধৈর্যের পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হলাম ঠিক তখনই চলে এলো বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। এবার দিনমণি খানিকটা শান্ত। কখনও সে মেঘের আড়ালে লজ্জায় মুখ ঢাকে, কখনও নির্মল নীলিমায় হাসতে থাকে।

অতঃপর এলো আষাঢ়-শ্রাবণ, নীলিমায় জমা হলো ঘন কালো মেঘ। অনল বর্ষণে ভিজতে শুরু হলো আমার শুষ্ক ঠনঠনে দেহটা।

তৃষ্ণার্ত বুকখানা বৃষ্টিতে ভিজে অনেকটা স্বস্তি পেল, মিটে গেল তৃষ্ণা। পদতলে জমা হলো বিশাল জলরাশি-যা ভবিষ্যতের সঞ্চয়ও বটে। খুশিতে আমি গদগদ, হৃদয়জুড়ে প্রশান্তি অনুভব।

আশ্বিনের শারদ প্রাতে

অপূর্ব চক্রবর্তী

সত্যি বলতে কি একটু আধটু ধূমপান করা ছাড়া আমার তেমন কোনো নেশার টান বড় একটা নেই। ছিলোও না কোনদিন। আর ছোটখাটো নেশা, সে সবই তো এখন অতীত স্মৃতি মাত্র। তবুও সেদিন নিজেকে কেমন যেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর আফিমখোড় কমলাকান্তের মতনই মনে হচ্ছিল। আর আমার অপরের দুয়ারে আড়ি পেতে কথা শোনার বদ্‌অভ্যাসও কোনদিনই ছিল না।

আসলে এখন তো আশ্বিন মাস চলছে তাই রাতের ঘুমটা বেশ জমিয়েই এসেছিলো শেষ রাতের দিকে একটু ঠান্ডা আমেজে। হঠাৎ দেখলাম আমি কৈলাসে পৌঁছে গিয়েছি। কি দুর্দান্ত সব প্রাকৃতিক দৃশ্যপট চোখে ভেসে উঠলো তা বলে বোঝানো যাবে না। আমি তো চিত্রার্পিত ঐ মনোরম হিল স্টেশন দেখে। সাধে কি দেবাদিদেব মহাদেব ভরা সংসার নিয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন এই কৈলাসের। আর পার্বতী মা এই কৈলাসে ঘরকন্না করছেন যুগ যুগ ধরে! কৈলাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আমি তো একেবারে হতবাক হয়ে চারদিকে দু'চোখ মেলে শুধু দেখেই চলেছি। হঠাৎ যেন খুবই নীচু আওয়াজে কিছু কথাবার্তার শব্দ কানে ভেসে এলো।

আমিও সাবধানে কান পাতলাম, থুরি আড়ি পাতলাম আর কি! স্পষ্ট শুনতে পেলাম দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতী মাকে একান্তে বলছেন, 'বুঝলে গিন্নি এবার আর তোমার মর্তে বাপের বাড়িতে গিয়ে কাজ নেই।'

শুনেই পার্বতী মা যেন ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'কেন বলতো? বছরে তো এই চারটে দিন ই নিশ্চিন্তে নিজের মতন কোরে একটু শ্বাস ফেলতে পারি তোমার হাজারটা বায়নাক্কা থেকে মুক্তি পেয়ে।'

এবার গলায় উদ্বেগ নিয়ে মহাদেব বলে উঠলেন, 'আজকাল যে সব কান্ড হচ্ছে ওখানে, ওই যে আর জি কর হাসপাতালের সমস্ত ঘটনা শুনে তোমাকে সোমত্ত দু'দুটো মেয়েকে নিয়ে ওখানে পাঠিয়ে কি উৎকণ্ঠাতে যে দিন কাটাবো সে তোমাকে মেয়ের বাপ হয়ে কি করে বোঝাবো যে আমি।'

পার্বতী মায়ের চট্ জলদি জবাব, 'কেন কার্তিক গণেশ দু দুটো জোয়ান মদ্দ ছেলে তো আমার সাথেই যাচ্ছে। তুমি আর অতো চিন্তা করো না তো। আর নন্দী ভৃঙ্গী তো রইলোই। মোটে তো চারটে দিন ঠিক কেটে যাবে দেখো। যাই এবার গোছগাছের ব্যবস্থা করি আমি।'

তখন মহাদেব বলেই ফেললেন, 'জানো এবার কিন্তু আগের মতন জমাটি আপ্যায়ন পাবে না তুমি। বেশিরভাগ পুজো কমিটিই কিন্তু সরকারি অনুদানের টাকাটা এবার ফিরিয়ে দিচ্ছে। খাতির করার সেই জৌলুস থাকবে না দেখে নিও তুমি। বলছি ওই বলিউড টলিউড আর্টিস্টদের জলসার সেই জলুশ থাকবে না এবারে। তাই বলছিলাম এবার কৈলাসেই থেকে যাও।আর আমিও একটু নিশ্চিন্তে থাকি।'

কিন্তু মা পার্বতী নাছোড় চট্ জলদি তিনি উত্তর দিলেন, 'পারবে তুমি শ্রীভূমি, সুরুচি সংঘ অথবা চেতলা অগ্রণীর মতো বুর্জ খলিফা, পদ্মাবত সিনেমার সেট আর লেবুতলা পার্কের মতো অযোধ্যার রাম মন্দির কৈলাসে নিয়ে আসতে?'

মহাদেবও হেরে যাবার পাত্র নন মোটেই। তিনিও বলে উঠলেন, 'আরে তুমি চাইলেই পুঁজিপতি কুবেরকে স্পন্সরার কোরে ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্মাকে দিয়ে আমি এখানে একটা হোয়াইট হাউস আর অ্যাক্রপলিস্ মল বানানোর ব্যবস্থা করতেই পারি! আর রম্ভা, উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমাদের দিয়ে নারদকে অ্যাঙ্কর করে ভূমি, লকডাউন, ইচ্ছে ডানা, ক্যাকটাস্ আর লক্ষীছাড়াদের থেকে ঢের ভালো একটা জলসার আয়োজন করে দেবো আমি।'

তবুও মা পার্বতীর ওই একটাই কথা, 'না আমি এবারও মর্তে যাবোই। চারটে দিনই তো শুধু। আমার মেয়েদের দায়িত্ব নিজেই নিতে পারি আমি। তুমি কি ভুলে গেলে নাকি আমি দশভূজা।'

তখন মহাদেব আর কি করেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা

পার্বতীকে বললেন, 'যাও তবে খুব সাবধানে। আর ভুল করেও যেন পদ্মার ইলিশ খেও না। শুনেছি ঢ়াকা থেকে নাকি ফর্মালিন দেওয়া পঁচা ইংলিশ পাঠাচ্ছে ওরা। আদানীদের কাছ থেকে ধার করা বিদ্যুৎ এর দেনা শোধ করতে। তোমরা বিশেষ করে গনেশকে যেন একটু সামলে খাওয়া দাওয়া করতে বোলো। এখন তো শুনছি জাল ওষুধের দুষ্টু চক্রের কল্যানে বাজারে ভেজাল ওষুধের রমরমা চলছে। এসব আমি ফেসবুকে দেখেছি। তবু আমি ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে তোমাদের খেয়াল রাখবো।'

অতএব মা পার্বতী মর্তে আসার গোছগাছ শুরু করলেন আর ওলা অ্যাপ এ 'দোলা'বুক করলেন। ও টি পি এসে গ্যাছে। পার্বতী মা লক্ষ্মী, সরস্বতী আর কার্তিক, গণেশের সাথে অসুর, সিংহ, ময়ূর, পেঁচা আর ধেড়ে ইঁদুরকে নিয়ে কৈলাসপুরীর দরজায় এসে দাঁড়ালেন দোলার অপেক্ষায়।

মাঝেমাঝে পার্বতী মা মোবাইলে চেক করে চলেছেন দোলার লোকেশন স্ট্যাটাস্। চালকের কনফার্মেশন কল এসে গ্যাছে দোলা এই এলো বলে।

এরপর ভোরের দিকে আমার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেল বাণী কুমারের অবিস্মরণীয় গ্রন্থনা ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠের মহালয়া পাঠের মূর্ছনায়-'আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর; ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা; প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা!'

যাক তবে মা আসছেন, চারদিকে এত্তোসব দুর্নীতি, দুর্যোগ আর খারাপ খবরের মাঝেও এটাই তো একমাত্র আশার আলো মর্তবাসীর কাছে। মা যেন দুর করেন সব অন্যায়ের আর বিনাশ করেন সব অসুর বৃত্তির। সব নিরাশার অন্ধকার পার্বতী মা যেন তার আপন তেজোময় আলোকবর্তিকায় আশার আলোতে আলোকিত করে তোলেন। অবশ্য মহাদেব জেনে খুশি হবেন যে, এবার মহালয়ার অনেক আগে থেকেই রাজ্যসরকারের তরফ থেকে বিসর্জনের কার্নিভালের বরাত দেওয়া হয়ে গ্যাছে। আর মা পার্বতী এবার কৈলাসে ফিরে যাবেন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। শাস্ত্রে বলে যার ফল হবে ছত্রভঙ্গ।

সন্ধ্যা নামার আগে

সৈয়দ নূরুল আলম

গতকাল আব্দুল মারা গেল। আবুলের অবস্থাও ভালো না। যে-কোনো সময় সংবাদ আসতে পারে। সিসিইউতে ভর্তি আছে। ডাক্তার বার্তা দিয়ে দিয়েছেন।

ইদানিং কবিদের মৃত্যু সংবাদ বেশি আসছে। আব্দুল এবং আবুল দুজনেই কবি। এর আগে কবি মতলব মারা গেলেন। তার আগে কবি আদনান মারা গেলেন। কবিরা কেন অকালে এভাবে চলে যাচ্ছেন তা কবি হাসান মাহমুদ আল কোরেশির মাথায় খেলে না।

আবুলের কবিতা: বোধের এবং সৌন্দর্যের- এতটুকু লিখার পর হাসান মাহমুদ আল কোরেশির কলম থেমে আছে। আর কিছু লিখতে পারছে না। নিজের মধ্যে শোকের আবহাওয়া আনতে পারছে না। মনের মধ্যে শোকের ছায়া না থাকলে শোকের কথা আসে কী?

'কবি আবুল হচ্ছেন অনেকটাই ত্রিকালদর্শী মানুষ। তিনি অতীতকে দেখেন ইতিহাসে, কিংবদন্তিতে, কাহিনিতে, সাহিত্যে, নাটকে, সিনেমায় এবং তার সঙ্গে যোগ হয় তার আপন অতীতভেদী দৃষ্টি। কবি আবুল দেখেন বর্তমান। আর দশজন মানুষ যা দেখেন তিনি তা দেখেন। কিন্তু তিনি দেখেন আরো বেশি। সাধারণ মানুষ বর্তমানের বাহ্যিক রূপটাই মূলত দেখেন কিন্তু কবি আবুল লক্ষ করতেন নিবিড় পর্যবেক্ষণের মেধা ও মন নিয়ে। তিনি অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্রটি আবিষ্কার করেছেন, পুনঃস্থাপন করেছেন এবং প্রয়োজনে অতীতকে বর্তমান করে তোলেন সুচারু শৈল্পিকতায়। কবি আবুল সৃজনশীল মানুষ, তার সৃজনশীলতার মাপকাঠি আলাদা এবং বিচিত্র। কবি স্বপ্ন দেখেন এবং সে স্বপ্ন ওড়ে ভাবনার আকাশে।

আজ আমি প্রায়ত কবি আবুলের কবিতা নিয়ে আমার অনুভূতি ব্যক্ত করতে বসেছি। সাহিত্য, সংগীত, প্রেম, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, ইতিহাস, কিংবদন্তি প্রতিটি বিষয়ে তিনি গভীর অভিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।প্রতিটি বিষয় তার সেই গভীর জ্ঞানের ফসল। কবিতা নিয়ে নানা ধরনের মতবাদ ও মতভেদ প্রচলিত আছে। তথাপি আমি আবুলের অভিমতকেই সমর্থন করি, একজন কবি বা লেখক সবখানি ও সবটুকু নিজের জন্য লেখেন না, যেমনভাবে গান করে বনের পাখি। পাখির কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না কিন্তু কবি বা কথাশিল্পীকে পাঠকের কথা মনে রাখতেই হয় কম অথবা বেশি। কবি আবুল কবিজীবনের শুরু থেকেই সমাজের প্রতি, মাটি এবং মানুষের প্রতি চোখ রেখে পথ চলেছেন। আলোকিত সমাজ বিনির্মানের দিকে রেখেছেন তার দৃষ্টি ও হৃদয়। সেই সমাজ, সেই স্বপ্ন, আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কবিরা হতাশায় ভেঙে পড়েন না। কারণ তিনি সমাজের অগ্রসর মানুষ, কবি আবুলকেও এমন অবস্থানে দেখতে পাওয়া যায় তার লেখায়, তার সৃষ্টিকর্মে।'

এমন সময় হাসান মাহমুদ আল কোরেশির কাছে সহজ বাংলা পত্রিকা অফিস থেকে ফোন আসে, 'কোরেশি ভাই, শুনছেন বোধ হয় কবি হরকতউল্ল্যা গত রাতে মারা গেছেন। আপনি তো উনার কাছের বন্ধু ছিলেন। উনার উপর একটা লেখা দেন, আমরা আগামী কালকের প্রথম পাতায় ছাপতে চাই। প্লিজ না করবেন না।'

হাসান মাহমুদ আল কোরেশি শব্দ করে 'ইন্না-লিল্লাহে অ-ইন্না ইলাহি রাজেউন' পড়েন। তারপর ইতঃস্তত করে বলেন, মামুন সাহেব আমি তো কবি আবুলকে নিয়ে.....

কথাটা মুখ থেকে ফস করে বের হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি মুখের কথা চাপা দিয়ে, গলার স্বর পাল্টে বলেন, এত অল্প সময়ে কী লিখব বলেন। তাছাড়া এখন হরকতউল্ল্যার মরদেহ দেখতে যাব। তা এখন মরদেহ কোথায়, বাসায়, না হাসপাতালে?

'কোরেশি ভাই, একটা কথা বলি মনে কিছু নেবেন না। কবির লাশ হাসপাতালে রাখা আছে। ওর ছেলে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসার পর দাফন হবে। আপনার আর আসার দরকার নেই, আপনি বাসায় বসে আমাদের পত্রিকার জন্য লেখাটা তৈরি করে দেন। কাল প্রথম পাতায় ছাপা হলে, হাসপাতালে আসার চেয়ে বেশি কভারেজ হবে।'

মামুনের কথা কোরেশির মনে ধরে। তাছাড়া অর্ধেক লেখা তো তৈরি করা আছেই। শুধু আবুলের জায়গায়, হরকতউল্যা বসিয়ে দিলে হবে।

হাসান মাহমুদ আল কোরেশি লেখেন, 'হরকতউল্যা বাংলাদেশের বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলন বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কবি। নিবিড়ভাবে খেয়াল করলে দেখা যায়, হরকতউল্যা গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন একজন কবি। তিনি জীবনকে দেখেন আর দশজন মানুষের মতোই। কিন্তু সেখানেই শেষ হয়ে যায় না তার অবলোকন।'

আর লিখতে মন বসে না। হাসান মাহামুদ আল কোরেশী কী যেন ভাবেন। নিজের মৃত্যুর কথা কি? তিনি ওতো কবি; যেভাবে কবিদের অকাল মৃত্যু হাতছানি দিচ্ছে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

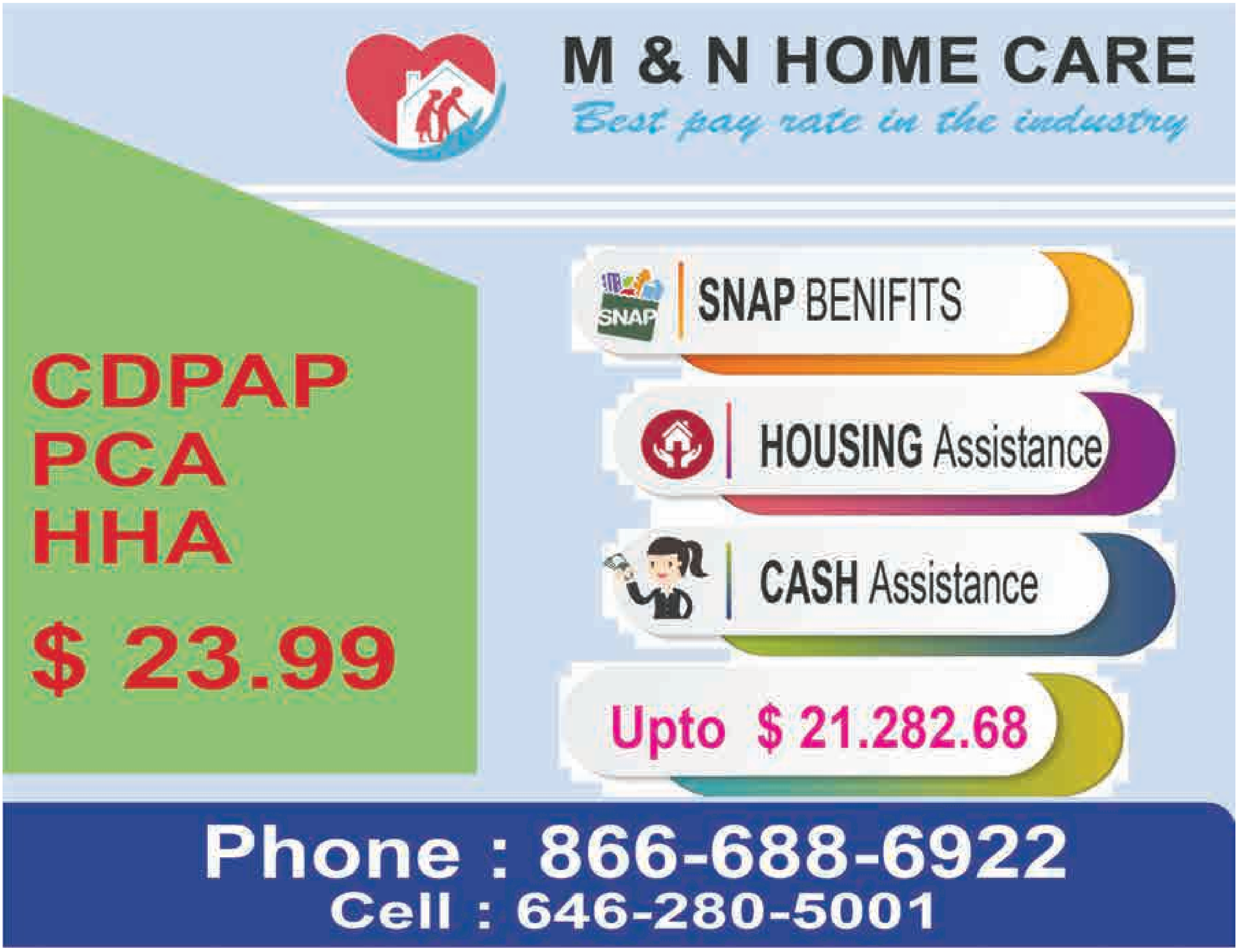
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

অর্জন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
31 October 2024, Thursday, Issue 398
৩১ অক্টোবর ২০২৪, ১৫ কার্তিক ১৪৩১, ২৮ রবিউস সানি ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

ফলাফল ঘোষণার পর আনন্দ-উল্লাস

সেলিম-আলী পরিষদের নিরঙ্কুশ বিজয়

কে কতো ভোট পেলেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

সেলিম-আলী' পূর্ণ পরিষদ জয়ী হয়েছে বাংলাদেশ সোসাইটির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন। ২৭ অক্টোবর রোববার এই নির্বাচনে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে কার্যকরী পরিষদের ১৯টি পদে 'সেলিম-আলী' পরিষদের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত বেসরকারী ফলাফলে সভাপতি পদে আতাউর রহমান সেলিমের প্রাপ্ত ভোট ৫,২৮৯। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রুহুল আমীন সিদ্দিকীর প্রাপ্ত ভোট ৩,৮২০। ভোট ব্যবধানে ১,৪৬৯ ভোট বেশী পেয়ে আতাউর রহমান সেলিম জয়ী হয়েছেন।

সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী মোহাম্মদ আলীর প্রাপ্ত ভোট ৫,১৭৯। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জাহিদ মিন্টুর প্রাপ্ত ভোট ৩,৮৭২। ভোট ব্যবধানে ১,৩০৭ ভোট বেশী পেয়ে মোহাম্মদ আলী জয়ী হয়েছেন।

অপরদিকে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে বিজয়ী মহিউদ্দিন দেওয়ানের প্রাপ্ত ভোট ৫,৪৯৪। তার একমাত্র প্রতিদ্ব›িদ্ব ফারুক চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট ৩,৪০৫।

সহ সভাপতি বিজয়ী মোহাম্মদ কামরুজ জামান-এর প্রাপ্ত ভোট ৫,৪৮০। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আমিনুল চৌধুরীর

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

২৭ অক্টোবর রোববার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত নিউইয়র্ক সিটির ৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

সেলিম- আলী পরিষদ নিরঙ্কুশ বিজয়ী বাংলাদেশ সোসাইটির দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আম্রবেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির ১৮ হাজার ভোটারের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এই নির্বাচন নিয়ে কমিউনিটিতে ছিল ব্যাপক আগ্রহ ও উত্তেজনা। দুটি প্যানেল সরাসরি এ নির্বাচননে অংশ নেয়। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন রিজু মোহাম্মদ। অবশিষ্ট ১৮ পদের সবগুলোতেই সেলিম-আলী প্যানেলের প্রার্থীরা ৭শত থেকে দেড়

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের আশ্বাস সেলিমের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আতাউর রহমান

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেন সেলিম-আলী প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম। তিনি জানান, ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া 'বাংলাদেশ সোসাইটি' নির্বাচনে তার প্যানেল জয়ী হলে প্রবাসীদের জন্য একটি বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সম্প্রতি সিবিএন টিভি ইউএস-এর সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি তার এই পরিকল্পনার কথা জানান।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

৪ বছরের ব্যবধানে নির্বাচনের প্রস্তাব হাসান আরিফের

ঢাকা অফিস

চার বছর পরপর জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়া উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ। এ প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে, এ বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের বিবেচনা করা উচিত। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এ অভিমত দেন হাসান আরিফ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হাসান আরিফ মতবিনিময়ে স্থানীয় সরকারের জনবল ও সেবা, জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ, স্থানীয় পরিষদের মেয়াদ এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের মতো

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

টক অব দ্য উইক

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে ডেমোক্র্যাট

সোহানা নাজনীন

"গত সপ্তাহের এক জরিপে দেখা গেছে আরব আমেরিকান ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্পের প্রতি জনপ্রিয়তা বেড়েছে। তাদের ৪৫ শতাংশ ট্রাম্পকে সমর্থন দিচ্ছে। গাজা যুদ্ধের কারণে ভোটারদের সমর্থন থেকে পিছিয়ে পড়ছে ডেমোক্র্যাটরা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইসরায়েল প্রীতি কমলা হ্যারিসের নির্বাচনে জয়ের আশাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে"-আসন্ন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে এমনটাই সমালোচনা করেছেন সিনিয়র সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলাম।

২৫ অক্টোবর প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' এ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলাম নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এর প্রেসিডেন্ট। তিনি সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক কাগজ এর সম্পাদক। যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন নির্বাচন ছাড়াও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি কথা বলেছেন।

ঘনিয়ে আসা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সাবিনাদের জয়ধ্বনি

আবার সাফ জয়

ঢাকা ডেস্ক

দুই বছর আগে রূপকথার গল্প যেখানে লেখা হয়েছে, বুধবার রোত কাঠমান্ডুর রঙ্গশালায় সেই গল্পই লিখলেন সাবিনা খাতুনরা। নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালকে ২-১ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো হিমাদ্রির শিখরে বাংলাদেশের মেয়েরা।

২০২২ সালে অনুষ্ঠিত গত আসরের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচও হয়েছিল এই দুই দলের মধ্যে। ভেন্যুও ছিল একই। সেবার নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ নারী ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ।

হাইভোল্টেজ এই ফাইনাল দেখতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় ১৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়াম। ফাইনালের মহারণে বাংলাদেশ খেলতে নামে একাদশে একটি পরিবর্তন এনে। ভুটানের বিপক্ষে সেমিফাইনালে খেলা সাগরিকার জায়গায় দলে ফেরেন ফরোয়ার্ড শামসুন্নাহার জুনিয়র। চোটের কারণে সেমিতে খেলতে পারেননি শামসুন্নাহার জুনিয়র।

৪-৩-৩ ফরমেশনে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলে বাংলাদেশ। নেপালী গোলরক্ষকের ভুলে দ্বিতীয় মিনিটেই সুযোগ এসেছিল তহুরার সামনে। তবে দুর্ভাগ্য, সাইড পোস্টে লেগে অল্পের জন্য গোল পাওয়া হলো না বাংলাদেশের।

ম্যাচের ৯ মিনিটে দারুণ এক সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ। যদিও ফিনিশিংয়ের অভাবে গোল মেলেনি। পরের মিনিটেই পাল্টা আক্রমণে সুযোগ পায় নেপাল। আমিশা কার্কির

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Nazrul Islam

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
MD SHORIFUL ISLAM
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: +1 (347) 251-9921, Email: Hillsidetax21@gmail.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
2152B Westchester Ave,
Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

OPEN 7 DAYS
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

খলিল'স ফুড
Khalil Biryani House
Khalil Halal Chinese
Khalil Pizza & Grill
Khalil Supermarket
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

মতিন
MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

Home & Habitat
Realty Corp.
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-8417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৮৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com